নানা দেশের নারী-চিত্র।

মার্কিণ দেশীয়া নারী।

নির্ঘণ্ট।

নারী-চিত্র।

ভূমিকা।

কোন্ দেশের লোক কত দূর সভ্য, যদি জানিতে চাও, সেই দেশের স্ত্রীজাতির অবস্থা কিরূপ, তাহা দেখ। অসভ্য জাতীয় লোক-সমাজে স্ত্রীলোক বাড়ীর দাসী বান্দী। স্ত্রীলোকেই পরিশ্রম করিয়া স্বামী, পুত্র, কন্যা ইত্যাদি পরিবারস্থ সকলকে প্রতিপালন করে। পুরুষের প্রধান কাজ যুদ্ধ ও শিকার করা; যখন এ সকল করিতে না পায়, তখন হয় বসিয়া বসিয়া তামাক টানে, না হয় মদ খায়, বা ঘুমাইয়া দিন কাটাইয়া দেয়। যে সকল জাতি কতকটা সভ্য হইয়াছে, তাহাদের সমাজেও বেশীর ভাগ পরিশ্রম স্ত্রীলোককে করিতে হয়। পথ চলিতে হইলে স্ত্রীর মাথায় বোচকা বাচ্‌কি, পিঠে ছেলে, কিন্তু পুরুষ জামাই বাবুটীর মত ছাতি মাথায় দিয়া আরাম করিতে করিতে যায়। ব্রহ্মদেশের গৃহস্থ স্ত্রী সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খাটে, পুরুষ সারা দিন চুরুট টানিয়া সময় নষ্ট করে, তবু কুটা গাছটীও নাড়ে না। সে মনে করে, পুরুষেরই আরামের জন্য যেন স্ত্রীজাতির সৃষ্টি হইয়াছে।

আফ্রিকা দেশের নারী।

মুসলমান রাজ্যে লোকে স্ত্রীজাতিকে ইন্দ্রিয়-সুখ সাধনের সামগ্রী মনে করে। গরিব লোকের স্ত্রীরা হাটে, বাজারে, মাঠে গিয়া পরিশ্রম করিয়া থাকে, সত্য বটে, কিন্তু ধনী লোকের স্ত্রীরা "অন্দর মহলে" অবরুদ্ধ থাকে, পুরুষের মনস্তুষ্টি সাধনই যেন তাহাদের একমাত্র কর্ত্তব্য। সঙ্গতি থাকিলে লোকে একাধিক স্ত্রী বিবাহ করে। সুলতান, বাদশা ও আমির ওমরাদের "ষোল শত গোপিনী" নহিলে চলে না।

ভারতবর্ষে ও অন্যান্য অনেক দেশে, অনেক বিষয়ে স্ত্রীলোকেরা আছে ভাল। পুরুষের কর্ত্তব্য পরিশ্রম পুরুষে ও স্ত্রীর কর্ত্তব্য পরিশ্রম স্ত্রী করে। পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকে ভাল কাপড় পরে, স্বামির টাকা থাকিলে স্ত্রীর সর্ব্বাঙ্গ গহনায় আবৃত থাকে। যাহার যেরূপ অবস্থা, সে আপন স্ত্রীকে সেই পরিমাণে গহনা

দেয়। ফলে, দেখিয়া বোধ হয়, তাহারা যে অবস্থায় আছে, তাহাতে যেন বিলক্ষণ সন্তু
এ সন্তোষভাব কিন্তু অজ্ঞানতামূলক। অসভ্য স্ত্রীলোকদিগকে যে গাধার মত খা
হয়, তাহারাও আপনাদের অবস্থায় সন্তুষ্ট। সে কালের হিন্দু নারীরা যদিও বি
লেখা পড়া জানিতেন, যদিও বেদে স্ত্রীলোকের রচিত মন্ত্র রহিয়াছে, তথাপি পৌরা
হিন্দুরা স্ত্রীজাতিকে লেখা পড়া শিখাইতেন না। পৌরাণিক ব্রাহ্মণের আজ্ঞাক্রমে স্ত্রীজা
বেদ পাঠ বা শ্রবণ করিতে নাই; স্বামীই স্ত্রীর দেবতা; স্বামী-সেবাই স্ত্রীর স্বর্গলা
একমাত্র উপায়। ভারতে হিন্দু বিধবাদিগকে অনেক স্থলে বহুকষ্টে দিন কাটাইতে
রোগীর সেবা, ব্রত পালন, দেবদর্শন প্রভৃতি কার্য্যগুলি অধিক পরিমাণে বিধবা
করিয়া থাকে।

শিক্ষিত লোকসমাজে স্ত্রীলোকে গৃহকার্য্য করিয়া থাকে; মুসলমান ও হিন্দুসম
যেমন, শিক্ষিত সমাজে স্ত্রীলোকেরা সে ভাবে অন্তঃপুররূপ কারাগারের কয়েদী ন
তাহারা লেখা পড়া শিখে, নানা শিল্পকার্য্য ও গান বাজানা শিখে, সংসারের বিষয়
স্বামীকে পরামর্শ দিতে পারে, নিজেরা শিক্ষিত বলিয়া সন্তানসন্ততিদিগকে সুচারু
শিক্ষা দিতে পারে। অনেকে সমাজের উন্নতিকর বিষয়ে বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রম ক
থাকেন, অনেকে রোগীর সেবায় ও দরিদ্রের উপকারজনক কার্য্যে জীবন কাটাইয়া
আমাদের দেশে অনেকে যেমন সুশিক্ষা পাইয়া, কর্ত্তব্য জ্ঞাত হইয়াও কর্ত্তব্য পা
অবহেলা করিয়া থাকেন, শিক্ষিত মানবসমাজেও অনেক সুশিক্ষিত নরনারী ঠিক
করেন। এক্ষণে ভারতবর্ষে হিন্দু সমাজে, বিশেষ বঙ্গ দেশের বাঙ্গালী হিন্দু সমাজে,
শিক্ষার আদর অনেকটা হইয়াছে। এক কালে লোকের সংস্কার ছিল যে, লেখা
শিখিলে স্ত্রীলোক অকালে বিধবা হয়; এখন এমন হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, কতকটা
পড়া না শিখিলে ভদ্র লোকের কন্যার সুপাত্র যোটে না। কিন্তু বাল্যবিবাহ প্র
থাকাতে হিন্দু বালিকারা বেশী লেখা পড়া শিখিতে পায় না। লেখা পড়ার
ভারতবর্ষে দেশীয় খ্রীষ্টীয়ান যুবতীদিগের চমৎকার উন্নতি হইতেছে।

এই পুস্তকে পৃথিবীর নানা দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের অবস্থা বর্ণন করিব।

পৃথিবী ও ইহার নানা ভাগ।

আমাদের দেশের অশিক্ষিত লোকদিগের বিশ্বাস এই যে, পৃথিবী সমতল, আটটা হাতীর মাথায় রহিয়াছে। পণ্ডিতেরা আলোচনা করিয়া দেখিয়াছেন যে, পৃথিবী কোন প্রাণীর উপর স্থিত নহে। পৃথিবী কমলা লেবুর মত গোলাকার, চন্দ্র ও সূর্য্যের মত আকাশ পথে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। প্রতি বৎসর বিস্তর জাহাজ সমুদ্রপথে পৃথিবীটা ঘুরিয়া আসিতেছে। পৃথিবীর বেড় প্রায় ১৩০০০ হাজার ক্রোশ। কতক পথ জাহাজে ও কতক পথ রেলপথে ভ্রমণ করিলে, পৃথিবীটা ঘুরিয়া আসিতে ৮০ দিবস লাগে। পৃথিবীর এক চমৎকার শক্তি আছে, তাহাকে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি বলে। এই শক্তির গুণে পৃথিবী সমস্তই আপনার কোলের দিকে টানে, তাই আমরা পড়িয়া যাই না, তাই বোঁটা ছিঁড়িলে ফল মাটীতেই পড়ে।
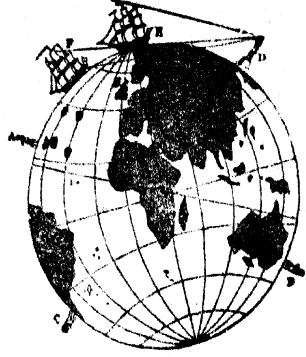
একটা কমলা লেবু মাঝ খানে কাটিয়া দুই ভাগ করিলে, এক বারেই সেটার দুই দিক দেখিতে পাওয়া যায়। নীচেকার ছবিতে পৃথিবীর দুই দিকই বিলক্ষণ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। পৃথিবীটাকে যেন কাটিয়া দুই ভাগ করা হইয়াছে। কাল অংশ পৃথিবীর স্থল-ভাগ ও সাদা অংশ জল-ভাগ। ডান দিকের অর্দ্ধেকটাতে উপরের দিকে বড় দুইটী স্থল-ভাগ আছে, এ দুইটী আবার পরস্পর সংযুক্ত। এই দুই স্থল-ভাগের একটীকে **এশিয়া**, অপরটীকে **ইউরোপ** বলে। আমাদের ভারতবর্ষ এশিয়া খণ্ডে, ইংরেজেরা ইউরোপ খণ্ডের লোক। উহার নীচে আর একটা স্থল-ভাগ আছে, সেটীর নাম **আফ্রিকা** খণ্ড। আফ্রিকা দেশের লোকদিগকে কাফ্রি বলে।

পৃথিবীর বাম দিকের অর্দ্ধেকটায় দুইটী বড় ভূমি-খণ্ড আছে, এ দুইটাও পরস্পর সংযুক্ত। এই দুই ভূমি খণ্ডকে দক্ষিণ ও উত্তর আমেরিকা বলে। দুই মহাসমুদ্রের মধ্যস্থলে এই দেশ।

এইগুলি পৃথিবীর বড় বড় স্থল-ভাগ, তাই খণ্ড। যেমন এশিয়া খণ্ড, আফ্রিকা খণ্ড ইত্যাদি বলে। ডান দিকের অর্দ্ধেকটাতে দেখ, ছোট এক ভূমি-খণ্ড আছে, উহাকে অষ্ট্রেলিয়া বলে। ওটীকে দ্বীপ বলে, উহার আশে পাশে বিস্তর ছোট ছোট দ্বীপ আছে।
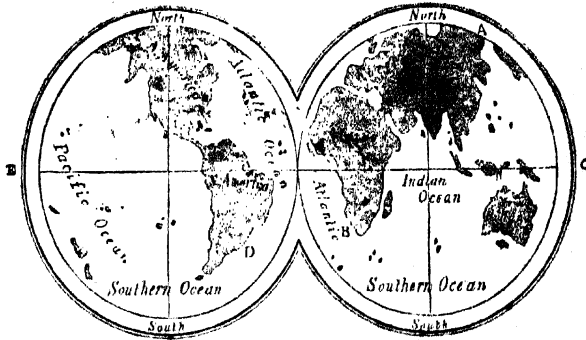
আমরা মনে করি, ভারতবর্ষ এক প্রকাণ্ড দেশ। কিন্তু ভারতবর্ষ সমস্ত পৃথিবীর আধ আনা অংশ মাত্র।

পণ্ডিতেরা অনুমান করেন, সমগ্র পৃথিবীতে ১৪৭ কোটি মানুষ আছে; এশিয়া খণ্ডের নিবাসী সংখ্যা ৮০ কোটি, ইউরোপের ৩৬ কোটি, আফ্রিকা খণ্ডের ১৫ কোটি, আমেরিকার ১২ কোটি, অষ্ট্রেলিয়া ও তৎসংলগ্ন দ্বীপ সকলের নিবাসী সংখ্যা ৪ কোটি। আমাদিগের ভারতবর্ষে প্রায় ৩০ কোটি লোকের বাস। সমস্ত পৃথিবীর পাঁচ ভাগের এক ভাগ লোক ভারতে আছে।

পৌত্তলিক স্ত্রীলোকদিগের বিবরণ।

আফ্রিকা খণ্ডের স্ত্রীলোক।

দেশের বর্ণনা।

এশিয়া খণ্ড সকলের অপেক্ষা বড়, তাহার পরেই আফ্রিকা; কিন্তু সভ্য জগতে এই দেশের বিষয় লোকে বড় একটা জানে না। ইহার গড়ন কতকটা কজ্‌লি আমের মতন। ইউরোপ খণ্ডের দক্ষিণ দিকে এই দেশ স্থিত, সমুদ্র দ্বারা বেষ্টিত, কেবল ছত্রিশ ক্রোশ চৌড়া বালুকাময় এক ভূমি-খণ্ড দ্বারা এশিয়া খণ্ডের সহিত সংযুক্ত।

স্ত্রীলোকের পরিশ্রম।

আফ্রিকা বড়ই গরম দেশ, আর কোন দেশ এত গরম নহে; এ দেশে জলের বড়ই কষ্ট। দেশের মধ্য-ভাগ দিয়া প্রকাণ্ড বালুকাময় মরুভূমি, ইহার মধ্যে মধ্যে কয়েক খণ্ড উর্ব্বরা ভূমি আছে। কতকগুলি পর্ব্বতমালাও আছে। কতকগুলি পর্ব্বতের চূড়া, আমাদের কাঞ্চনজঙ্ঘার ন্যায়, সর্ব্বদাই বরফে আবৃত। আফ্রিকা খণ্ডের প্রধান নদীর মত দীর্ঘ নদী আর নাই। এই নদীর নাম নীল নদী। নীল নদী উত্তরবাহিনী হইয়া সমুদ্রে গিয়া পড়িয়াছে। বৎসরের যে সময়ে পদ্মা ও ব্রহ্মপুত্রের জলে বঙ্গদেশ প্লাবিত হয়, ঠিক সেই সময়ে নীল নদীর জল এত বাড়িয়া উঠে যে, উভয় তীরস্থ দেশ সকল প্লাবিত হইয়া যায়। সে কালের মিসর দেশী লোকেরা, আমাদের দেশের হিন্দুরা যেমন দেবতা জ্ঞানে গঙ্গার পূজা করেন, তেমনি নীল নদীর পূজা করিত। গঙ্গার জল নহিলে আমাদের দেশে শস্য হয় না, এই জন্য হিন্দুরা গঙ্গার পূজা করেন। নীল নদীর পরেই কঙ্গো নদী, এ নদী পশ্চিমবাহিনী। নীল নদী অপেক্ষাও এই নদী দিয়া বেশী জল চলে। আফ্রিকা খণ্ডে কয়েকটী বড় বড় হ্রদ আছে।

আফ্রিকার উত্তরাঞ্চলের প্রধান শস্য গোম, যব, ও জনার। মধ্য আফ্রিকার পশ্চিমাংশে ধান, ভুট্টা, যাম, কলা, ইক্ষু ও তাল জন্মে। কিন্তু দক্ষিণ উত্তর অংশের লোকদিগের প্রধান খাদ্য গৃহ-পালিত পশুর মাংস।

উষ্ট্র, গোরু, মেষ এবং ঘোড়া এ দেশের প্রধান গ্রাম্য পশু। আফ্রিকার জঙ্গলে ও মরুভূমিতে গরীলা নামক ভয়ঙ্কর বানর, সিংহ, হাতী, গণ্ডার, জলহস্তী, জীরাফ্, জিব্রা এবং অষ্ট্রিচ্ বিস্তর আছে। অনেক নদী কুম্ভীরে পরিপূর্ণ।

আফ্রিকার উত্তর অঞ্চলের অধিকাংশ লোক আরব জাতীয়। মধ্য প্রদেশে আর দক্ষিণ অঞ্চলে কাফ্রিদিগের সংখ্যাই বেশী। বহু কাল হইতে দাস ব্যবসার দ্বারা আফ্রিকার সর্ব্বনাশ হইতেছে। রাজারা যথেচ্ছাচারী, আইন নাই, কানুন নাই, যাহা ইচ্ছা করে; যুদ্ধ করিয়া এক জন আর এক জনের দাস কাড়িয়া লয়। বহুবিবাহ বিলক্ষণ প্রচলিত। আবিসিনীয়াতে খ্রীষ্ট ধর্ম্ম প্রচলিত আছে, সত্য, কিন্তু সে খ্রীষ্ট ধর্ম্ম পৌত্তলিক ধর্ম্ম মাত্র। আফ্রিকার উত্তর অংশে মুসলমান ধর্ম্ম প্রচলিত। অধিকাংশ কাফ্রি প্রতিমাপূজক। তাহারা পাখীর পালক, ডিমের খোসা ইত্যাদিকে দেবতা বলিয়া মানে। আফ্রিকার অনেক দেশে খ্রীষ্ট ধর্ম্ম প্রচারিত ও প্রতিষ্ঠিত হইতেছে।

আফ্রিকা খণ্ডের নানা অংশ এক্ষণে ইউরোপীয় লোকেরা গিয়া দখল করিয়া বসিয়াছে, ইহাতে দেশের মঙ্গল ও অনিষ্ট, দুইই হইতেছে।

কাফ্রি স্ত্রীলোকেরা দাসী বান্দীর মত আছে। পশুর ন্যায় তাহাদিগকে সারা দিন খাটিতে হয়। ঠিক যেন তাহারা আমাদের দেশের ধোপার গাধা। ঐ দেখ, একটী স্ত্রীলোক মাটী কোপাইতেছে, অথচ পিঠে একটী ছেলে আছে।

মধ্য-আফ্রিকা।

বোঙ্গো দেশ।

নীল নদীর দক্ষিণে এক দেশকে বোঙ্গো দেশ বলে। এ দেশের মাটী ঈষৎ লাল বর্ণ, দেশের মানুষও ঈষৎ তাম্র বর্ণ। এ দেশের নিবাসীদিগকে বোঙ্গো বলে। ইহাদের কেশ কিন্তু তিন অঙ্গুলির বেশী দীর্ঘ নহে। গোঁপ, দাড়ি প্রায় দেখা যায় না।

এ দেশের পুরুষেরা কটিদেশে এক টুকরা কাপড় জড়ায়, কাপড় না থাকিলে এক খণ্ড চামড়া বান্ধিয়া রাখে। স্ত্রীলোকেরা কাপড়, বা চামড়ার ধার ধারে না, পাতা সমেত কতকগুলি ডাল, বা কতকগুলি ঘাস কোমরে জড়াইয়া বান্ধে, ইহারা মাথার চুল কামাইয়া ফেলে। পূর্ণবয়স্ক স্ত্রীলোকেরা বড় মোটা হইয়া থাকে। কাপড়ের সখ ইহারা অলঙ্কারে মিটায়। ইহারা গহনা বড় ভাল বাসে। হাতে ও গলায়, নাকে ও ওষ্ঠে নানা প্রকার গহনা পরে। পুরুষেরা গলায় হাঁসুলি পরে, তাহাতে ইগল্ পক্ষীর নখ, কুকুর, কুমীর ও শৃগালের দাঁত বসান। ইহারা কাণে তাঁবার মাকড়ী পরে। কোমরের উপরে চামড়া ছিদ্র করিয়া কাষ্ঠের গোঁজ পুতিয়া দেয়। পুরুষেরা বাহুতে লোহার কড়া পরে, তাহা স্ত্রীলোকের পায়ের মল।

বোঙ্গো স্ত্রী। নীল নদীর উজানের স্ত্রীলোক।

বিবাহের পরে স্ত্রীলোকেরা নীচেকার ওষ্ঠ ছিদ্র করিয়া কাষ্ঠের গোঁজ পুতিয়া দেয়। তাহাতে উপরকার ওষ্ঠ হইতে নীচেকার ওষ্ঠ বড় হয়, হিন্দুদের কালী ঠাকুরাণীর জিহ্বার মত বাহির হইয়া থাকে। উপরকার ওষ্ঠ ঐ রূপ করা হয়। ছিদ্র বড় হইলে উভয় ওষ্ঠে আংটী দিয়া থাকে। নাকের দুই পাশেও ছিদ্র করিয়া তাঁবার নৎ পরা হয়। বাঙ্গালী সুন্দরীদের ন্যায় ইহারাও কাণে শত ছিদ্র করিয়া তাঁবার মাকড়ী পরে। অনেক স্ত্রীলোকে শরীরের চামড়ায় ছিদ্র করিয়া রিং পরে। স্ত্রীলোকে কোমরের উপরে সমস্ত শরীরে উল্কি পরে।

বিবাহ করিতে হইলে কন্যার পিতাকে টাকা দিয়া কন্যা কিনিয়া আনিতে হয়। পুরুষের তিনটী

বৈ বিবাহ করিবার রীতি নাই। আমাদের দেশে যেমন কোন কোন হিন্দু জাতিতে পণের দরুণ টাকা দেওয়া হয়, আফ্রিকা খণ্ডে সেরূপ হয় না; বোঙ্গো কন্যার পণ স্বরূপ দশ সের পাত লোহা দিতে হয়। আসামের নাগা কুকিদিগের ন্যায় বোঙ্গো-মাতারা একটা থলিয়ায় করিয়া ছেলে পিঠে ঝুলাইয়া রাখে। এই থলিয়া ছাগলের চামড়া দিয়া বানায়। বাড়ীর বড় ছেলেগুলি স্বতন্ত্র এক ঘরে থাকে।

বোঙ্গোদিগের ঘর আমাদিগের কালীঘাটের মন্দিরের মত। মটকা গোলাকৃতি, গৃহস্থ মটকায় চড়িয়া এদিক ওদিক দেখে। ঘরের দরজা বড় ছোট, এত ছোট যে, হামাগুড়ি দিয়া ঘরে ঢুকিতে হয়। দরজার ঝাঁপ খুঁটির সঙ্গে বান্ধা থাকে। ঘরের মেঝে আমাদের দেশের খড়ো ঘরের মেঝের মত, মাটীর, উত্তম রূপে নিকানো। লোকে চামড়ার বিছানা মাটীতে পাতিয়া শয়ন করে। আমাদের মত তাহাদের তুলার বালিস নাই; তাহাদের বালিস কাঠের। স্ত্রীলোকেরা টুলে বসিয়া থাকে, বা টুলে বসিয়া কর্ম্ম কাজ করে; টুলে বা কোন উচ্চ আসনে বসা পুরুষের পক্ষে অপমানজনক।

মারাদিগের নৃত্য।

বোঙ্গো কাফ্রিরা জোয়ারির চাস অতি যত্নসহকারে করে। গৃহে হাঁস মুরগী পোষে, কুকুর, মেষ, ছাগল ইত্যাদিও রাখে। কিন্তু মাচ ধরা ও শিকার করা ইহাদের অতি প্রিয় কার্য্য। ইহাদের দেশে লবণ নাই। এক প্রকার পাতা জলে ভিজাইয়া রাখে, তাহা হইতে লবণ প্রস্তুত হয়। ইহারা তামাকুর চাস করে, আর বড় তামাকখোর। ইন্দুর, বেড়াল, সাপ, প্রজাপতি ইত্যাদি প্রায় সকলই ইহাদের খাদ্য, কিন্তু কুকুরের মাংস ইহারা খায় না। মাংস পচিলে অতি উপাদেয় বলিয়া গণ্য।

বোঙ্গোদিগের বহু প্রকার বাদ্যযন্ত্র আছে; তাহাদের সংগীত বড় চমৎকার। কখনও কুকুরের কান্না কাঁদে, কখনও বা বিড়ালের মত মেউ মেউ করে, আবার কখনও বা গোরুর মত হাম্বা রব করে। আমাদের দেশীয় কথকদিগের ন্যায়, গানের মধ্যে মধ্যে কথকতা হইয়া থাকে। গানের আরম্ভ টুকু মন্দ নয়, গৌরচন্দ্রিকা হইয়া গেলেই সকলে মিলিয়া যথাসাধ্য চেঁচাইতে থাকে। ক্রমে সপ্তমে উঠে, পরে ক্রমে ক্রমে পঞ্চমে নামিয়া আইসে। তখন ঠিক আমাদের দেশের শ্মশান ঘাটের কান্না বা কীর্ত্তনের মত বোধ হয়। আবার অকস্মাৎ সকলে একসঙ্গে চীৎকার করিয়া বা কোন পশুর ডাক ডাকিয়া উঠে।

বোঙ্গো কাফ্রিরা জানে না, বুঝে না যে, এক জন সৃষ্টিকর্ত্তা আছেন, আর তিনিই বিশ্বের নিয়ন্তা ও শাসনকর্ত্তা। ভূত প্রেতের ভয়ে ইহারা অস্থির। সর্ব্বত্রই ভূত প্রেত আছে, এই তাহাদের বিশ্বাস। কদাকার প্রাচীনা স্ত্রীলোকদিগের বড় দুর্দ্দশা, লোকে তাহাদিগকে ডায়িনী বলে ও যন্ত্রণা দিয়া মারিয়া ফেলে।

নিয়াম-নিয়াম।

বোঙ্গো রাজ্যের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে নিয়াম-নিয়াম জাতীয় কাফ্রিদিগের বাস। ইহারা নরমাংস বড় ভাল বাসে। এই জন্য ইহাদিগকে রাক্ষস বলা যায়।

নিয়াম-নিয়াম নারী।

নিয়াম-নিয়াম কাফ্রির মাথা গোলাকার, কপাল চৌড়া, মাথার চুল শণের মত কোঁকড়ানো, কিন্তু খুব দীর্ঘ। বিনুনি করিয়া চুলগুলি ঝুলাইয়া দেয়। দেখিতে মন্দ নয়। ইহাদের নাক খুব চেপ্টা ও চৌড়া। নাসা-রন্ধ্র মুখের হাঁ অপেক্ষা যেন বড় বলিয়া বোধ হয়। গাল বিলক্ষণ মাংসল, তাহাতেই মুখ গোলাকার দেখায়। ইহাদের দেহের চর্ম্ম কটা বর্ণ। সমস্ত শরীরে উল্কি। ইহাদের সম্মুখের দাঁত উচ্চ ও তীক্ষ্ণ, অন্যের হাত কামড়াইয়া ধরিলে ছাড়ান দায়। কোন প্রকার পর্ব্ব উপস্থিত হইলে ইহারা এক প্রকার কাষ্ঠের লাল চূর্ণ মাখিয়া শরীর রক্ত বর্ণ করে। তাহার মধ্যে মধ্যে কৃষ্ণবর্ণ ডোরা থাকে।

পিতামহ আদমের বস্ত্রই নিয়াম-নিয়াম জাতীয় কাফ্রির প্রধান পরিধেয়। কোমরে সুতা বান্ধা থাকে, সেই সুতার সঙ্গে পরিধেয় চামড়া কোমরের চারি দিকে আটকাইয়া রাখে। আমাদিগের দেশে স্ত্রীলোকে কেশবিন্যাসে বিস্তর সময় নষ্ট করিয়া থাকেন, কিন্তু নিয়াম-নিয়াম কাফ্রি-রমণী চুলের যত্ন করে না। পুরুষেরা নানা ছাঁদে কেশবিন্যাস করে। স্ত্রীলোকের মাথা খোলা থাকে, কিন্তু পুরুষে টুপি পরে। টুপি গোড়ার দিকে গোলাকার, মাথার উপরটা চতুষ্কোণ। তাহাতে নানা বর্ণের পক্ষীর পালক বসান। লোহার কাঁটা দিয়া টুপি চুলের সঙ্গে আটকাইয়া রাখা হয়।

ইহাদের ঘর পুরুষোত্তমের মন্দিরের মত। দেওয়াল মাটীর। ঘরের চারি দিকে বারাণ্ডা। আমাদের ন্যায় ইহাদেরও রান্না ঘর ও শয়ন ঘর স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র। কোন কোন ঘরের মট্‌কা খোলা, সেইখান দিয়াই ঘরে ঢুকিতে হয়। এ ঘরে বাড়ীর ছেলেরা থাকে। এ ঘরে থাকিলে বাঘ ভাল্লূকে ছেলেদিগকে লইয়া যাইতে পারে না।

নিয়াম-নিয়াম কাফ্রি সমাজে পুরুষকে স্ত্রী কিনিয়া লইতে হয় না। গ্রামের মোড়লকে জানাইলে তিনি সুপাত্রী দেখিয়া দেন। সঙ্গতি থাকিলে পুরুষে যত ইচ্ছা, বিবাহ করিতে পারে। স্ত্রী দ্বিচারিণী হইলে তাহার প্রাণদণ্ড হয়। বিবাহে আমাদের দেশের মত, গুরু পুরোহিতের প্রয়োজন হয় না; সম্বন্ধ ও দিন স্থির হইয়া গেলে, কন্যা, কন্যা-যাত্রী লইয়া বরের বাড়ী চলিয়া যায়, পথে সঙ্গী লোকেরা গান বাজনা

করিতে থাকে। তাহার পরে ভোজ। তখন অনেক তামাসাও হইয়া থাকে। পুরুষে বড় একটা শ্রম করে না। স্ত্রীলোকেই কৃষিকর্ম, গৃহকর্ম, হাট বাজার সমস্ত করে, তাহা ছাড়া তাহাকে স্বামীর গাত্র চিত্রিত ও কেশবিন্যাস করিয়া দিতে হয়। নিয়াম-নিয়াম কাফ্রি বড় স্ত্রৈণ।

আত্মীয় বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে তাহারা ডান হাত বাড়াইয়া ইংরেজদিগের মত হস্তমর্দন করে, কিন্তু কেবল হাতের মধ্যস্থলের দুটী আঙ্গুল দিয়া বন্ধুর দুটী মধ্যাঙ্গুলি ধরিয়া নাড়া দেওয়া হয়। হস্তমর্দন করিতে করিতে আবার মাথা নাড়িয়া অতি চমৎকার রূপে নমস্কার করা হয়।

ইহাদের প্রধান অস্ত্র বড়শা ও লোহার তীক্ষ্ণ কাঁটা। শত্রু আসিলে দূর হইতে বড়শা ও কাঁটা তাহার উপরে ফেলিয়া দেয়। আত্ম-রক্ষার জন্য ইহারা ঢালের ব্যবহার করিয়া থাকে। নানা প্রকার ফাঁদ ও জাল পাতিয়া ইহারা পশু পক্ষী ধরে, এ বিষয়ে ইহারা বিলক্ষণ পটু। রগি নামক এক প্রকার শস্য ইহাদের প্রধান শস্য। ইহা হইতে এক প্রকার "বিয়ার" মদ প্রস্তুত করিয়া ইহারা খায়। নিয়াম-নিয়াম কাফ্রিরা বড় তামাকখোর; কিন্তু আমাদের মত উহারা হুঁকায় তামাক খায় না। উহারা পাইপে তামাক খায়। সে পাইপে কত প্রকার কারুকার্য্য হইয়া থাকে। ইহাদের গৃহে হাঁস মুরগী ও কুকুর থাকে। ইহারা সকল প্রকার প্রাণীর মাংস খায়, কুকুরের মাংসও বাদ যায় না। যুদ্ধে জয়ী হইয়া যাহা-দিগকে ইহারা ধরিয়া আনে, তাহাদের মারিয়া মাংস খায়, যাহাদের কেহ নাই, এমন লোক মরিয়া গেলে তাহাদের মাংসও খাওয়া হয়। বাড়ীর বাহিরে সেই সকল মানুষের মাথা এক স্থানে জমা করিয়া রাখিয়া দেয়। ইহাদের মধ্যে যাহারা বড় নিষ্ঠাবান, তাহারা মানুষের মাংস মুখে করে না।

মোড়লেরা ডাকিলেই পুরুষ মাত্রকে অস্ত্রধারণ করিয়া যুদ্ধে যাইতে হয়। যুদ্ধে জয়ী হইলে যে বন্দীদিগের প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হয়, মোড়লের আজ্ঞায় লোকেরা তাহাদিগকে বধ করে। কেহ হাতী শিকার করিলে, মোড়লেরা গজদন্ত ও কতক মাংস লইয়া যায়; হাতীর মাংসও খায়। ইহারা কৃষিকার্য্য করে, কিন্তু নিজেরা করে না, সে কার্য্য স্ত্রীদিগের ও দাসদিগের দ্বারা হইয়া থাকে। মোড়লেরা স্বেচ্ছাচারী, যাহা ইচ্ছা, করিতে পারে। ইহাদের ভয়ে গ্রামস্থ লোকেরা চোরের মত থাকে। ইহারা ক্রোধ করিয়া যাহাকে ইচ্ছা, ধরিয়া মারিয়া ফেলে। মোড়লদের তরোয়াল আছে।

নিয়াম-নিয়াম কাফ্রিরা ভূত প্রেত মানে। ইহাদের ভূতেরা বনে বাস করে। বাতাসে বনের পাতা নড়িলে যে শব্দ হয়, আমাদের কবিরা সোহাগ করিয়া সে শব্দকে "মর্ মর্" শব্দ বলিয়াছেন। কিন্তু ইহাদের মতে সে ভূতের আলাপ। ইহারা কোন প্রকার প্রতিমার পূজা করে না। ডায়িনী ধরিবার জন্য ইহারা নানা প্রকার ফিকির খাটায়। ভবিষ্যতে কি হইবে, না হইবে, তাহা জানিবার জন্য নানা প্রকার উপায় অবলম্বন করিয়া থাকে। একটা মোরগ ধরিয়া যতক্ষণ সেটা অজ্ঞান হইয়া না পড়ে, ততক্ষণ জলে ডুবাইয়া রাখে। যদি বাঁচিয়া উঠে ত সুলক্ষণ, যদি মরিয়া যায়, ত মন্দ ঘটিবে।

ভারতবাসী হিন্দুর ন্যায়, জ্ঞাতি বা আত্মীয়জন মরিলে, নিয়াম-নিয়াম কাফ্রি মাথা কামায়। আত্মীয় স্বজন মরিলে তাহার শব নানা রকমে সাজাইয়া দেয়। সচরাচর লাল রং মাখে। শব মাটীতে পুতিয়া তাহার উপর একখানি ছোট কুটীর নির্ম্মাণ করে।

পশ্চিম-আফ্রিকা।

পশ্চিম-আফ্রিকার কোন কোন প্রদেশকে "শাদা মানুষের শ্মশান ভূমি" বলে। ইহার কারণ এই যে, ইউরোপের বিস্তর লোক এই দেশে বাস করিতে গিয়া মরিয়া গিয়াছে। কিন্তু এ দেশে বিস্তর কাফ্রির বাস।

পশ্চিম-আফ্রিকা দেশটী সমুদ্রতীর হইতে ক্রমে উচ্চ হইয়া উঠিয়াছে। সমুদ্র কূল হইতে যতই ভিতরের দিকে যাইবে, দেশের ভূমি ততই উচ্চ। আমাদের গঙ্গা যেমন বাদা ও সুন্দর বন দিয়া গিয়া সাগরে পড়িয়াছে, পশ্চিম-আফ্রিকার নদী সকলও তেমনি অতি অস্বাস্থ্যকর বন জঙ্গল ভাঙ্গিয়া সাগরে

মিলিয়াছে। এই বাদা বনে গেলে ইউরোপীয়দিগের এক প্রকার সাংঘাতিক জ্বর হয়, এই জ্বরে অনেক শাদা মানুষ মারা পড়ে।

পশ্চিম আফ্রিকায় দাস-ব্যবসায় বহুকাল প্রচলিত ছিল। দুঃখের বিষয় এই যে, স্বাধীনতাপ্রিয় ইউরোপীয়েরাও এই ব্যবসায় করিত। কাফ্রিদিগকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া, বা কিনিয়া আমেরিকায় লইয়া গিয়া বিক্রয় করিত, মার্কিণ দেশবাসী শাদা মানুষে তাহাদিগকে কিনিয়া লইয়া বাগানে, ও মাঠে খাটাইত। আমেরিকার দক্ষিণাঞ্চলে তৎকালে গোরু ছাগলের ন্যায় মানুষ বিক্রয় হইত। কাফ্রিরা নানা জাতি। ইউরোপীয়দিগের নিকট বিক্রয় করিবার জন্য সবল কাফ্রিরা দুর্ব্বল কাফ্রিদিগকে ধরিয়া আনিত। এই জন্য নিয়ত তাহাদের পরস্পর যুদ্ধ চলিত। রাত্রি কালে অনেকে মিলিয়া কোন গ্রাম আক্রমণ করতঃ গ্রামবাসীদিগকে ধরিয়া লইয়া গিয়া বিক্রয় করিত। কেহ আপত্তি করিলে তাহাকে মারিয়া ফেলিত। ইউরোপীয়েরা এই জন্য কাফ্রিদিগকে বন্দুক দিয়া সাহায্য করিত। ইংরেজেরা চিরকালই দাসত্ব প্রথার বিরোধী। এই ইংরেজজাতির উত্তেজনায় ও আমেরিকার উত্তরাঞ্চলনিবাসী খ্রীষ্টীয়ানদিগের যত্নে ও বাহুবলে দক্ষিণ আমেরিকার দাসত্ব প্রথা উঠিয়া গিয়াছে। ইহাতে ৫ লক্ষ লোকের প্রাণ গিয়াছে। ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট তৎপূর্ব্বেই দাসত্ব প্রথা বন্ধ করিতে আদেশ করেন। আফ্রিকার সমুদ্রের তীর দিয়া বরাবর যুদ্ধের জাহাজ রাখিয়া দেন। ইংরেজদিগের যত্নে আফ্রিকার অন্যান্য অঞ্চলেও দাসত্ব উঠিয়া গিয়াছে ও যাইতেছে।

পশ্চিম আফ্রিকার লোক।

এক্ষণে আফ্রিকার উৎপন্ন জিনিষ বিদেশে প্রেরিত হইতেছে। এক প্রকার তৈল বিলাতে চালান হয়। প্রতি বৎসর যে তৈল রপ্তানি হয়, তাহার মূল্য দেড় কোটি টাকা।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, নানা জাতীয় কাফ্রি আছে। সকলেই কিন্তু কৃষ্ণবর্ণ, চুল পশমের মত, দাড়ি, গোঁপ নাই বলিলেই হয়। ইহাদের মাথা দীর্ঘাকার ও সরু। নীচেকার মাড়ি অনেকটা বেরিয়ে থাকে, গাল উচ্চ, ওষ্ঠ মোটা, কিন্তু ইহারা খুব বলবান। ছেলেদের মত ইহাদের মতির স্থিরতা নাই; কখনও চাণক্যপণ্ডিতবৎ গম্ভীর ভাব, কখনও বা দুষ্মন্তের মাধব্যবৎ বাচালতা। ইহারা যেমন নিষ্ঠুর, আবার সময় বিশেষে তেমনি দয়ালু।

কেশরচনা প্রণালী।

স্ত্রী পুরুষ উভয়েই ঘন নীল, হরিদ্রা বা রক্ত বর্ণের কেলিকো কাপড় পরে। স্ত্রী পুরুষ উভয়েই কোমরে অনেকটা কাপড় জড়ায়। কোন কোন প্রদেশে, কোন কোন জাতীয় ব্যবহারানুসারে যত দিন

বিবাহ না হয়, স্ত্রীলোকে বুক খোলা রাখে, কিন্তু বিবাহ হইলে আর তাহা করে না। সচরাচর বিবাহিতা স্ত্রীলোকদিগের পিঠে ছোট একটী চেপ্টা বালিস বাঁধা থাকে, এই বালিসের উপরে করিয়া তাহারা ছেলে বহিয়া বেড়ায়। সাধারণতঃ স্ত্রীলোকে কোমরে পুঁতির গোট পরে, কাণে মাকড়ি দেয়, গলায় হাঁস্থলি পরে। এ সকলের গড়ন নানা প্রকার। মাথার চুল আঁচড়িয়া বিনুনি করে, বা শৃঙ্গাকারে বান্ধিয়া রাখে। সে কালের বাঙ্গালি সুন্দরীদিগের ন্যায় ইহারাও চুলে মোম দেয়।

সকাল বেলার আহার।

লোকদিগের প্রধান আহার শাক শবজি। কিন্তু পাইলে ইহারা মৎস্য মাংসও খাইয়া থাকে। সকাল বেলা ইহারা ভুট্টা সিদ্ধ করিয়া, মাড়পানা করিয়া খায়, তাহার স্বাদ বড় ভাল। ইহা বাজারেও বিক্রয় হয়, সুতরাং যাহারা গৃহে তৈয়ার করিতে না পারে, তাহারা কিনিয়া খায়। এক প্রকার নারিকেলের মালায় করিয়া লোকে সকাল বেলা ইহা খায়। বাসি মাড় জমিয়া যায়, তাহাও লোকে খায়। টুকরা টুকরা করিয়া বাসি মাড় বাজারে বিক্রয় হয়। এ দেশে যেমন কলাপাতায় করিয়া মাখম রাখে, বাসি মাড়ের টুকরা তেমনি পাতায় জড়াইয়া রাখা হয়। বৈকাল বেলাও অনেকে সচরাচর ইহা খাইয়া থাকে।

আমাদেরই মত ইহারা মৎস্যের ঝোল বড় ভাল বাসে; তবে কি না, নব্য বাঙ্গালি বাবুদের মত ইহারা মুরগীর ঝোলের বেশী প্রয়াসী। তাহার সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধ করা মুরগীর ডিম, ভাত, আর এক প্রকার রক্তের মূল খাইয়া থাকে। জাম, লাল আলু, সশা, কলা, আনারস, ইত্যাদি যথেষ্ট পাওয়া যায়। লোকে তাড়ি খায়, কিন্তু রম নামক মদ বড় ভাল বাসে। এ দেশে যেমন, আফ্রিকায়ও তেমনি "মাতাল" হইবার জন্য লোকে মদ খায়। এ দেশের ধাঙ্গর-দিগের ন্যায় কাফ্রিরা দোক্তার চূর্ণ খায়।

ইহাদের বাসগৃহ নানা প্রকার, কতক গোলাকার, চাল উচ্চ। কোন কোন ঘরে কলিকাতার "ছিটে বেড়া।" তাহাতে কলি ফিরাইলে বিলক্ষণ সুন্দর দেখায়। অনেকের বাড়ী কলিকাতার বস্তির খোলার বাড়ীর মত "চকমিলান;" চারি দিকে ঘর, মধ্যস্থলে বড় উঠান। ধনী লোকের গৃহ দ্বিতল।

বাড়ী।

স্ত্রীলোকেরা ছোট ছেলেকে পিঠে বান্ধিয়া রাখে, বঙ্গমাতাদিগের ন্যায় "কোলে" করে না। ছেলে যদি ছুট ফট করে, মা তাহাকে পিঠে বান্ধিয়া খানিক ক্ষণ পায়চারি করে, তাহাতে সে অমনি ঘুমাইয়া পড়ে। ছেলে পিঠে লইয়া স্ত্রীলোকে মাটী কোপায়, ধান ভানে, গোম পিসে, ভাত রান্ধে, ফলে সকল প্রকার কার্য্যই করিয়া থাকে। ছেলে দুই বৎসরের হইলে আর মায়ের কাছে থাকিতে চায় না।

পশ্চিম-আফ্রিকার নারী।

এক এক জাতির উল্কি এক এক প্রকার। মায়েরা ছেলের মুখে, বুকে ও হাতে পায়ে আপন আপন জাতীয় উল্কি পরাইয়া দেয়। হিন্দুদিগের ন্যায় দেবতাদের নামানুসারে ছেলে মেয়ের নাম রাখে। অনেকের নাম "ইফা," "ফাবি," ইহার অর্থ "ইফা" আমায় জন্ম দিয়াছেন। দশ বৎসরের ছেলে মরিলে তাহার দেহ জঙ্গলে ফেলিয়া দেওয়া হয়।

লোকে মনে করে, বালককে ভূতে পাইয়াছিল, তাই অকালে মরিয়া গিয়াছে। কোন বালক যদি রোগা হইয়া যায়, লোকে মনে করে, উহাকে ভূতে আশ্রয় করিয়াছে; বালকে যাহা মুখে দেয়, তাহা ভূতের পেটে যায়, এই জন্য না খাইতে পাইয়া ছেলে রোগা হইয়াছে। এই ভূতের সন্তোষের জন্য বলিদানাদি করিতে হয়। কেহ বা বালকের পায়ে লোহার কড়া পরাইয়া দেয়, তাহার ঝন্ ঝন্ শব্দ শুনিলে ভূত ভয়ে কাছে আইসে না।

যে ছেলে মাকে বড় জ্বালাতন করে, সে মরিয়া গেলে তাহার মা তাহার শরীরে এক চিহ্ন দাগিয়া দেয়, আবার ছেলে হইলে তাহার শরীর খুঁজিয়া দেখে সেই দাগ সমেত দুষ্ট ছেলে আবার আসিয়া জন্মগ্রহণ করিল কি না।

বালিকাদিগের কাণ বিন্ধাইয়া দেওয়া হয়। কোন কোন স্ত্রীলোক নাক বিন্ধাইয়া তাহাতে কাঠি বা পাখির পালক দিয়া রাখে। স্ত্রীলোকে পুঁতির মালা ও কাঁচের চুড়ি পরিয়া থাকে।

আমাদিগের দেশের ন্যায় অসভ্য আফ্রিকা দেশে বাল্যবিবাহ নাই। ১৫।১৬ বৎসর বয়সে বালিকার বিবাহ হইয়া থাকে। কন্যার পিতাকে বর পণ দেয়।

কোন কোন প্রদেশে বালিকারা ও বয়স্ক স্ত্রীলোকেরা ছোট ছোট বিনুনি করিয়া, কৃষ্ণচূড়ার ন্যায় মাথার উপরে খোঁপা বান্ধে। ইহাতে অনেক সময় ব্যয় হয়। গৃহে করিতে না পারিলে স্ত্রীলোকেরা বাজারে যায়, গণ্ডা কতক কড়ি দিলে নাপ্তিনী চুল বান্ধিয়া দেয়। নাপিত গাছের তলায় বসিয়া থাকে, এ দেশের নাপিতের ন্যায় নানা ফেশিয়নে লোকের চুল কাটিয়া দেয়। অনেকে ক্ষুর দিয়া মাথা কামাইয়া লয়।

পশ্চিম আফ্রিকার কোন কোন প্রদেশে কড়ি চলিয়া থাকে। ক্রয় বিক্রয় কড়ির দ্বারা হয়। ২০ হাজার কড়ির দাম অনুমান ৫৲ টাকা। আফ্রিকার কড়ি আমাদের দেশে প্রচলিত কড়ি অপেক্ষা বড়। কড়ির দ্বারাই লোকদিগকে মজুরি দেওয়া হয়। আমাদের দেশে পূর্ব্বে কড়ির ব্যবহার ছিল। কবি মালিনীর মুখে বলিয়াছেন,

কড়ি।

"বাছা, দেও না কড়ি পাতি,
কড়ি হ'লে মাণিক মিলে,
কড়িতে কামিনী ভুলে,
কড়ি হ'লে বুড়ার বিয়ে,
হয় গো রাতারাতি।"

এক্ষণে আমাদের দেশের ধনবৃদ্ধি হইয়াছে, সেই জন্য কড়ির ব্যবহার উঠিয়া যাইতেছে।

কাফ্রিরা নৃত্য গীত বড় ভাল বাসে। সন্ধ্যার পর গান বাজনা ও নৃত্য আরম্ভ হয়। ইহাদের বাদ্য ভাল নহে। ঢোল বাজায় বটে, কিন্তু আমাদের যশোহরের ঢুলির মত ঢোল বাজাইতে উহারা জানে না। নৃত্য নানা প্রকার, কতকটা আসামের নাগা কুকিদের নৃত্যের মত। দুইখানি বাঁশের উপরে ভর রাখিয়া এক জন নৃত্য করে, আর সকলে দেখিয়া বাহ-বা দিতে থাকে। নৃত্য গীত সর্ব্বদাই রাত্রি কালে হয়।
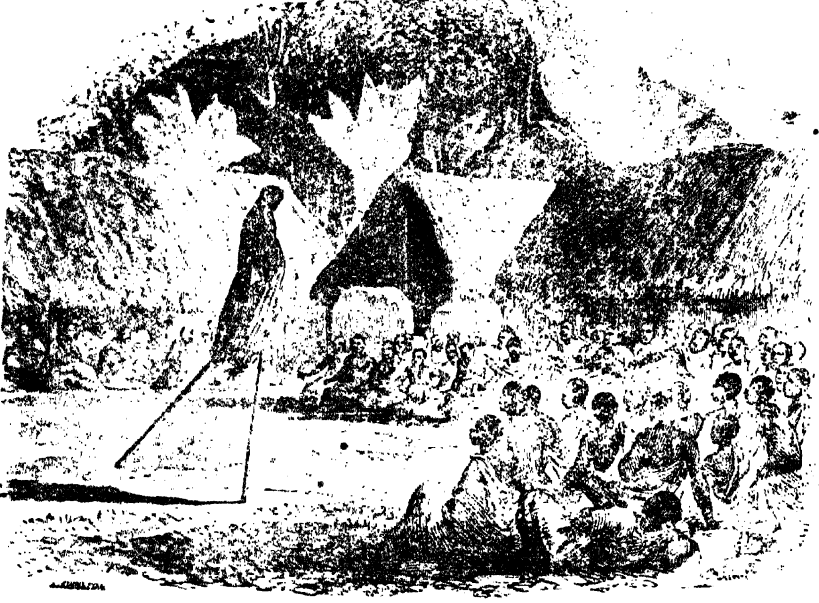
নৃত্য।

পশ্চিম-আফ্রিকায় চাকর নাই, চাকরের স্থলে ধনী লোকের গৃহে দাস ও দাসী আছে। দাস দাসীর দরকার হইলে, আমরা যেমন গোরু কিনিতে হাটে যাই, পশ্চিম-আফ্রিকায় লোকে তেমনি করে। দাস দাসীর দাম সময় বিশেষে কম বেশী হইয়া থাকে। কোন কোন প্রদেশে ৪০ টাকায় এক জন মানুষ কিনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ৭০ টাকার কমে একটী সুন্দরী বালিকা পাওয়া যায় না।

এক এক জাতীয় কাফ্রি সমাজে নানা গোষ্ঠী, ও এক এক গোষ্ঠীতে নানা পরিবার আছে। এক এক গোষ্ঠীর এক এক প্রাণী বা বৃক্ষ রক্ষক বলিয়া গণ্য। সেই প্রাণী বা বৃক্ষের নামানুসারে তাহাদের নাম হইয়াছে, যেমন চিতে বাঘ গোষ্ঠী, বাজ গোষ্ঠী, বট গোষ্ঠী। যেমন আমাদের বিষ্ণু ঠাকুরের সন্তান ইত্যাদি। এক এক গোষ্ঠীতে যত পরিবার আছে, সকলে আপদ বিপদের সময়ে পরস্পর সাহায্য করিয়া থাকে। এক এক গোষ্ঠীকে এক একটী বৃহৎ পরিবার বলিলেও হয়।

লিখিত ভাষা না থাকাতে এই কাফ্রিরা বড়ই মূর্খ ছিল। ইহাদের সমাজে কতকগুলি অতি নিষ্ঠুর রীতি প্রচলিত ছিল। আর কুসংস্কারের ত কথাই ছিল না। ইউরোপীয়দিগের সংসর্গে ও খ্রীষ্টীয় শিক্ষা

পে এক্ষণে ইহাদের অনেক উন্নতি হইয়াছে। দুঃখের বিষয় এই, ইউরোপীয়দিগের সংসর্গে ইহারা আবার মদ খাইতেও শিখিয়াছে।

নিগ্রোরা প্রতিমা নির্ম্মাণ করে না। তাহাদের বিশ্বাস এই, ভূত যে কোন পদার্থে বাস করিতে পারে। এক খণ্ড হাড়, পাথর, বা কাষ্ঠ, একগাছি খড়, বা ডিমের খোসা গলায় বাঁধিয়া ইহারা মনে করে, ভূতে আর কিছু করিতে পারিবে না; পীড়া হইবে না, মৃত্যু বা অন্য কোন প্রকার অনিষ্ট ঘটিবে না। এই প্রকার জিনিষ উহারা ঘরে রাখিয়া দেয়, আর বিশ্বাস করে যে, তাহাতে ঘর পড়িয়া যাইবে না, গৃহে যাহারা বাস করে, তাহাদের কোন অনিষ্ট ঘটিবে না, বরং সকল কার্য্যেই শুভ হইবে। সুবৃষ্টি হইবার জন্য, অগ্নি হইতে রক্ষা পাইবার জন্য, মড়ক ইত্যাদি উৎপাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্যও উহারা নানা তুক তাক করিয়া থাকে। সুশস্য লাভের জন্যেও অনেক কায করে।

পশ্চিম-আফ্রিকার সর্ব্বত্র তুক তাকের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। রাস্তার মোড়ে, খেয়া ঘাটে, গ্রামের সম্মুখে, গৃহস্থের দ্বারে, ও মানুষের গলায় তুক তাকের চিহ্ন থাকে। গ্রামের মধ্যস্থলে একটী ঘরে এই সকল জিনিষ রাখা হয়, পুরোহিতেরা সে সকল দেখে শুনে।

যাহা প্রথমে চক্ষে পড়ে, কেহ ইচ্ছা করিলে তাহারই পূজা করিতে পারে। এই নূতন দেবতার কাছে পশু পক্ষী বলি দেওয়া হয়, আর এই মানত করে যে, দেখ, ঠাকুর, যদি সমস্ত কার্য্যে শুভ হয়, চিরকাল তোমার পূজা করিব। উপাসক উক্ত দেবতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে কথা কহে, তাহার উপরে রম মদ ঢালিয়া দেয়; বিপদে পড়িলে কত কিছু বলিয়া দেবতাকে ডাকে, দেবতার বসিবার জন্য ঘরে জল চৌকি থাকে, হিন্দুদের শালগ্রামের শুইবার বিছানার ন্যায় কাফ্রি দেবতার জন্য বিছানা থাকে। আমাদিগের দেশীয় পৌত্তলিকদিগের অপেক্ষা কাফ্রিরা কিছু বেশী করে— দেবতার পানের জন্য ঘরে এক বোতল ব্রাণ্ডি রাখিয়া দেয়।

দেবতা যদি ঠিক দেবতা হয়, তাহার দ্বারা না হইতে পারে, এমন কর্ম্মই নাই। দেবতার যথাসাধ্য সেবা কর, পীড়া হইবে না, যদি না কর, পীড়া হইবে; দেবতা বৃষ্টি বর্ষাইতে, সমুদ্রে মৎস্য জন্মাইতে, জালিয়ার জালে মৎস্য আনিতে, চোর ধরিতে এবং চোরকে দণ্ড দিতে পারে। যদি ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ না হয়, তাহার দেবতা নিতান্ত নিষ্কর্ম্মা বলিয়া গণ্য হয়। প্রতি দিন নানা দেবতা গড়া হয়, এবং মনোবাঞ্ছা পূর্ণ না হইলে ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়।

পশ্চিম-আফ্রিকার প্রধান দেবতার নাম "ইফা"। নিজের নিজের, বা সাধারণের, সকল বিষয়ে ইফা দেবের শুভদৃষ্টি চাই। যুদ্ধে যাইতে হইলে, সন্ধি করিতে হইলে, ক্রয় বিক্রয় করিতে হইলে, গৃহনির্ম্মাণ, গৃহসঞ্চার, সংবাদ পাঠাইতে হইলে, সংবাদদাতা মনোনীত করিতে হইলে, বিবাহ, জন্ম, মৃত্যু, সকল বিষয়ে ইফার সাহায্য যাচ্ঞা করা হয়। ইফা দেবতার প্রতিমা নাই, ২৪ টী সুপারি; হাঁড়ি ভাঙ্গা খোলা, পাথরের টুকরা, এই সকল একটা বাটিতে রাখিয়া দিলেই "ইফা" দেবতা হইল। পুরোহিতকে "আঁয়নার পিতা" বলে। ইহার অর্থ এই যে, তিনি ভূত ভবিষ্যৎ সকলই দেখিতে পান। কাফ্রিদের পুরোহিত ভারতবর্ষীয় গণক আর কি। ভারতবর্ষীয় গণকেরা যাহা কিছু বলে, গ্রহ নক্ষত্রের গতি অনুসারে গণনা করিয়া বলে, কিন্তু ইফার পুরো-

গণকের সঙ্গে পরামর্শ।

হিতেরা তাহা করে না, দাবা খেলার ঘরের মত ঘর আঁকা একখানি কাগজ আছে, সুপারিগুলি তাহার উপর ফেলিয়া দেয়, যেটী যে ঘরে পড়ে, সেই অনুসারে ইফার পুরোহিতেরা যা ঘটিবে না ঘটিবে, তাহা বলিয়া দেয়। ভাল মন্দ উত্তরের নির্ভর দক্ষিণার উপর।

এই দেবতার পূজা প্রতি সপ্তাহে অথবা সপ্তাহের ভিন্ন ভিন্ন দিনে ভিন্ন ভিন্ন কাফ্রিদিগের দ্বারা হইয়া থাকে। বৎসরে এক বার ভূত তাড়ান হয়, এই পর্ব্ব আমাদের দেশের চড়ক অপেক্ষাও চমৎকার; গ্রামের সমস্ত লোক যুটিয়া চীৎকার করিতে করিতে, ঢোল ও শিঙ্গা বাজাইতে বাজাইতে দল বাঁধিয়া সমস্ত রাস্তা দিয়া লোকের বাড়ী বাড়ী যায়। ইহাতেও বিলাতী মদের খরচ বিস্তর।

পশ্চিম-আফ্রিকার দুইটী প্রধান কাফ্রি জাতির বিবরণ বলিতেছি।

আশান্তি।

পশ্চিম-আফ্রিকার স্বর্ণ উপকূল হইতে প্রায় ৪০ ক্রোশ দূরে আশান্তি রাজ্য। মুসলমানদিগের অত্যাচারে ভারতবর্ষীয় অনেক রাজপুত রাজপুতানা হইতে দক্ষিণ অঞ্চলে গিয়া বাস করিয়াছিল, লোকে বলে, আশান্তিরাও তদ্রূপ কারণে উত্তরাঞ্চল হইতে দক্ষিণাঞ্চলে আসিয়া বসতি করিয়াছে। ইহাদের রাজধানীর নাম কুমাসী; প্রায় দুই শত বৎসর হইল, এই রাজধানী স্থাপিত হইয়াছে। দেশটী এক প্রকাণ্ড অরণ্য মাত্র, কিন্তু নগর ও গ্রামের আশে পাশের ভূমিতে কৃষিকার্য্য ও উত্তম শস্য হয়।

এ দেশে যথেষ্ট সোণা পাওয়া যায়, কিন্তু কেবল রাজাই সে সোণার অধিকারী। রাজার অনুমতি বিনা কোন প্রজা সোণার গহনা পরিতে পায় না। রাজ-বাড়ীতে কেবল সোণারই কারখানা। রাজার গলায় সোণার হার, হাতে সোণার বালা ও অনন্ত, পায়ে সোণার মল, দশ অঙ্গুলিতে কম হইলেও দশ গণ্ডা সোণার আংটী; রাজার পায়ের খড়ম পর্য্যন্ত সোণার।

রাজা যখন রাজকীয় বেশে পাত্র মিত্র সঙ্গে করিয়া পথ দিয়া চলেন, তখন সোণার বাহার দেখে কে! প্রথমে কতকগুলি চাকর যায়, তাহাদের মাথায় সোণার টুপি। তাহার পরেই রাজার চৌকি, তাহার চারি দিকে সোণার ঘন্টা ঝুলিতে থাকে। তাহার পরেই রাজার স্বর্ণ-সিংহাসন স্বর্ণ-অলঙ্কারে ভূষিত দাসেরা বহিয়া লইয়া যায়। রাজা ও তাঁহার পাত্র মিত্রদের মাথার উপরে বড় বড় ছাতি দাসেরা ধরিয়া থাকে। ছাতিগুলি এত বড় যে, দূর হইতে ছোট ছোট বট গাছের মত দেখায়। অতি চমৎকার রেশমী কাপড় দিয়া এই সকল ছাতি তৈয়ার করা হয়, প্রত্যেক ছাতির উপরে একটী করিয়া সোণার পাখী থাকে।

রাজাকে আসিতে দেখিলে, "ঐ তিনি আসিতেছেন, সসাগরা পৃথিবীর রাজাধিরাজ আসিতেছেন," এই বলিয়া বালকেরা চীৎকার করিতে থাকে। অনেক বালকে কাছে গিয়া রাজার হাত ধরিয়া বলে, "হে রাজসিংহ, সাবধান, ভূমি বড় উচ্চ নীচ।" রাজার ন্যায় পাত্র মিত্রেরাও স্বর্ণালঙ্কারে আবৃত। তাহাদের বুকে একখানি করিয়া সোণার ঢাল বাঁধা থাকে। তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে বালকেরা হাতী বা ঘোড়ার লাঙ্গুল দিয়া চামরের ন্যায় ব্যজন করিতে করিতে যায়।

অনেক বাদ্যকর সঙ্গে থাকে। ইহাদের ঢোল খুব বড় বড়। এক জনের মাথায় ঢোল থাকে আর দুই জনে তাহা বাজায়। শত্রুর মাথার খুলি ও উরুর অস্থি দ্বারা এই সকল ঢোল সজ্জিত। বাদ্যকরদিগের হাতে ঘন্টা ও লোহার কড়া বাঁধা থাকে, বাজাইবার সময় এক চমৎকার শব্দ হয়। ছোট ছোট ঢোলগুলি আমাদের দেশের ঢুলিদের মত গলায় ঝুলাইয়া বাজাইতে হয়। হাতীর দাঁত দিয়া তুরি তৈয়ার হয়। তাহার মুখে সোণার চুঙ্গি।

এক এক জন মন্ত্রীর এক এক দল বাদ্যকর আছে, এক এক দলে এক এক রাগিণী আলাপ করিতে করিতে যায়। রাগিণীর আলাপ শুনিয়াই বলিতে পারা যায়, এ দল অমুক মন্ত্রীর। সকল প্রকার রাগিণীর একসঙ্গে আলাপ হয়, সুতরাং ভয়ানক গোলমাল হইয়া থাকে। এ দেশের জমিদার, রাজা ও রায় বাহাদুরদিগের মত কাফ্রি বড় মানুষেরাও মানমর্য্যাদার প্রয়াসী। সকলেরই বেতনজীবী কবি আছে, তাহারা আপন আপন মনিবের প্রশংসা কীর্ত্তন করিতে থাকে। কবিরা তাহাদের মনিবকে দেবতা অপেক্ষাও বড় করিয়া তুলে।

জল্লাদেরাই রাজার প্রধান কর্মচারী, তাহাদের কোমরে সোণার হাতলওয়ালা বড় বড় তরোয়াল ঝুলিতে থাকে। এক প্রকার ঢাককে যমের ঢাক বলে। আমাদের দেশের ঢাকিরা পাখির পালক ও শালু কাপড় দিয়া ঢাক সাজায়, কিন্তু আশান্তি কাফ্রিরা মানুষের হাড়, চুল ও চর্ম্ম দিয়া সাজায়। ইহাদের সঙ্গে এক এক খণ্ড কাষ্ঠ থাকে, যত মানুষ বধ করে, তাহাদের খানিকটা রক্ত এই কাষ্ঠ খণ্ডে ছিটাইয়া দিতে হয়। যমের ঢাকে কাটি দিলে যে শব্দ হয়, সমস্ত আশান্তি দেশে তেমন ভয়ঙ্কর শব্দ আর নাই।

মানুষ মরিলে মাটীতে পুতিয়া রাখা হয়। কেহ মরিলে পরলোকে ব্যবহারের জন্য তাহার কবরে চাউল, বাসন পত্র, তাহার অলঙ্কার ইত্যাদি দেওয়া হয়। ধনী লোক মরিলে পরলোকে তাহার সেবা করিবার জন্য এক জন দাসকে মারিয়া তাহার সঙ্গে মাটী দেওয়া হয়। বধ করিবার পূর্ব্বে এক খণ্ড লোহা দিয়া দাসের দুই গাল ছিদ্র করিয়া আট্‌কাইয়া রাখা হয়, তাহাতে সে আর চীৎকার করিতে পারে না। রাজা মরিলে এক শত দাস ও কতকগুলি রাণীকে বধ করা হয়। রাজা মরণাপন্ন হইয়াছেন শুনিলেই দাসেরা রাজবাটী হইতে পলাইয়া বনে জঙ্গলে গিয়া লুকাইয়া থাকে। কিন্তু কর্ম্মচারীরা গিয়া খুঁজিয়া আনে, আনিয়াই, কালীঘাটের মন্দিরে যেমন পাঁঠা বলি হয়, তেমনি বলি দেয়। এই করিলেই নরহত্যার শেষ হয় না, রাজার মৃত্যুর পর কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া নরহত্যা হইতে থাকে। এক বার এক রাজার মৃত্যু হইলে, ৪,০০০ হাজার দাসকে বধ করা হইয়াছিল।

ত্রিবাঙ্কোর (ভারতবর্ষে) রাজ্যে যেমন রাজার পুত্র রাজপদ পান না, আশান্তি দেশেও তেমনি; এ দেশে রাজার ভ্রাতা, বা ভাগিনেয় রাজা হয়েন। কোন রাজকন্যার পুত্র হইলে জানা গেল যে, এ সন্তানের দেহে রাজ-শোণিত আছে, কিন্তু রাণীর গর্ভজ পুত্র রাজ-ঔরষে না জন্মিয়া কোন দাসের ঔরষে জাত হইতেও পারে। রাজার ভগিনীরা যে কোন পুরুষের সহবাস করিতে পারে। সেই পুরুষ সুরূপ, বলবান, নিরোগ ও ভদ্রসন্তান হইলেই হইল।

দেশের ব্যবস্থা অনুসারে রাজা ৩,৩৩৩টী স্ত্রী গ্রহণ করিতে পারেন, কিন্তু সকল রাজা এ নিয়ম পালন করিয়া চলেন না। স্ত্রীরা প্রায় সকলেই কৃষিকর্ম্মে নিযুক্ত থাকে। মোটা সোটা, শক্ত সমর্থ স্ত্রীলোকের খুব আদর। রূপ লাবণ্যের আদর নাই।

মেয়েগুলি ছেলে বেলা উলঙ্গই থাকে। ১০।১২ বৎসরের হইলে কাপড় পরিতে আরম্ভ করে। ছেলে বেলাই বালিকাদিগের বিবাহের কথা স্থির হইয়া যায়।

বিবাহের সময়ে কন্যার সর্ব্বাঙ্গে খড়িমাটী মাখাইয়া দেওয়া হয়, কৃষ্ণাঙ্গীকে মলমলের শাড়ী পরাইলে যেমন দেখায়, খড়িমাটী মাখা আশান্তী কন্যা তেমনি দেখায়। কন্যার কটিদেশ হইতে পা পর্য্যন্ত গরদের ঘাগরা পরা, পিঠে ছেলে বহিবার জন্য একটা বালিসপানা থলিয়া বাঁধা থাকে। তাহার হাতে সোণার নিরেট বালা ও পায়ে মল, মাথায় নানাবিধ সোণার ফুল।

বিবাহের দিন যুবতীরা কন্যাকে লইয়া গান গাহিতে গাহিতে রাস্তায় বেড়াইয়া বেড়ায়। গানেতে কেবল কন্যার রূপ গুণের ব্যাখ্যা। পরে বরকন্যা একটা ঘরে যায়, সেখানে আর কেহ থাকে না। বর সন্তুষ্ট হইলে কন্যার হাতে এক খণ্ড খড়িমাটী দেয়; পরে তাহার গায়ে মাথায় খড়িমাটীর চূর্ণ ছড়াইয়া দেওয়া হয়। এই অবস্থায় সে বাহিরে আইলে সকলে আনন্দ করিতে থাকে। বর সন্তুষ্ট না হইলে দান সামগ্রী সমস্ত তাহাকে ফিরাইয়া দেওয়া হয়। এরূপ ঘটনা কৃচিৎ হইয়া থাকে। হইলে শেষে মামলা মোকদ্দমা হয়।

কোন যুবতীর গর্ভ লক্ষণ দেখা দিলে, নানা গালি গালাজ করিয়া, তাহাকে নদীর তীরে লইয়া গিয়া শুদ্ধ করা হয়। তখন আর তাহাকে কেহ কিছু করিতে বলে না; তাহার গলায় কত প্রকার তুক তাক-যুক্ত হাড়, মালা ইত্যাদি বাঁধিয়া দিয়া মন্ত্র পড়া হয়।

প্রসব বেদনা উপস্থিত হইলে স্ত্রীলোককে টুলের উপর বসাইয়া রাখা হয়। তখন কাঁদিলে সেটী বড় লজ্জার বিষয় বলিয়া গণ্য। সন্তান হইলে প্রসূতী সাত দিবস অশুচি থাকে, কাহারও সাক্ষাতে বাহির হয় না। অষ্টম দিবসে ছেলের বাপ গিয়া শিশুর মুখে খানিকটা মদ ছিটাইয়া দেয়, এবং কোন আত্মীয় বা প্রিয় বন্ধুর নামানুসারে তাহার নামকরণ করে। মাতা ছেলেকে সর্ব্বক্ষণ, শীত গ্রীষ্ম সকল সময়ে, পিঠে করিয়া বেড়ায়। এই কারণে পীড়া হইয়া অনেক শিশু অকালে মরিয়া যায়।

দুই বৎসর কাল মাতা শিশুকে দুধ দেয়; যত দিন ছেলে কোলে থাকে, তত দিন ছেলের মাকে কঠিন পরিশ্রম করিতে দেওয়া হয় না, বরং সকলে তাহাকে আদর করে।

ছেলে বেলা বালিকারা দেখিতে মন্দ নহে; কিন্তু দুই তিন ছেলের মা হইলে চক্ষু কোটরে পড়িয়া যায়, মুখের চেহারা কতকটা বানরের মত হয়। অনেক বাঙ্গালি স্ত্রীলোকের মত ইহারা শরীর সুরক্ষার বিষয়ে যত্ন করে না।

দাহোমী।

আশান্তি রাজ্যের উত্তর-পূর্ব্ব দিকে দাহোমী রাজ্য। উভয় রাজ্যের সীমানাস্থলে এক নদী আছে। রাজধানীর নাম অবমী। ৩০০ শত বৎসর পূর্ব্বে এফন দেশের রাজা এই দেশ আক্রমণ করেন। দাহোমী লোকেরা স্বদেশ রক্ষার্থে বিলক্ষণ যুদ্ধ করিতে থাকে। তখন এফন দেশের রাজা মানত করিয়া বলেন যে, যদি যুদ্ধে জয়ী হই, দাহোমীর রাজা দা-কে দেবতার কাছে বলি দিব। এই রাজা নগর দখল করিয়া, জয় ঘোষণা করণার্থে এক অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিয়া দেন। এই গৃহের পত্তন করিয়াই তিনি দা রাজাকে আনিয়া, তাঁহার উদর বিদীর্ণ করিয়া, ভিতের নীচে পুতিয়া রাখেন, এবং অট্টালিকার নাম দা-ওমি, অর্থাৎ দা রাজার উদর রাখেন। পরে তিনি আপনাকে দাহোমী রাজা বলিয়া ঘোষণা করিয়া দেওয়ান। আশে পাশের লোকেরা এই অট্টালিকা আক্রমণ করিয়াছিল, কিন্তু তাহাদিগকে পরাজয় করত সমুদ্র পর্য্যন্ত স্বীয় ক্ষমতা ও রাজ্য বিস্তার করেন।

দাহোমী রাজ্যের ভূমি বিলক্ষণ উর্ব্বরা। তাল জাতীয় এক প্রকার বৃক্ষের বাগান সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়। এই তালের শস্য হইতে অতি উত্তম তৈল প্রস্তুত হয়। এফন নামক এক জাতীয় লোক খর্ব্বকায়, কিন্তু তাহারা বিলক্ষণ বলবান ও বলিষ্ঠ। স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই কপোল দেশে তিনটী করিয়া দাগ আছে। ইহাদের কেশ নানা প্রকারে রচনা করা হয়। আর ইহারা শরীরে বিলক্ষণ তৈল মাখে। পুরুষে লুঙ্গির মত করিয়া কোমরে কাপড় বাঁধে। প্রায় সকলেই আমাদের দেশীয় নাগা কুকিদিগের ন্যায়, গায়ে মোটা চাদর দেয়। স্ত্রীলোকেও চাদর পরে। কিন্তু তাহারা তাহা বুকে পিঠে জড়াইয়া রাখে। পুঁতির মালা, আংটী, কড়া ও অন্যান্য অলঙ্কার স্ত্রীলোকে বিস্তর পরে; কাণের পাতায় এত বড় ছিদ্র করে যে, তাহাতে এক একটা মোম বাতি দিয়া রাখে।

দাহোমী সুন্দরী।

ইহাদের প্রধান খাদ্য হাত-রুটী; রুটীগুলি খুব পুরু, হয় জল দিয়া হাঁড়িতে সিদ্ধ করে, না হয় গাছের পাতায় জড়াইয়া সেঁকিয়া লয়। যাহাদের সঙ্গতি আছে, তাহারা মৎস্য মাংস যথেষ্ট খায়। স্বামী আহারে বসিলে গৃহিণী পরিবেশন করেন, যতক্ষণ কর্ত্তার আহার শেষ না হয়, ততক্ষণ গৃহিণীকে হাঁটু পাতিয়া থাকিতে হয়। কৃষিকর্ম্ম সমস্তই প্রায় স্ত্রীলোকেরা করিয়া থাকে। সমস্ত ভূমিই রাজার সম্পত্তি, সুতরাং তাঁহাকে কর দিতে হয়। বিবাহ করিতে হইলে আগে রাজার অনুমতি লইতে হয়। রাজার অনুমতি বিনা কাহারও বিবাহ করিবার সাধ্য নাই। কোন প্রজাই প্রকাশ্য রূপে চৌকিতে বসিতে, জুতা পরিতে, কিম্বা ডুলিতে চড়িতে পায় না। জর্ম্মণ দেশের ন্যায় অসভ্য দাহোমী দেশেও প্রজামাত্রকেই ডাক পড়িলে সেনা-দলে ভুক্ত হইয়া যুদ্ধে যাইতে হয়। রাজ সরকার হইতে তাহাদিগকে অস্ত্র দেওয়া হয়, কিন্তু কেহই বেতন, বা খোরাক পায় না।

দাহোমী দেশের সর্ব্বত্রই মন গড়া দেবতার পূজা প্রচলিত। সর্পপূজাও সকলেই করে। সে কালে হিন্দু রাজাদের রাজ্যে গোহত্যা করিলে প্রাণদণ্ড হইত, দাহোমী দেশে সাপ মারিলে প্রাণদণ্ড হয়। সাপের আবার পুরোহিত আছে। অনেক স্ত্রীলোকেও এই ব্যবসায় করিয়া খায়। গ্রামে পীড়ার প্রাদুর্ভাব

হইলে লোকে বড় বড় বৃক্ষের কাছে পূজা দেয় ও পশু পক্ষী বলি দিয়া থাকে। সমুদ্রেরও পূজা হইয়া থাকে। সুসভ্য হিন্দুদের ন্যায় অসভ্য দাহোমী কাফ্রিরাও রত্নাকরকে চাউল, ফল মূল ও কড়ি দান করিয়া থাকে। সমুদ্র-পূজার পুরোহিতেরা সমুদ্র-কূলেই বাস করে। তাহারা বলে, পূজা দিলে সমুদ্রে ঝড় তুফান হয় না। অবোধ লোকেও তাই বিশ্বাস করিয়া পূজা দেয়। পুরোহিতের চাতুরিতে ভুলিয়া অবোধ লোকে, আমাদিগের দেশীয় হিন্দুদিগের ন্যায়, সৃষ্টিকর্ত্তার পূজা না করিয়া, সৃষ্ট বস্তুর পূজা করে। হিন্দুরা ইন্দ্রকে দেবরাজ বলিয়া মানেন, দাহোমী কাফ্রিরাও বজ্রদেব মানে। এ দেবতাকে লোকে বড় ভয় করে। পুরোহিতদিগের বড়ই প্রাদুর্ভাব। দাহোমী দেশেও দেব-দাসী আছে। পুরোহিতেরা সর্প, ইন্দ্র, সমুদ্র ইত্যাদি দেবতার সঙ্গে অনেক স্ত্রীলোকের বিবাহ দিয়া তাহাদিগকে আপনাদের কাছেই রাখে। পুরীর দেব-দাসীদিগের ন্যায় ইহারাও নৃত্য গীত জানে। পুরোহিতেরা ইহাদিগকে নাচাইয়া অর্থ উপার্জ্জন করে।

দেশাচার।

পিতা মাতা মরিলে হিন্দুরা শ্রাদ্ধ করেন। দাহোমী দেশের রাজাও প্রতি বৎসর নিয়মিত সময়ে পিতৃপুরুষদিগের প্রীত্যর্থে শ্রাদ্ধ করিয়া থাকেন। চাউল কলার পিণ্ড পাইলেই পরলোকগত হিন্দু প্রীত হয়েন, কিন্তু দাহোমীর রাজার পরলোকগত পিতৃপুরুষদের চাউল কলার পিণ্ডে মন উঠে না; তাঁহারা নরশোণিত ভাল বাসেন। এই জন্য তাঁহাদের গোরের উপর মানুষের রক্ত ঢালিয়া দেওয়া হয়। এ শ্রাদ্ধ বড় ভয়ানক ব্যাপার। শ্রাদ্ধ আবার দুই প্রকার—বার্ষিক শ্রাদ্ধ, আর মহাশ্রাদ্ধ। বার্ষিক শ্রাদ্ধ এইরূপে হয়।—

হাটের বা বাজারের মধ্যস্থলে একটা উচ্চ স্থানের চারি দিকে বুক সমান উচ্চ করিয়া বেড়া দিয়া ঘিরিয়া লওয়া হয়। মধ্যস্থলে তাম্বু ও বড় বড় ছাতি খাড়া করিয়া দেওয়া হয়। তাহা ছাড়া বড় বড় নিশানও থাকে। স্থানে স্থানে রাশি রাশি কড়ি, তামাক, ও পিপা বোঝাই রম নামক মদ থাকে। দর্শকদিগকে এই সকল বিলাইয়া দেওয়া হয়। রাণীরাও এ স্থানে বসিয়া তামাসা দেখেন।

যে সকল মানুষকে বলি দিতে হইবে, তাহাদিগকে, মুখ ও হাত পা বাঁধিয়া, বড় বড় ঝাঁকায় করিয়া পুরোহিতের চেলারা মাথায় করিয়া লইয়া যায়। নরবলির সঙ্গে সঙ্গে একটা কুমীর, একটা বিড়াল, আর একটা বাজ পক্ষীও বলি দেওয়া হয়। সকল আয়োজন হইলে এক জন রাজকর্ম্মচারী এই রূপে বক্তৃতা করেন,—"হে পৃথিবীবাসিগণ, শুন, রাজসিংহ কি বলেন। যাহারা পিতৃপুরুষগণের প্রীত্যর্থে বলিদান করিতে পারে, তাহারাই ধন্য ও সুখী। বলিদানার্থ আনীত এই সকল মানুষ, কুমীর, বিড়াল, ও বাজপক্ষী তোমাদের সম্মুখেই আছে। রাজার পিতৃপুরুষদিগের প্রতি যে অচলা ভক্তি আছে, তাহা জানাইবার জন্য ইহাদিগকে পরলোকে পাঠাইয়া দেওয়া যাইতেছে। এই মানুষেরা পরলোকগত মনুষ্যদিগের কাছে, কুমীর জলজন্তুগণের কাছে, বিড়াল পশুদিগের কাছে, এবং বাজপক্ষী পক্ষিগণের কাছে গিয়া, রাজার এই মহাকীর্ত্তি ঘোষণা করিবে। তোমরা কম্পিত কলেবরে রাজসিংহের কথা শুন।"

পরে বলিদেয় মনুষ্য ও কুমীর ইত্যাদি বধ করা হয়। ইহারা পরলোকে গিয়া মৃত রাজাদিগকে জানায় যে, পৃথিবীর লোকেরা তোমাদিগকে ভুলিয়া যায় নাই।

রাজা মরিলে "মহাশ্রাদ্ধ" হয়। সে কালে হিন্দু রাজারা মরিলে তাঁহাদের রাণীরা সহমরণে যাইতেন। স্বামীর চিতায় পুড়িয়া মরিলে পরজন্মে তাঁহার সহধর্ম্মিণী হওয়া যায়। নিগ্রো জাতিরও সেই বিশ্বাস। রাজা মরিলে, সহস্র দাসদাসী ও কএক জন রাণীকে বধ করিয়া তাঁহার সঙ্গে পরলোকে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। না পাঠাইয়া দিলে সেখানে রাজার সেবা করিবে কে?

দাহোমী দেশে বিস্তর নরহত্যা হইয়া থাকে। রাজার বাড়ীর চারি দিকে মাটীর প্রাচীর আছে। এই দেওয়ালে সর্ব্বদাই মানুষের মাথা গাঁথা দেখিতে পাওয়া যায়। কোনটা টাটকা, কোনটা বা পচিতেছে, কোনটা বা কেবল খুলিসার হইয়াছে। রাজবাটীর যে ঘরে রাজা বাস করেন, তাহার দেওয়াল মুণ্ডমালায় সজ্জিত। রাজারা আমাদের দেশের তান্ত্রিকদিগের ন্যায় মানুষের মাথার খুলিতে করিয়া মদ খায়।
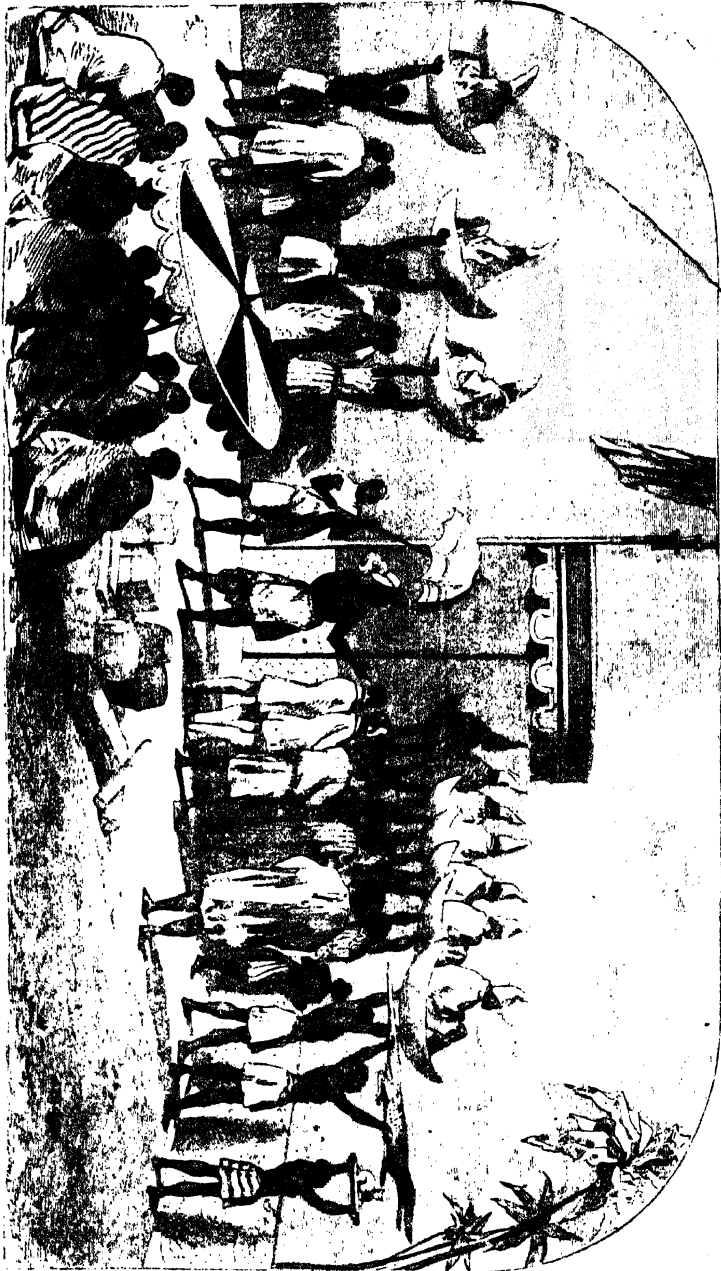
দাহোমী দেশের নরবলি।

এই প্রকার নরবলিতে প্রজারা সন্তুষ্ট হয়। বার্ষিক শ্রাদ্ধে নরবলি যখন হয়, তখন দর্শকেরা চেচাইয়া বলে, "আমাদের ক্ষুধা পাইয়াছে, হে রাজন্, আহার দিউন।" সাধারণ লোকের বিশ্বাস এই যে, এই প্রকার নরবলি রহিত হইলে রাজ্যের মান হানি হয়।

মেয়ে সিপাহি।

মেয়ে সিপাহি।—দাহোমী দেশের মেয়ে সিপাহি বিখ্যাত। তিন তিন বৎসর অন্তর, কোন পর্ব্ব সময়ে, দেশের সমস্ত প্রজাকে আপন আপন নির্দ্দিষ্ট বয়সের কন্যাদিগকে রাজার কাছে আনিয়া হাজির করিতে হয়। ভদ্রলোকের হৃষ্টপুষ্ট কন্যাদিগকে সেনাপতির পদে নিযুক্ত করা হয়। গরিব লোকের কন্যারা সিপাহির কাজ পায়। রাজবাটীতে যে সকল মেয়ে সিপাহি থাকে, দাসীকন্যারা তাহাদের সেবা করে। নিয়মিত সংখ্যা মেয়ে সিপাহি বাছিয়া লইয়া অবশিষ্ট মেয়েগুলিকে ফিরাইয়া দেওয়া হয়। শাদা ও নীল ডোরাওয়ালা কাপড় দিয়া মেয়ে সিপাহিদিগের পোষাক তৈয়ার হয়। এ পোষাক দেখিতে চমৎকার। পুরুষ সিপাহিদিগের ন্যায় ইহাদিগকে কাঁধে করিয়া বন্দুক বহিতে হয়। মেয়ে সিপাহিদিগের বিবাহ হয় না। রাজবাটীর এক স্থলে একটা মূর্ত্তি টাঙ্গাইয়া রাখিয়া দেওয়া হয়, কোন মেয়ে সিপাহি পুরুষসঙ্গ করিলে, সেই মূর্ত্তি তাহা প্রকাশ করিয়া দেয়। সিপাহিরা পরস্পর বিলক্ষণ দ্বেষ হিংসা করে। কোন মেয়ে সিপাহি পুরুষসঙ্গ করিলে তাহার প্রাণদণ্ড হয়, সঙ্গিনী সিপাহি তাহাকে কাটিয়া ফেলে।

মেয়ে সিপাহিদিগের তিন পল্টন। এক এক পল্টনের সিপাহিনীরা, এক এক প্রকারে কেশবিন্যাস করে। প্রত্যেক পল্টনে মেয়ে কর্ণেল ও মেয়ে কাপ্তেন আছে। এক দল মেয়ে সিপাহিকে রাজার সঙ্গে হাতী শিকারে যাইতে হয়, স্ত্রীলোকের পক্ষে এ বড় ভয়ানক কাজ। কয়েক জন মেয়ে কাপ্তেনকে "খড়্গধারিণী" বলে, কোন রাজার সঙ্গে যুদ্ধ হইলে, সে রাজা যদি হারিয়া যায়, এই কাপ্তেনেরা এই খড়্গ দিয়া তাহার শিরশ্ছেদন করে। রাজ-কর্ম্মচারী ভিন্ন আর কোন পুরুষ যদি পথে কোন মেয়েদিগের সম্মুখে পড়ে, তাহাকে অমনি পথ ছাড়িয়া ডাইনে বা বামে সরিয়া যাইতে হয়, ইহাই রাজাজ্ঞা।

কাওয়াতের সময় সিপাহীদিগের আগে আগে একটা ঢোল লোকে বাজাইয়া যায়। সে ঢোলে ১২ টা মাথার খুলি বাঁধা থাকে। শত্রু পক্ষের কোন গ্রাম আক্রমণ কালে মেয়ে সিপাহীরা গিয়া থাকে। প্রত্যেক গ্রামের চারি দিকে কাঁটা বন, এই জন্য মেয়ে সিপাহীদিগকে কাঁটার বেড়া ডিঙ্গাইয়া যাওয়া আগে হইতেই অভ্যাস করিতে হয়। সুতরাং তাহারা কার্য্য কালে অবলীলা ক্রমে বেড়া ডিঙ্গাইতে পারে। সেনাপতির হুকুম পাইলে সিপাহীরা পাগলের মত ছুটে।
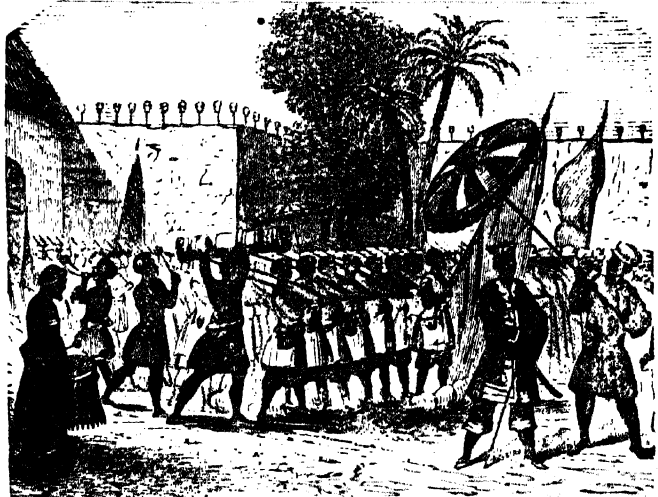
মেয়ে সিপাহিদিগের কাওয়াত।

মেয়ে সিপাহীরা রাজার বড় বিশ্বাসপাত্র। শত্রুর নগর-আক্রমণ করিতে হইলে রাজা ইহাদিগকেই

আগে পাঠাইয়া দেন। ইহারা যে সকল লোক ধরিয়া আনিত, রাজা তাহাদিগকে বেচিয়া ফেলিতেন। এক্ষণে আর তাহা হয় না। যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রু বধ করিতে পারিলে রাজা তাহাদিগকে বিশেষ বিশেষ সজ্জা দান করেন। যে যত শত্রু বধ করে, তাহার বন্দুকের ডগায় তত কড়া কড়ি, শত্রুর রক্তে রঞ্জিত করিয়া, বাঁধিয়া দেওয়া হয়।

মেয়ে সিপাহীরা রাজাকে দেবতার মত মানে। তাহারা অষ্টাঙ্গে প্রণত হইয়া রাজার পদধূলি মাথায় লয়। রাজা যে জল চৌকিতে পা রাখেন, তাহা যুদ্ধে হত তিন জন রাজার মাথার খুলিতে সজ্জিত। রাজার ছড়ির মাথায় নরমুণ্ড, আর নরকপালই তাঁহার প্রিয় পানপাত্র।

নিগ্রোদের উন্নতিকল্পে চেষ্টা।—ইউরোপীয়েরা বহু কাল নিগ্রো অর্থাৎ কাফ্রিদিগের উপর পশুবৎ অত্যাচার করিয়াছে। ইউরোপীয়েরা আফ্রিকার নানা স্থানে গিয়া, কাফি ইত্যাদির চাষ করিতেছে। ইহারা কাফ্রিদিগকে, গোরু ও মহিষের মত, বাজারে কিনিয়া, কাফি বাগানে খাটাইত। ইহা যে অতি গুরুতর পাপ, তাহা জানিতে পারিয়া, ইউরোপীয় ধার্ম্মিক খ্রীষ্টীয়ানদিগের যত্নে এ বিষয়ে বিশেষ তদন্ত হয়। অবশেষে এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত পক্ষেও বিলক্ষণ চেষ্টা হইয়াছিল। আমাদিগের মহারাণীর রাজ্য মধ্যে যে দেশে যত ক্রীত দাস ছিল, সকলকে মুক্ত করিয়া দেওয়া হয়; পাছে লোকে জাহাজে করিয়া কাফ্রিদিগকে বিদেশে লইয়া গিয়া বিক্রয় করে, এই জন্য আফ্রিকার উপকূল দিয়া বরাবর যুদ্ধের জাহাজ রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে। মার্কিণ দেশে যে সকল ক্রীত দাসকে মুক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, তাহাদের জন্য এক ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপন করা হয়; এই রাজ্য পশ্চিম উপকূলে, নাম লিবেরিয়া। এক্ষণে বাণিজ্য কার্য্যের বিলক্ষণ বৃদ্ধি হইতেছে। কাফ্রিদিগকে ধর্ম্মশিক্ষা দিবার জন্য নানা মিশনরী সোসাইটী আফ্রিকায় মিশনরী পাঠাইয়া দিয়াছেন। তাঁহারা তথায় স্কুল স্থাপন করিয়াছেন। পশ্চিম-আফ্রিকায় অনেক কাফ্রি প্রভু যীশুর ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে। নরবলি, নরমাংস ভক্ষণ ইত্যাদি এক্ষণে উঠিয়া যাইতেছে। কালক্রমে কাফ্রিরাও সভ্য ও সত্যধর্ম্মী হইয়া উঠিবে।

দক্ষিণ আফ্রিকা।

উত্তমাশা অন্তরীপ পর্য্যন্ত আফ্রিকার দক্ষিণাংশ মধ্য-আফ্রিকার মতন গরম নহে। অনেক প্রদেশ বিলক্ষণ উর্ব্বরা, তবে মরুভূমি ও প্রান্তরও আছে।

বুশমান।

আফ্রিকার এই অংশে নানা জাতীয় কাফ্রির বাস। এক্ষণে দক্ষিণ দিকে বিস্তর ইউরোপীয় লোকে গিয়া বসতি করিয়াছে।

পণ্ডিতেরা বোধ করেন, আদিম কালে এক প্রকার বন্যমানুষ, ইংরাজিতে যাহাদিগকে "বুশমান" বলে, তাহারাই দক্ষিণ আফ্রিকার নিবাসী ছিল। কালক্রমে কাফির জাতীয় লোকেরা আসিয়া, উত্তর প্রদেশ হইতে তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিয়া, আপনারা তথায় বসতি করে। এক্ষণে বুশমানেরা প্রান্তরে ঘুরিয়া বেড়ায়।

বুশমান খর্ব্বকায়, পুরুষেরা পাঁচ ফুটের, আর স্ত্রীলোকেরা চারি কি সাড়ে চারি ফুটের বেশী লম্বা হয় না। ইহাদের বর্ণ কতকটা নূতন পয়সার রঙের মত। ইহারা বড় নোওরা, গাত্রে পশুর তৈল মাখে, এই জন্য কৃষ্ণবর্ণ দেখায়। ইহাদের চক্ষু ছোট ছোট, গভীর; নাক ছোট; ওষ্ঠ মোটা ও উচ্চ। ইহারা গহনা বড় ভাল বাসে। নাকে, কাণে, হাতে, পায়ে, পুঁতির মালা, লোহা তামা বা পিত্তলের আংটী ও মাকড়ি পড়ে। স্ত্রীলোকে সমস্ত শরীরে লাল রং মাখে। অনেকে কোন অঙ্গ, অনেকে আবার কেবল মুখ চিত্র করে। জাতীয় অস্ত্র ধনুর্ব্বাণ। ধনুক পৃষ্ঠে ঝুলাইয়া রাখে, মাথার চুলে তীরগুলি গুঁজিয়া

দেয়। ইহাদের অধিকাংশ তীরের ফলা বিষাক্ত। এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইতে হইলে, কর্ত্তা পৃষ্ঠে ধনুক ঝুলাইয়া, জামাই বাবুটীর মতন আরামে চলিয়া যায়, আর গৃহিণী ধোবার গাধার মতন পিঠে ছেলে, আর মাথায় চামড়ার বিছানা, আর কাঁকালে রাঁধিবার জন্য হাঁড়ি বহিয়া লইয়া যায়। তাহা ছাড়া উষ্ট্র পক্ষির ডিমের খোলায় জল ভরিয়া লইয়া যায়। উষ্ট্র পক্ষির ডিম, খুব বড় ও শক্ত; এক দিকে ছিদ্র করিয়া ভিতরকার প্রাণীটাকে বাহির করিয়া খায়, শেষে খোসাটাকে জলপাত্র করে। ইহাই তাহাদের জলের কলসি। একটা জালের থলিয়াতে করিয়া লোকে এই ডিমগুলি বহে।

ইহারা যাহা পায়, তাহাই খায়। পঙ্গপাল, মধু, ফল মূল, কুকুর বিড়াল, ইন্দুর, সাপ ইত্যাদি ইহাদের খাদ্য, ফলে কোন জন্তুই ইহাদের অখাদ্য নহে।

পর্ব্বতের গুহাই বুশমান কাফ্রির প্রিয় বাসস্থান। পর্ব্বতের গুহা না পাইলে বুশমান কাফ্রি একটা ঝোপের মধ্যে গিয়া শুইয়া রাত্রি কাটাইয়া দেয়, ঝোপ না পাইলে গর্ত্তের ভিতরে শোয়, উপরে কতকগুলি নল খাগড়া চাপা দেয়।

আমাদের মত ইহাদের ভাষা নাই। করতালি ও শিশ দিয়া বা কিচির মিচির শব্দ করিয়া ইহারা এক জন অন্য জনকে মনের ভাব জানায়। অভাব আকাঙ্ক্ষা অতি অল্প, সুতরাং আমাদের মতন ভাষা নাই। বুশমান কাফ্রির সংখ্যা দিন দিন কমিয়া আসিতেছে। এখন অল্পই আছে।

হটেন্টট্‌ কাফ্রি।

ইউরোপীয়েরা সর্ব্বপ্রথমে উত্তমাশা অন্তরীপে গিয়া যে জাতীয় লোক দেখিতে পান, তাহাদিগকে তাঁহারা "হটেন্টট" বলেন। নিজ ভাষায় হটেন্টটেরা আপনাদিগকে "মানুষ" বলে। ইহারা অনেকটা বুশমানের মতন, কিন্তু ধনুর্দ্ধারী বুশমান অপেক্ষা দীর্ঘকায়। ইহারা তাম্রবর্ণ, ইহাদের কেশ বড়ই কুঞ্চিত, গোছা গোছা হইয়া বাড়িতে থাকে। ইহাদের কপাল সঙ্কীর্ণ, গাড়ির হাড় চৌড়া, নাকের ছিদ্র বড়, ওষ্ঠ মোটা ও থুৎনি ছোট। ইহাদের নিতম্ব দেশ এত বড় হয় যে, তাহার উপরে একটা ছোট ছেলে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে।

হটেন্টট্‌ নারী।

পূর্ব্বে হটেন্টট জাতীয় পুরুষেরা দিবারাত্র মেষের চর্ম্ম গলায় ঝুলাইয়া রাখিত, বা কোমরে পরিত। গলায় একটা থলিয়া ঝুলিত, তাহাতে ছুরি, কাটারি, তামাক, পাইপ ইত্যাদি আবশ্যকীয় দ্রব্য থাকিত, ইহারা বাহুতে গজদন্তের অনন্ত পরিত। স্ত্রীলোকেও পুরুষের ন্যায় গলায় বা কোমরে মেষের চর্ম্ম ঝুলাইয়া দিত, তাহা ছাড়া কোমরে নানা কারুকার্য্য ও অলঙ্কারযুক্ত একখানি কাপড় জড়াইয়া রাখিত। কোথায়ও যাইতে হইলে একটা থলিয়াতে খাদ্য দ্রব্য রাখিয়া থলিয়াটা গলায় ঝুলাইয়া রাখিত। তৈলের বদলে ইহারা সর্ব্বাঙ্গে পশুর চর্বি ও তাহার উপর লাল রং মাখিত।

পুরুষ।

জুলুগ্রাম।

ইহাদের বাসগৃহ গোলাকার, ঠিক আমাদের খড়ের গাঁদার গড়ন। ইকড় নামক খাগড়া দিয়া ঘর তৈয়ার হয়। গ্রামস্থ সকলে মধ্যস্থলে মাঠ রাখিয়া তাহার চারি দিকে চক্রাকারে ঘর তুলিত। আসামের নাগা কুকিদিগের ন্যায় ইহাদের ঘর অনায়াসে স্থানান্তর হইতে পারে। পশু পাল চরাইবার ভাল স্থান পাইলে তাহারা ঘর তুলিয়া তথায় চলিয়া যাইত। স্ত্রীলোকেরাই গৃহের সমস্ত কার্য্য করিত, আর হিন্দু নারীদের ন্যায় পুরুষদিগের অসাক্ষাতে আহার করিত। ঘরের তৈজষ পত্র খুব কম; গোটা কতক মাটীর হাঁড়ি, ছাতা, বাসন ও জলের মশক। চামড়ার পাত্রে ইহারা দুধ ও মাখন রাখিত। ঘরের মধ্যস্থলে গর্ত্ত করিয়া আগুন করিত; সেই ঘরে শুইবার বিছানা। দুধ, মাংস, বন্য ফল মূল প্রধান খাদ্য ছিল।

ইহাদের ভাষা অতি বিশ্রী; এক জনে কথা কহিলে বোধ হয় যেন মুরগী বাচ্চাগুলিকে ডাকিতেছে। প্রত্যেক শব্দ উচ্চারণ কালে জিহ্বা দিয়া তালুতে আঘাত করিতে হয়।

ভোজ, সুরাপান, তামাক খাওয়া, আর নৃত্য গীত ইহাদের প্রধান আমোদের বিষয়। ইহারা প্রায় সমস্ত রাত্রি নৃত্য গীতে কাটাইয়া দেয়। নৃত্য কালে হাত পা নাড়িয়া নানা অঙ্গভঙ্গী করিতে থাকে।

অনেক হতেন্তৎ এক্ষণে ইউরোপীয় পোষাক পরে। বিস্তর লোক খ্রীষ্ট ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে।

কাফির ও জুলু।

দক্ষিণ-পূর্ব্ব আফ্রিকার অধিকাংশ নিবাসী কাফির ও জুলু। আরবি ভাষায় মুসলমান ধর্ম্ম অমান্য-কারীকে "কাফির" বলে। আফ্রিকার মুসলমানেরা এই নামে ইহাদিগকে ডাকিত, তদনুসারে ইংরাজিতেও ইহাদিগকে কাফ্রি বলে।

কাফির কাফ্রিরা আপনাদিগকে "অবান্তু" বলে, ইহার অর্থ মানুষ। কাফিরদিগের মত অন্য যে কাফ্রি জাতীয় লোক আছে, ইউরোপীয়েরা তাহাদিগকে "বান্তু" বলে। বান্তুদিগের ভাষা অনেক ভাল। ইহাদের ভাষায় ২৫০ প্রকার ক্রিয়াপদের ব্যবহার হয়। কিন্তু ইহা সভ্যতার পরিচায়ক নহে। বরং

তাহার বিপরীত। অন্য অসভ্য জাতীয় লোকের ভাষা অপেক্ষা ভারতবর্ষের বন্য খন্দ জাতীয় লোকদিগের ভাষায় ক্রিয়াপদ বিস্তর বেশী।

কাফির ও জুলুরা দীর্ঘকায় ও বলবান এবং সুশ্রী। ইহাদের বর্ণ প্রায়ই কটা, কিন্তু ঘন কৃষ্ণবর্ণ লোকও আছে। অন্য কাফ্রিদিগের অপেক্ষা ইহাদের মস্তক বড়, মাথার খুলি লম্বা ও উচ্চ, কিন্তু নিগ্রোদের ন্যায় ইহাদের চোঁয়ালি উচ্চ নহে; দাঁতও ছোট ছোট, ইহাদের ওষ্ঠ চৌড়া, পুরু এবং চুল পশমপানা।

পূর্ব্বে পুরুষেরা গোরুর বা হরিণের পোস্তাই চামড়া পরিত; কিন্তু আমাদের মত পরিত না। চাদরের মত গায়ে জড়াইত, হাঁটু পর্য্যন্ত গিয়া পড়িত। এক্ষণে ঐ রূপ করিয়া উহারা বিলাতী মোটা কম্বল পরে। স্ত্রীলোকে খাট ঘাগরা পড়ে, তাহাতে পুঁতি বসান, আর অনেকে একখণ্ড পাকা চামড়া দিয়া বক্ষস্থল ঢাকিয়া রাখে। পুরুষেরা কোমরবন্দ পরে, তাহাতে একটা থলিয়া বাঁধা থাকে, তাহাতে তামাকের ডিবিয়া পাইপ ইত্যাদি রাখে। স্ত্রীপুরুষ উভয়েই পুঁতির মালা ও বালা ইত্যাদি পরে; অনেকে পদমর্য্যাদা অনুসারে গজদন্তের বলয় ও অনন্ত পরিয়া থাকে। আমাদের দেশে যেমন শৃগালের দাঁতের পদক ছেলে-দিগকে পরান হয়, জুলু বড় মানুষেরা তেমনি পশুদন্তের পদকের হার পরে। বড় লোকেরা দ্রাবিড়ী ব্রাহ্মণের মত মাথা কামাইয়া সরু "আর্ক" ফলার আকার একটী চৈতন রাখে। কাণে ছিদ্র করিয়া পুঁতির মালা ঝুলাইয়া দেয়, তাহাতে ছিদ্র ক্রমে বড় হইয়া যায়। উল্কি পরাও আছে। লোকে শরীরে তৈল বা চর্বি মাখে, স্ত্রীলোকেরা আবার তৈলে লাল মাটী গুলিয়া মুখে মাখে।

কাফির নারী।

কাফিরদিগের ঘরও গোলাকার, খড়ের গাদার মত। কাফির গ্রামকে ক্রাল বলে। ঘরের চাল আমাদেরই ঘরের চালের মত, খড় দিয়া ছাওয়া; ঘর যদি বেশী বড় হয় ত ১২ হাত বেড়, আর তিন হাত খাড়াই।

কাফির কাফ্রিরা পশুপালক। বড় বড় পশুপাল লইয়া বৎসরের নানা সময়ে নানা স্থানে বেড়াইয়া বেড়ায়, ঘর তুলিয়া সঙ্গে লইয়া যায়। পশুপালনে ইহারা বড় নিপুণ, মহাদেবের ন্যায় ইহারা বৃষে আরো-হণ করে। ইহারা টাট্‌কা দুধ খায় না, গাই দুহিয়া একটা চামড়ার মশকে দুধ রাখিয়া দেয়, পচিয়া ছানার মত হইয়া গেলে, তবে খায়। সে কালের আর্য্যদিগের ন্যায় গোমেষাদিই ইহাদের একমাত্র সম্পত্তি। বিবাহ করিতে হইলে পণ স্বরূপ গোরু দিতে হয়। এক একটী বালিকার পণ আট দশটা গোরু। ইহাদের সমাজে বহুবিবাহ প্রচলিত। অনেকের আট দশটা স্ত্রী।

স্ত্রীলোকেরা সমস্ত শ্রমসাধ্য কার্য্য করে; ঘর বান্ধা স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্য, কোদালি দিয়া মাটী কোপাইয়া চাস করা স্ত্রীদের কার্য্য, আবার শস্য পাকিলে কাটিয়া গৃহে আনাও তাহাদেরই কার্য্য। একদা এক কাফির গৃহস্থ প্রথম বার লাঙ্গল দেখিয়া বলিয়া উঠিয়াছিল, "কি সুন্দর জিনিষ, কি সহজে আপনার লোহার জিহ্বা দিয়া পৃথিবী চিরিয়া চলিয়া যাইতেছে। পাঁচটা স্ত্রী অপেক্ষাও ইহা বেশী কাজের।"

আমাদের দেশের ন্যায় কাফির দেশেও বিবাহের পূর্ব্বে কন্যাকে তন্ন তন্ন করিয়া দেখা হয়। বরকে কিছু করিতে হয় না, আত্মীয় স্বজনেরা এ সকল করে। তাহাদের দ্বারা পণ ধার্য্য হয়। বিবাহ কালে কন্যা বরের সম্মুখে নৃত্য করে, তাহা দেখিতে বড় সুন্দর! ইহাদের বিবাহে ধর্ম্মসংক্রান্ত কোন ক্রিয়া হয় না।

আমাদের দেশে শিশুকে তৈল মাখাইয়া কুলায় করিয়া রৌদ্রে রাখে, ইহারা তাহা করে না। ইহারা ছেলের গাত্রে ঘুটিম চুণ রগড়ায়। স্ত্রীলোকে বড় জোর দুই বৎসর ছেলেকে দুধ দেয়; মায়েরা বাঙ্গালি জননীদের মত ছেলে কোলে করে না, ঘাড়ে বা পৃষ্ঠে করিয়া বেড়ায়। একখানি ছোট কম্বল দিয়া ছেলেকে পৃষ্ঠে বান্ধিয়া রাখে।

যুবা বয়সে বালকদের ত্বকচ্ছেদ হয়। এই সময়ে তাহাদিগকে নানা প্রকার কঠিন ব্যায়াম করিতে হয়। পিটিয়া পিটিয়া লোকে ছেলেদের শরীর শক্ত করে। এই সকল হইয়া গেলে তাহাদিগের শরীরে পুরু করিয়া শাদা মাটীর প্রলেপ দেওয়া হয়। তাহাতে রক্তও থাকে। ইহা করিয়া তাহাদিগকে পোষাক পরাইয়া হাতে জাতীয় অস্ত্র দেওয়া হয়।

কাফির বালকেরা বাছুরে চড়িয়া দৌড় করায়।

বাছুর দৌড়।

বাঙ্গালি সুন্দরীদিগের ন্যায় কাফির সতীরও স্বামীর ও স্বামীকুলের কোন পুরুষের নাম লইতে নাই। নামের আদ্যক্ষর পর্য্যন্ত মুখে আনিতে নাই। স্বামীর বা শ্বশুরের নাম "গোপাল" হইলে, তাহারা গোয়াল ঘর না বলিয়া "পোয়াল ঘর" বলে। এই কারণে কাফির নারীদিগের ভাষা আর পুরুষের ভাষা যেন ভিন্ন ভিন্ন ভাষা বলিয়া বোধ হয়।

কাফির ও জুলু, ইহারা উভয়েই যুদ্ধ বড় ভাল বাসিত। সে কালে ইহারা অন্যান্য অসভ্য জাতীয় লোকদিগের ন্যায় যুদ্ধ করিত; কিন্তু এক জন জুলু রাজা কতকগুলি লোককে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করেন, তাহারা সকলে মিলিয়া কতকটা আমাদের পল্টন দলের মত হইয়া দাঁড়ায়। তাহাদের অস্ত্র ছিল বড়শা, লাঠি ও গোরুর চামড়ার ঢাল। যুদ্ধে যাহাদের বিলক্ষণ বীরত্বের পরিচয় পাওয়া যাইত, তাহাদিগকে

আপন আপন উরুতে লম্বা দাগ করিতে দেওয়া হইত, এই দাগ পুরোহিতের দ্বারা করান হইত, দাগ করণ উপলক্ষে অতি ধুম ধামে উৎসব হইত, সমস্ত রাত্রি নৃত্য গীত চলিত। এই সম্মান-চিহ্ন যাহারা পাইত, তাহারা হত শত্রুর খানিকটা মাংস উৎসবকালে সকলকে দেখাইত, অবশেষে আগুনে পোড়াইয়া তাহা খাইয়া ফেলিত। লোকের এই সংস্কার ছিল যে, মাংস খাওয়াতে হত বীরের শক্তি কতকটা হন্তার শরীরে প্রবিষ্ট হইত।

জুলু বীর।

চাকা নামে এক জন জুলু রাজা নিজ রাজ্য খুব বিস্তার করিয়াছিলেন। তাঁহার মাতার মৃত্যু হইলে ৭০০০ হাজার লোককে, তাঁহার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া উপলক্ষে হত করা হয়। তাহা ছাড়া তাঁহার সঙ্গে পরমা সুন্দরী দশটী যুবতীকে জীবন্ত কবর দেওয়া হয়।

অন্যান্য দেশের অসভ্য লোক-দিগের ন্যায় কাফির ও জুলু কাফ্রিরা বড় কুসংস্কারাপন্ন। কাহারও পীড়া হইলে তাহার আত্মীয়েরা মনে করে কোন শত্রু তাহাকে বাণ মারিয়াছে। গণক ডাকাইয়া আনা হয়, সে আসিয়া গণিয়া সেই শত্রুকে বাহির করে। শত্রু বাহির না হইলে রোগী ভাল হইবে না, ইহাই লোকের বিশ্বাস। রোগীকে ঔষধ দেওয়া হয় না, কেবল ঝাড় পোঁচ করা হয়। জুলু দেশেও বঙ্গ দেশের ন্যায় শিলুড়ী আছে।

জুলু নৃত্য।

পূর্ব্ব-আফ্রিকা।

ইউরোপীয়েরা পশ্চিম আফ্রিকার নিগ্রোদিগের নিকট হইতে দাস কিনিয়া লইত। পুর্ব্বেই বলিয়াছি, কতকগুলি ধার্ম্মিক খ্রীষ্টীয়ান লোকের যত্নে দাসব্যবসায় উঠিয়া গিয়াছে। ১৮৩৩ সালে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের সমস্ত উপনিবেশে দাস ব্যবসায় বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। দাসদিগের মালিকগণকে ক্ষতি পূরণ স্বরূপ গবর্ণমেন্ট ২০ কোটি টাকা দিয়াছিলেন।

এক্ষণে মুসলমানদিগের রাজ্যেই কেবল দাসব্যবসায় প্রচলিত আছে। ইহারা পূর্ব্ব-আফ্রিকা হইতে কাফিরদিগকে আনিয়া গোলাম ও বাঁদী করিয়া রাখে। আরব দেশীয় মুসলমানেরা এই ব্যবসায়

করিতেছে। তাহারা আফ্রিকা দেশে গিয়া অকস্মাৎ রাত্রিকালে কোন গ্রাম ঘিরিয়া দাঁড়ায়, দাঁড়াইয়া ঘন ঘন বন্দুক ছুড়িতে থাকে, তাহাতে গ্রামবাসীরা নিতান্ত ভীত হয়। কেহ আপত্তি করিলে, বা বাধা দিলে তাহাকে নিষ্ঠুরেরা অমনি গুলি করিয়া মারিয়া ফেলে। আর সকলকে,—স্ত্রীলোক পুরুষ ও ছেলেদিগকে ধরিয়া বাঁধিয়া লইয়া যায়। লইয়া যাইবার সময়ে তাহাদের মাথায় নানা বোঝা চাপাইয়া দেয়। সমুদ্রের কূলে লইয়া গিয়া বেচারাদিগকে বিক্রয় করে। রাস্তায় পাছে পলাইয়া যায়, এই জন্যে পিছ-মোড়া করিয়া বাঁধিয়া গলায় হাঁড়ি কাঠ দিয়া দুই দুই জন করিয়া আটকায়। রাত্রিকালে সবগুলিকে মাঠে ফেলিয়া রাখিয়া দেয়। গোরু ছাগলের মত বেচারারা মাটীতে পড়িয়া থাকে।

বুশিরি নামক দাসব্যবসায়ী।

স্ত্রীলোকে ছোট ছোট ছেলে মেয়ে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে চাহে; কিন্তু যে ছেলেরা চলিতে পারে না, তাহাদিগকে নিষ্ঠুর আরবেরা রাস্তায় ফেলিয়া চলিয়া যায়, তাহারা শেষে সিংহ ও বাঘের পেটে যায়। কোন স্ত্রীলোক যদি ছেলে ও বোঝা দুইই বহিতে না পারে, তাহা হইলে আরবেরা ছেলেটাকে জঙ্গলে ফেলিয়া দেয়, যদি চীৎকার করে, এক আছাড়ে মাথাটা ভাঙ্গিয়া ফেলে।

এই সকল কাণ্ড মায়ের সম্মুখে হয়। কোন দাস যদি শীঘ্র শীঘ্র চলিতে না পারে, তাহাকে বড়শা দিয়া খোঁচা মারে। নিষ্ঠুর আরবেরা যে পথ দিয়া কাফ্রিদিগকে লইয়া যায়, সে পথের দুই ধারে মানুষের মাথা ও হাড় পড়িয়া থাকে।

কাফ্রিরা নানা জাতি, আসামের নানা জাতীয় নাগা কুকিরা যেমন পরস্পর যুদ্ধ করে, ইহারাও তাই করিয়া থাকে। যাহারা যুদ্ধে হারিয়া যায়, বিজয়ী কাফ্রিরা তাহাদিগকে আরব-দিগের নিকট বিক্রয় করে। আরবেরা ইহাদিগকে বন্দুক যোগাইয়া দেয়।

দাসদিগকে লইয়া যাইতেছে।

ষ্টানলি নামক জনৈক ইংরেজ আফ্রিকা দেশে বহুকাল ভ্রমণ করিয়াছেন। ১৮৭৮ সালে তিনি যখন আফ্রিকা দেশে ভ্রমণ করেন, তখন যে যে প্রদেশ দিয়া যান, সে সকল লোকে পরিপূর্ণ ছিল। লোকেরা গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া সুখে বাস করিতেছিল। কিন্তু ১৮৮৩ সালে তিনি গিয়া দেখেন, সে সকল প্রদেশ লোকশূন্য। আরবেরা আক্রমণ করিয়া, কতক লোককে মারিয়া ফেলিয়াছে, কতক লোককে ধরিয়া দাস করিয়া লইয়া গিয়াছে। এক স্থানে তিনি

গিয়া দেখেন, ৩০০ শত আরব সিপাহি ২৩০০ শত কাফ্রি স্ত্রীলোক ও পুরুষকে আগ্‌লাইয়া রহিয়াছে, সকলেই উলঙ্গ, সকলেই শিকলে বাঁধা, সিপাহিরা তাহাদিগকে তাড়াইয়া সমুদ্রকূলের দিকে লইয়া যাইতেছিল। ১১৮ খানি গ্রাম জ্বালাইয়া দিয়া নিষ্ঠুরেরা এই সকল লোককে আনিয়াছিল। এই ২৩০০ শত লোকের মধ্যে বড় জোর এক হাজার লোক জীবিত থাকিবে ও কূলে নীত এবং বিক্রীত হইবে। বাকি লোকেরা ক্ষুধায় ও পীড়াতে পথে মরিয়া যাইবে।

আরবেরা সমুদ্রকূলে জাহাজ লইয়া লুকাইয়া থাকে, জাহাজে করিয়া কাফ্রিদিগকে লইয়া গিয়া আরব, তুরস্ক ও অন্যান্য মুসলমান দেশে বিক্রয় করে। ঐ সকল দেশে হাটে বাজারে গো-মেষের মত মানুষ বিক্রয় হইয়া থাকে।

পূর্ব্ব-আফ্রিকার দাস ব্যবসায় বন্ধ করিবার জন্য ইংরেজ গবর্ণমেন্ট যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন। মিশনরিরা আফ্রিকায় গিয়া সুসমাচার প্রচার ও দাসব্যবসায় বন্ধ করণার্থ চেষ্টা করিতেছেন। ব্রিটিশ ইষ্ট আফ্রিকা কোম্পানি নামে এক কোম্পানি স্থাপিত হইয়াছে। এই কোম্পানিও কাফ্রিদিগকে পরস্পর যুদ্ধ না করিয়া, কৃষিকার্য্য করিতে উৎসাহ দিতেছেন।

মাসাই কাফ্রি।

পূর্ব্ব-আফ্রিকায় মাসাই কাফ্রিরা বিখ্যাত। এই ভূভাগের মধ্যে যেখানে অতি উচ্চ পর্ব্বতমালা, তাহারই অনতিদূরে ইহাদের বাস। ইহাদিগের মাড়ির হাড় উচ্চ। ইহাদের চুল কিন্তু খাড়া। ইহাদের স্থায়ী বাসস্থান নাই। যেখানে যখন সুবিধা, সেই খানে থাকে। সুবিধা হইলে দীর্ঘকাল থাকে, অসুবিধা হইলে অল্পকাল থাকে। গাছ ও লতা জড়াইয়া ইহারা ঘর বাঁধে, উপরে গোবর মাটী দিয়া নিকাইয়া দেয়। গ্রামের চারি দিকে গড়খাই, তাহার উপর আবার কাঁটার বেড়া; চারি দিকে প্রহরী থাকে।

মাসাই স্ত্রীলোক।

ইহারা পশু-পালক, গোরু, মেষ ও ছাগ ইহাদের প্রধান সম্পত্তি, ইহাদের প্রধান খাদ্য পশুর মাংস। ইহারা মাখন তুলিয়া খায়, মধু ইহাদের উপাদেয় খাদ্য।

মাসাই যোদ্ধা।

পুরুষে এক খানি ছাগলের চর্ম্ম গায়ে জড়াইয়া রাখে। স্ত্রীলোকেরা গোরুর চামড়া সেলাই করিয়া পরে, তাহা দেখিতে বড় সুন্দর। স্ত্রীলোকে টেলিগ্রাফের তার কুড়াইয়া কোমরে, হাতে ও পায়ে জড়ায়, ইহা তাহাদের বড় প্রিয় অলঙ্কার, এক এক জনের শরীরে দশ পনের সের তার জড়ান থাকে। স্থূলকায় নারীরা বড় সুন্দরী বলিয়া গণ্য। এই জন্য পিতা মাতা কন্যাদিগকে ভাল ভাল জিনিষ খাওয়াইয়া মোটা করিয়া তুলে। বহুবিবাহ প্রচলিত, কন্যাপণ গোমেষাদির দ্বারা দেওয়া হয়। অনেক সময়ে অকারণে পুরুষে স্ত্রীলোকদিগকে যন্ত্রণা দেয়।

মাসাই কাফ্রিরা বড় দুর্দ্দান্ত; সদাই যুদ্ধে রত। বিদেশী লোক মাত্রকেই ইহারা দুই চক্ষের বালি দেখে। ইহাদের সৈন্য সংখ্যা বিস্তর, ইহারা অজ্ঞাতসারে শত্রুদিগকে ঘিরিয়া ফেলে। ইহাদিগের

সেনাদলে শাসনপ্রণালি বড় কঠিন; কোন সিপাহি যুদ্ধকালে বা অন্য সময়ে পশ্চাৎ হটিলে অমনি তাহাকে অপর সেনাদের সাক্ষাতে কাটিয়া ফেলে। ইহারা দল বাঁধিয়া সচরাচর লুটপাট করিতে বাহির হয়, আক্রমণ করিয়া লোকের যথাসর্ব্বস্ব লুটিয়া লইয়া যায়; স্ত্রীলোক, পুরুষ ও শিশু, সকলকে মারিয়া ফেলে। ইহাদের হাতে ছোট ছোট মুদ্গর থাকে, এমন হাত ঠিক যে দূর হইতে এই মুদ্গর ছুড়িয়া মারিয়া মানুষের মাথা ভাঙ্গিয়া ফেলে। ইহাদের বিশ্বাস যে, উচ্চ পর্ব্বতে এক দেবতা থাকেন। যাদুকরেরা ইহাদের বড় সমাদরের পাত্র। সকলেই তাহাদিগকে মানিয়া চলে।

মাদাগাস্কার।

মাদাগাস্কার এক অতি প্রকাণ্ড দ্বীপ, আফ্রিকাখণ্ডের দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে স্থিত, দ্বীপটী ন্যূনাধিক ৫০০

মালাগাসি।

শত ক্রোশ দীর্ঘ, এবং ১৫০ ক্রোশ প্রস্থ। সমুদ্র কুলবর্ত্তী স্থান, আমাদের সুন্দর-বনের মত, বড় নীচু ও সমতল। দ্বীপটীর মধ্যভাগে উচ্চভূমি ও উচ্চ পর্ব্বতমালা আছে। দ্বীপটীর চতুর্দ্দিকে ৫ হইতে ২০ ক্রোশ প্রস্থ ঘন বন—আমাদের সুন্দরবনের মত। বড় বড় শ্বাপদ জন্তু এ দ্বীপে নাই। এই দ্বীপের লিমুর নামক বানর বিখ্যাত। লিমুর আবার ৩০ জাতীয়। এই দ্বীপে এক প্রকার পক্ষীর হাড় পাওয়া গিয়াছে, বোধ হয়, এত বড় পক্ষী কোন দেশে নাই, এই পক্ষীর ডিম ১৫ ইঞ্চি লম্বা ও ৯ ইঞ্চি চৌড়া। এই পক্ষী জাতির এক বারে বিলোপ হইয়াছে।

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ন্যায় মাদাগাস্কারে নানা জাতীয় লোকের বাস। আদিম নিবাসী কাহারা, তাহা জানা যায় না। তাহাদের আমলের প্রস্তর রাশি, পাথরের স্তম্ভ, ও পাথরের প্রাচীর এখনও আছে। এক্ষণকার নিবাসিদিগের কতক কাফ্রি জাতীয়, কতক আরব জাতীয়, খাঁটি নহে, বর্ণসঙ্কর; কিন্তু অধিকাংশ মালয় জাতীয়, আর সকলেই মালয় ভাষায় কথা কহে।

মাদাগাস্কার দ্বীপের পশ্চিম উপকূলে শকালব নামে এক জাতীয় লোক বাস করে, তাহারা কাফ্রিদিগের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ, এবং খুব বলবান। ইহাদের চুল দীর্ঘ, কিন্তু কুঞ্চিত; চক্ষু বড় বড়, কিন্তু গভীর; ইহাদের নাসারন্ধ্র বড় বড়। কূলবর্ত্তী লোকেরা প্রায় সকলেই মৎস্যজীবী; আর একটু ভিতরের দিকের লোকেরা কৃষিকর্ম্ম করে। মৎস্যজীবিরা মৎস্য ও লবণ বিক্রয় করে, কৃষকেরা ধান চাউল দিয়া তাহা কিনে। ইহারা চুরি করিতে, মদ খাইতে, ও মারামারি করিতে বড় ভাল বাসে। সদাই ভয়, পাছে কেহ আসিয়া আক্রমণ করে। লোকে আত্মীয় সজনের সর্ব্বস্ব হরণ করে, বা তাহাকে আরব দাসব্যবসায়ির কাছে বিক্রয় করে।

শকালবদিগের সমরনৃত্য অতি চমৎকার; নৃত্যকালে নানা দলের লোকে নানা প্রকার রণকৌশল প্রদর্শন করিয়া থাকে। ফলে এক প্রকার কৃত্রিম যুদ্ধ হয়, দুই দল হইয়া এক দল অপর দলকে আক্রমণ করে, যুদ্ধ হয়, পরাজিত দলকে তাড়াইয়া লইয়া যাওয়া হয়। পরে জয়জনিত আমোদ আহ্লাদ হইয়া থাকে। ইহা এক প্রকার নাটকাভিনয়। ইহাদের বন্দুক খুব লম্বা লম্বা, তাহাতে পিত্তলের কারু কার্য্য, এই বন্দুক লোফালুফি এক প্রধান খেলা।

সমর নৃত্য।

পূর্ব্ব উপকূলের লোকেরা কতকটা শ্যামবর্ণ, চুলও খাড়া, ইহারা ভাল মানুষ। যাহারা যে প্রকার দেশে বাস করে, তদনুসারে তাহাদের নাম হয়; যথা, "জঙ্গলি লোক" "বাদা বনের লোক," "সমভূমির লোক" ইত্যাদি।

দেশের মধ্য ভাগে হোবা নামে এক জাতীয় লোকের বাস; ইহারাই রাজবংশীয়, অর্থাৎ দেশের শাসনকর্ত্তা। দ্বীপটীর মধ্যভাগ ও পূর্ব্বাংশ ইহাদের অধীন, কিন্তু শকালবেরা ইহাদিগকে মানে না।

হোবারা মালয় জাতীয় বর্ণসঙ্কর। ইহাদের কোন কোন গোষ্ঠী যবদ্বীপ হইতে মাদাগাস্কারে গিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। ইহারা কতকটা তাম্র বর্ণ, অধিকাংশ লোক খর্ব্বকায়, মুখের গড়ন ধাঙ্গরদিগের মত; ইহাদের চুল কোমল, কৃষ্ণবর্ণ ও খাড়া; দাড়ি গোঁপ খুব কম; চক্ষু তীক্ষ্ণ।

ইহাদের পরিধেয় তিন গজ লম্বা, ও হাত আড়াই বহর এক খানি কাপড়। স্ত্রীপুরুষ উভয়েই এই কাপড় পরে। কাপড় পরার ধরণ কতকটা আমাদের দেশের মত, এক ধার কোমরে জড়াইয়া আর

এক খোঁট কাঁধে ফেলিয়া দেয়। ঘন রক্ত বর্ণ কাপড় রাজা রাণীরা পরেন। রাণীর পোশা[illegible] রক্তবর্ণ; তিনি যখন বাহিরে যান, তখন তাঁহার মাথার উপরে চাকরেরা বড় একটা লাল বর্ণে[illegible] ছাতি ধরে; প্রজারা দেখিলে দূর হইতে ছাতিকে প্রণাম করিতে থাকে, নিকটে আসিলে রাণীকে প্রণাম করিয়া বলে, "মহারাণি, বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকিও।"

স্ত্রীলোকে আপনার চুল আপনি বাঁধিতে পারে না; তিন ঘন্টার কমে এক এক সুন্দরীর কেশ রচনা শেষ হয় না। শত শত বেণী পাকাইয়া, বেণীগুলি এক সঙ্গে জড়াইয়া বাঁধিতে হয়। নানা জাতীয় স্ত্রীলোকে নানা বিধানে কেশ রচনা করে। ইহারাও চুলে মোম দেয়।

আমাদের দেশের মত এই দ্বীপ-নিবাসিদিগের প্রধান খাদ্য ভাত। আসামের নাগা কুকিদিগের মত এই দ্বীপের লোকে ধান ভানে। নিম্নে ছবি দেওয়া গেল। তরিতরকারি দিয়া ইহারাও গোমাংস, শূকর মাংস, মেষমাংস ও পক্ষ্যাদির মাংসের উত্তম ঝোল রাঁধিয়া, তাই দিয়া ভাত খায়। ইহারা দিনের মধ্যে দুই বার ভাত খায়; এক বার দুই প্র[illegible] বেলা, আর এক বার রাত্রে। বে[illegible] ভাত খাইয়া পেট বড় হইয়া উ[illegible]। ইহা নিবারণের জন্য ছেলেদের কোমরে তাগা বাঁধা থাকে, আহারে বসিলে তাগা কসা হইলে জানা গেল যে ছেলের পেট ভরিয়াছে; তখন আর ভাত দেয় না।

ধানভানা।

মাদাগাস্কারের লোকে পঙ্গপাল খাইয়া থাকে। আকাশে পঙ্গপাল উড়িলে "পঙ্গপাল, পঙ্গপাল" বলিয়া লোকে চীৎকার করিতে থাকে—সকলেই পঙ্গপাল কুড়াইয়া ঘরে লইয়া যায়।

আমাদিগের দেশীয় ধাঙ্গরদিগের ন্যায় এই দ্বীপের লোকেরা দোক্তার চূর্ণ খাইয়া থাকে, সকলেরই ঙ্গে বাঁশের চুঙায় দোক্তার চূর্ণ থাকে।

ঘরের দেওয়াল প্রায়ই লাল মাটীর কাদায় উত্তমরূপে নিকান। ঘরের প্রধান খুঁটি তিনটী; একটী ম হলে, আর দুইটী দুই ধারে। ঘরের চাল আমাদের দেশের ঘরের চালের মত। বাড়ীতে কেহ আসিলে াহিরে থাকিয়া জিজ্ঞাসা করে, "আমি যাব?" গৃহিণী অমনি দাবায় মাদুর পাতিয়া দিয়া বলেন, 'আসতে আজ্ঞা হউক।" বাঙ্গালি গৃহিণীদের মত বাহিরের লোক দেখিলে ইহারা ঘোমটা টানিয়া দয়া পালায় না।

ঘরের মেঝেতে ইহারা মাদুর পাতে; ঘরের ভিতরে আগুন করিলে ধুঁয়া বাহির হইয়া যায় না, াহাতে ঘরের চাল কালো হইয়া যায়। ঘরের দরোজার এক পাশে উদখল থাকে, বারাণ্ডার এক ধারে াছুর বাঁধা থাকে, আর এক কোণে হাঁস মুরগীর ঘর। ঘরের এক ধারে শুইবার বিছানা, অপর কোণে রন্ধনশালা, হাঁড়ি কলসিও ঘরের ভিতরেই থাকে, কাপড় চোপড় ইহারা কাঠের বাক্সে রাখে।

ভারতবর্ষীয় হিন্দুদিগের ন্যায় মালাগাসিরা শুভাশুভ দিন ক্ষণ মানে। তাহাদিগের বিশ্বাস এই, শুভ লগ্নে সন্তান জন্মিলে মাতা পিতার অকল্যাণ হয়. এই অকল্যাণ নিবারণের জন্য, অশুভলগ্নে ন্তান জন্মিলে, তাহাদিগকে সচরাচর জলে ফেলিয়া দিত। কখনও কখনও উপায়ান্তর অবলম্বন করিত; কাল বেলা গ্রামের গোরু বাহির হইবার আগে শিশুটীকে রাস্তার মাঝখানে রাখিয়া দিত, যদি গ্রামের গারু সকল শিশুটীকে না মাড়াইয়া পাশ কাটাইয়া চলিয়া যাইত, তাহা হইলে মাতা পিতা আনন্দ

করিতে করিতে ছেলেটীকে লইয়া বাড়ী যাইত, গোরুতে মাড়াইয়া মারিয়া ফেলিলে ছেলের মা দেহটা একটা হাঁড়িতে করিয়া মাটীতে পুতিয়া রাখিত।

শিশু সাত দিনের না হইলে তাহাকে সূতিকাগার হইতে বাহির করা হয় না। সন্তানের জন্ম হইতে সাত দিন না গেলে বাটী হইতে কোন জিনিষ স্থানান্তর করিবার নিয়ম নাই। পিতা শিশুকে প্রথম বার বাহিরে লইয়া গিয়া গোরুর পাল দেখাইয়া বলে, "তোমার বিস্তর গোরু, ধন ও সন্তান হউক।"

ছেলের আকৃতি অনুসারে অনেক সময়ে নামকরণ হইয়া থাকে, যেমন "বৃহদাক্ষ," "বৃহন্মস্তক," "দীর্ঘকর্ণ," "পুষ্টকায়," "ক্ষুদ্রমস্তক," ইত্যাদি ইত্যাদি। অনেকে কানা ছেলের নামও পদ্মলোচন রাখে। আবার যে স্থানে জন্মে, সেই স্থানের নামানুসারেও নামকরণ হইয়া থাকে, যেমন, "পাহাড়ী," "শৈলবালা," ইত্যাদি। আমাদের দেশের মত "বড়", "মেজো", "সেজো" ইত্যাদি বলিয়াও ছেলেদিগকে ডাকা হয়।

নাগা কুকিদিগের মত ইহারাও ছেলেকে পিঠে করিয়া বেড়ায়, একখানি কাপড় দিয়া শিশুকে পিঠে বাঁধিয়া রাখে। পিঠে ছেলে, আর মাথায় প্রকাণ্ড এক জলের কলসি লইয়া স্ত্রীলোকেরা অবলীলাক্রমে চলিয়া যায়। "বাবা," "মা," এই দুইটী কথা শিখিবার পরেই মালাগাসী শিশু "আমাকে নেও" এই কথা শিখে। শিশু মায়ের পিঠেই অনেক বার ঘুমাইয়া পড়ে।

মালাগাসী গৃহিণী আধুনিক বাঙ্গালি গৃহিণীর মত নাটক নভেল পড়িয়া সময় কাটায় না, তাহার বিস্তর কাজ; ধানভানা, ভাত রাঁধা ত আছেই, তাহা ছাড়া জল তোলা, সুতা কাটা, কাপড় বোনা, মাদুর বোনা, ডালা, কুলা, ও চুবড়ি বোনা স্ত্রীলোকের কাজ। কৃষিকর্ম্মেও ইহারা পুরুষের সাহায্য করিয়া থাকে।

মালাগাসীরা নৃত্য গীত যার পর নাই ভাল বাসে। স্ত্রীপুরুষ উভয়েই নাচে, কিন্তু স্ত্রীলোক ও পুরুষ এক সঙ্গে নাচে না; এক দল পুরুষের নৃত্য হইয়া গেলে, এক দল স্ত্রীলোকে নৃত্য আরম্ভ করিয়া দেয়। নৃত্য ত ভারী! কেবল হাত পা নাড়া আর অঙ্গভঙ্গী করা।

দীর্ঘকাল ধরিয়া স্ত্রীলোকেই মাদাগাস্কার শাসন করিয়া আসিয়াছেন। এক এক রাণী সিংহাসনে
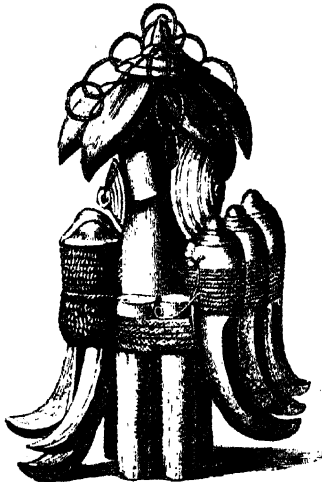
বসিলেই একটী নূতন রাজবাটী নির্ম্মাণ করা দেশের পদ্ধতি, বর্ত্তমান রাজবাটীর নাম "মঙ্গলকর শাসন।" বাটীটী এক উচ্চ পর্ব্বতের শিখর দেশে কাষ্ঠ দ্বারা নির্ম্মিত, চাল ঢালু।

প্রতিমা।

সে কালে লোকে নানা প্রকার প্রতিমার পূজা করিত। রূপার শিকল, রূপার গোলোক, কড়ি, পুঁতি, কাষ্ঠ নির্ম্মিত টিকটিকী, এই সকল ইহাদের দেবতা ছিল। বাম দিকের ছবি উহাদের এক দেবতার ছবি। পর্ব্ব উপলক্ষে এই দেবতাকে বাঁশের ডগায় বাঁধিয়া রাস্তায় বাহির করা হইত, আগে আগে এক জন লোক দৌড়িয়া যাইত, আর পথিকদিগকে সরাইয়া দিয়া রাস্তা পরিষ্কার করিত। এই দেবতারা দেশের ভাল মন্দ উভয় করিতে পারে বলিয়া লোকে বিশ্বাস করিত। ১৮২০ সালে খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্ম প্রচারকেরা ইংলণ্ড হইতে প্রথমে মাদাগাস্কার দ্বীপে আইসেন। তখনকার রাজা মিশনরিদিগের প্রতি অনুকূল ছিলেন। তাঁহার মৃত্যু হইলে এক রাণী সিংহাসন অধিকার করেন, অভিষেকের দিন দুইটী প্রতিমা রক্তবর্ণ কাপড়ে জড়াইয়া চাকরেরা আনিয়া তাঁহার সম্মুখে রাখিয়া দিলে রাণী বলেন, "হে দেবতা, তোমরাই আমার একমাত্র ভরসা, অতএব আমাকে রক্ষা করিও।" তৎকালে বিস্তর মালাগাসী লোক খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিল, নূতন রাণী নানা প্রকারে তাহাদিগকে তাড়না করেন। অনেকে কারাগারে আবদ্ধ হইল, বড়শার প্রহারে অনেকের প্রাণ গেল, রাজকর্ম্মচারিরা অনেককে ধরিয়া জীব

অগ্নিকুণ্ডে ফেলিয়া দিল, আর কতকগুলিকে উচ্চ পর্ব্বতের চূড়া হইতে ফেলিয়া দেওয়া হইল। কিন্তু রাণীর একটী মাত্র পুত্র ছিলেন, এই রাজকুমার খ্রীষ্টীয়ান হইলেন, সে জন্য তাঁহার কোন তাড়না হইল না। সেই রাজপুত্র ও রাজবধূর ছবি এই।

রাজকুমার ও রাজবধূ।

ইহার পরে যিনি রাণী হয়েন, তিনি খ্রীষ্টীয়ান। তিনি প্রতিমা সকল পোড়াইয়া ফেলিতে আজ্ঞা দিলেন। রাজবাটীর প্রতিমা সকল পোড়াইয়া ফেলা হইয়াছে শুনিয়া, প্রজারাও আপনাদের উপাস্য বিগ্রহ সকল পোড়াইয়া ফেলিল। লোকে আগ্রহ সহকারে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের পুস্তক সকল পাঠ ও মিশনারিদিগের কাছে ধর্ম্ম শিক্ষা করিতে লাগিল। যে পাহাড়ের উপর হইতে খ্রীষ্টীয়ানদিগকে ফেলিয়া দিয়া বধ করা হইয়াছিল, সেই পাহাড়ের উপর সুন্দর একটী ভজনালয় নির্ম্মিত হইল। এক্ষণে শত শত ছোট উপাসনালয় আছে। বহুসংখ্য লোক খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে।

ওশেনিয়া।

বড় সমুদ্রকে মহাসাগর বলে। সকলের অপেক্ষা বড় যে সাগর, তাহাকে প্রশান্ত মহাসাগর বলা যায়। প্রশান্ত মহাসাগর পৃথিবীর প্রায় তিন ভাগের এক ভাগ জুড়িয়া আছে। প্রশান্ত মহাসাগরস্থ দ্বীপরাজিকে ওশেনিয়া কহে। কতকগুলি দ্বীপের বিষয় এক্ষণে বলিব।

অষ্ট্রেলিয়ার আদিম-নিবাসী।

ভারতবর্ষের দক্ষিণ পূর্ব্ব দিকে, প্রশান্ত মহাসাগরে ওশেনিয়া স্থিত। পৃথিবীতে এত বড় দ্বীপ আর নাই, ভারতবর্ষের দ্বিগুণ হইবে।

অষ্ট্রেলীয়।

অষ্ট্রেলিয়া দ্বীপে অনেক ইউরোপীয় লোক গিয়া বসতি করিয়াছে। ইউরোপীয়দিগের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হইবার পূর্ব্বে অষ্ট্রেলিয়ার আদিম-নিবাসিদিগের যে প্রকার অবস্থা ছিল, তাহা এক্ষণে বর্ণন করিতেছি।

পণ্ডিতেরা মনে করেন, এক্ষণে অষ্ট্রেলিয়ার যাহারা আদিম-নিবাসী, তাহারা বহুকাল পূর্ব্বে নিকটবর্ত্তী নবগায়না দ্বীপ হইতে সমুদ্র পার হইয়া আসিয়াছিল। ইহারা ঘন তাম্র বর্ণ, ইহাদের মাথায় চুল বিস্তর, তাহা কৃষ্ণবর্ণ, চুলগুলি কোঁকড়াইয়া যায়, দাড়িও কৃষ্ণবর্ণ, ঘন, এবং কোঁকড়ান, নাক গোল; ওষ্ঠ মোটা, কিন্তু নিগ্রোর ওষ্ঠের ন্যায় বেরিয়ে থাকে না। অষ্ট্রেলিয়ার অনেক লোকের বাহুতে ও কাঁধে খুব বল, কিন্তু পা বড় রোগা ও দুর্ব্বল।

অষ্ট্রেলিয়ার আদিম-নিবাসির পোষাক ও

অলঙ্কার বড় সামান্য রকমের। ওপসম নামক জন্তুর পশমের আজরাখা গায়ে দেয়, কোমরে এক খণ্ড চামড়া জড়ায়। তাহার উপরে এমু নামক জন্তুর পশমের কোমরবন্ধ। নাকের ছিদ্রে একখান হাড় দিয়া রাখে। যুবতীরা লজ্জা নিবারণের অনুরোধে কোমরে পশুলোমের ঘাগরা পরে। নৃত্যকালে বয়স্কা স্ত্রীরাও কোমরে ঘাগড়া বাঁধে। ইহাদিগকে কখনও কখনও অন্নকষ্ট ভোগ করিতে হয়, এই জন্য কুকুরের চামড়ার কোমরবন্ধ পরে; পেটে কিছু না থাকিলে কোমরবন্ধ কসিয়া দেয়, আহারে বসিলে ঢিলা করিয়া বাঁধে।

ইহারা শরীরে লাল, হরিদ্রা, সাদা ও কালো রং মাখে। নৃত্যকালে ও আত্মীয় স্বজন মরিলে সাদা রং মাখা হয়। ইহারা সাদা রং দিয়া শরীরে ডোরা কাটে, রাত্রি কালে দেখিলে বোধ হয় যেন হাড় বাহির হইয়া রহিয়াছে।

পূর্ব্বে অষ্ট্রেলিয়ার আদিমনিবাসীরা ধাতুর গুণ জানিত না। শক্ত পাথর দিয়া ইহারা কুড়াল ও বড়শার ফলা তৈয়ার করিত।

লাঠি, বড়শা, আর বুমিরাং ইহাদের প্রধান অস্ত্র ছিল। শিকড় সমেত এক প্রকার গাছ তুলিয়া লাঠি তৈয়ার করে, শিকড়ের দিকটায় হাতল হয়। লাঠির অপর দিক খুব তীক্ষ্ণ, কাহাকে আঘাত করিলে রক্তপাত হয়; আবার তাহা দিয়া মাটী খনন করিয়া কচু ইত্যাদির মূল তুলিতে পারা যায়। কাষ্ঠ-দণ্ডে তীক্ষ্ণ পাথরের ফলা পরাইয়া দিয়া বড়শা তৈয়ার করে। এক প্রকার সরু বড়শা দিয়া ইহারা মাছ মারে, এবং যুদ্ধও করে; এ অস্ত্র কতকটা ধনুকের আকারবিশিষ্ট, লম্বা দেড় হাত মাত্র, চৌড়া চারি অঙ্গুলি, কিন্তু বড় জোর এক আঙ্গুল মোটা। এ অস্ত্রের গুণ এই যে, কোন কিছু লক্ষ্য করিয়া ছুড়িলে যদি তাহাতে না লাগে, যে ছুড়ে, তাহার কাছে ঠিকরিয়া আইসে। এ অস্ত্র ছুড়িয়া মারিলে আকাশে ঘুরিতে ঘুরিতে যায়। ভারতবর্ষের দক্ষিণাঞ্চলস্থ এক জাতীয় লোকেও এই প্রকার অস্ত্রের ব্যবহার করিয়া থাকে।

ইহাদের ঢাল গোলাকার নহে; প্রায় দুই হাত লম্বা ও আট আঙ্গুল চৌড়া। এক প্রকার বৃক্ষের বাকল দিয়া এই ঢাল তৈয়ার হয়।

হাড় দিয়া সূচ তৈয়ার হয়, পশুর শিরা দিয়া সুতা তৈয়ার হয়। ইহারা ঘাস ও গাছের আঁস দিয়া অতি সুন্দর জাল ও চুবড়ি বুনে; ইহাদের জলপাত্র কাষ্ঠের।

ইহারা না খায়, এমন জানোয়ার বা এমন অবিষাক্ত গাছ পালা নাই; খানিকটা মাংস হাতে করিয়া ইহারা মরার মত পড়িয়া থাকে, চীল বা কাক আসিয়া যেই ছোঁ মারে, অমনি ধরিয়া ফেলে। সকল প্রকার সর্প ও ভেক ইহারা খায়। কম হইলেও পাঁচ প্রকার ফিকিরে ইহারা মাছ ধরে। রাত্রি কালে শালতি চড়িয়া মাছ ধরিতে যায়, এক জনে মশাল ধরিয়া থাকে, আগুন দেখিয়া যেই মাছ আসে, আর এক জন অমনি বড়শা দিয়া গাঁথিয়া ফেলে। মধুমক্ষিকা যখন পুষ্পের মধু লইয়া উড়িয়া যায়, উহারা তখন সেগুলির পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়া মধুচক্র ভাঙ্গিয়া মধু আহরণ করে। কেঁচো, পোকা, মাকড়, সকলই ইহাদের খাদ্য। বন্য ফল, মূল ইত্যাদি ইহারা পাইলেই খায়।

ইহাদের মাটীর হাঁড়ি নাই, সুতরাং ইহারা কিছুই পাক করিয়া খাইতে পারে না। ছোট বা বড় সকল প্রকার জানোয়ার এই রূপে পাক করে;—কতকগুলি পাথরের টুকরা খুব গরম করিয়া মাটীতে গর্ত্ত করত তাহাতে রাখিয়া দেয়; তাহার উপরে ঘাস চাপা দেয়; শূকর কি বিড়াল প্রভৃতি যে কোন জন্তুকে পাক করিতে চাহে, সেটাকে মারিয়া ঐ ঘাসের উপর দিয়া আবার ঘাস চাপা দেয়, আবার তাহার উপরে গরম পাথর, পাথরের উপর মাটী চাপা দিয়া খানিকক্ষণ রাখে।

অষ্ট্রেলিয়ার আদিমবাসীদিগের নৃত্য নানা রকমের। যুদ্ধের আরম্ভে ও পরেকার নৃত্য; স্ত্রীপুরুষ উভয়ে মিলিয়া নৃত্য; পশুর অনুকরণে নৃত্য; আর শালতিতে নৃত্য।

সচরাচর ইহাদের নৃত্য এই রূপ;—২০ বা ৩০ জন লোক বাছিয়া লওয়া হয়, ইহারা প্রধান নর্ত্তক; সকলেই আপন আপন দেহ নানা বর্ণে চিত্রিত করে। চক্ষুর চারি দিকে শাদা বর্ণের চক্র আঁকে। নাকের উপর শাদা বর্ণের ডোরা আঁকে, কপালেও ঐ রূপ করে। দেহের সর্ব্বত্র আঁকা বাঁকা রেখা টানে।

অষ্ট্রেলিয়ার নৃত্য।

এ দিকে খুব একটা অগ্নিকুণ্ড করা হয়। আগুন খুব জ্বলিয়া উঠিলে, নর্ত্তকেরা আসরে আসিয়া উপস্থিত হয়। সকলেরই হাঁটুর উপরে গাছের পাতা বাঁধা। আর গলায় চামড়ার একটা আলখেল্লা ঝোলে। যে স্ত্রীলোকেরা বাজায়, তাহারা একেবারে উলঙ্গ। সকলেরই হাঁটুতে একখণ্ড চামড়া বাঁধা, তাহাতে তাল দেয়। বাজাইতে বাজাইতে স্ত্রীলোকেরা গানও গায়। এক এক জন নর্ত্তকের হাতে দুইটী করিয়া কাঠি থাকে। প্রধান নর্ত্তক আপনার কাঠি ঠক ঠকাইলে অপর নর্ত্তকেরা গিয়া তাহার কাঠিতে আঘাত করে। নর্ত্তকেরা নানা প্রকারের ভাব ভঙ্গী করে; কখনও অগ্রসর হয়, কখনও পিছাইয়া যায়, কখনও বা হাত ঘুরাইয়া নানা ভঙ্গী করে। কখনও কাঁপিতে কাঁপিতে লম্ফ দেয়। গানের সময়ে কখনও সপ্তমে চড়ে, কখনও বা এমন অনুচ্চ রবে গুন্ গুন্ করে যে, শুনিতেই পাওয়া যায় না।

ইহারা স্ত্রীলোককে গৃহের তৈজস পত্রের মত জ্ঞান করে। কোন একটা জিনিষ মনে ধরিলে একটা স্ত্রী দিয়া তাহা ক্রয় করা হয়, কাহারও সঙ্গে ভাব হইলে একটা স্ত্রী তাহাকে উপঢৌকন স্বরূপ দেওয়া হয়, আবশ্যক না থাকিলে স্ত্রীকে দূর করিয়া দেওয়া হয়। কোন পুরুষের সঙ্গে কোন কন্যার বাগ্‌দান হইলে সে পুরুষ যদি বিবাহের পূর্ব্বে মরিয়া যায়, তাহা হইলে তাহার উত্তরাধিকারী যে হয়, সেই ব্যক্তি সে কন্যা পায়। অনেকে কিছু কালের জন্য স্ত্রী বদল করে। শাশুড়ী জামাইকে দেখিলে লজ্জায় মুখ ঢাকে, জামাই শাশুড়ীকে দেখিলেও তাই করে।

ছেলের মা।

অনেকে ছেলে হইলে টান মারিয়া ফেলিয়া দেয়। ছেলেগুলি মরিয়া যায়। রাখিলে খুব আদর দেয়। মায়ে ছেলেকে তিন চারি বৎসর দুধ দেয়।

স্ত্রীলোকে ছেলে কোলে করে না, পৃষ্ঠে করিয়া বহিয়া বেড়ায়। পৃষ্ঠে চামড়ার এক থলি থাকে, ছেলে তাহাতে বসিয়া থাকে। উত্তরাঞ্চলে স্ত্রীলোকে ছেলে ঘাড়ে করে। ঘাড়ে বসিয়া ছেলে পা ঝুলাইয়া দেয়, মা তাহার পা ধরিয়া রাখে। ছেলে মায়ের মাথার চুল ধরিয়া থাকে।

মুরগীর বাচ্চার মতন ছেলেরা শিশুকাল হইতেই আপন আপন আহার সংগ্রহ করে। শিশুদের হাতে একটা কাঠি থাকে, তাই দিয়া মাটী খুঁড়িয়া, কেঁচো, পোকা, বা গাছের শিকড় তুলিয়া খায়। ছেলেরা ছেলে বেলা হইতে বড়শা চালাইতে ও ঢাল ধরিতে শিখে; মেয়েরা চুবড়ি বুনিতে ও পশুর শিরা দিয়া জাল বুনিতে শিখে।

বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেই পুরুষের নাক ছিদ্র করিয়া দুলের পরিবর্ত্তে একখান হাড় পরাইয়া দেওয়া হয়। শরীরের নানা স্থান কাটিয়া দাগ করা হয়, আর সম্মুখের দুই একটী দাঁত ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়।

প্রিয় সন্তান মরিলে স্ত্রীলোকে বড় শোক করিয়া থাকে। সন্তানের দেহটা সঙ্গে করিয়া বেড়ায়। যখন পচিয়া গন্ধ হয়, তখন হয় বৃক্ষের কোটরে রাখিয়া দেয়, না হয় পোড়াইয়া ফেলে।

মান্য গণ্য লোক মৃতপ্রায় হইলে তাহার হাত দুইখানি কাটিয়া নিকট কুটুম্বেরা কাঁধে করিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। অনেক জাতির জলপাত্র মানুষের মাথার খুলি। চামড়ার তারে গাঁথিয়া তাহা গলায় ঝুলাইয়া রাখে, বৈষ্ণবদিগের মালার ঝুলির ন্যায় তাহা সঙ্গের সঙ্গী। কোন স্ত্রীলোক মরিয়া গেলে তাহার কন্যা তাহার মাথার খুলিটায় করিয়া জল পান করিয়া থাকে। ইহা দেশাচার। আণ্ডামান দ্বীপের লোকেরা মৃত আত্মীয় জনের মাথার খুলি গলায় পরে। তাহা অলঙ্কার বিশেষ। তাহারা মাথার খুলিতে করিয়া জল খায় না।

স্ত্রীলোকে সমস্ত গৃহকার্য্য করিয়া থাকে। ইহাদের হাত পা শ্মশানের পোড়া বাঁশের মত কৃষ্ণবর্ণ ও সরু। ইহাদের স্তনও সরু, বাদুড়ের মত বুকে ঝুলিতে থাকে। পীড়া হইলে অনেক সময়ে পুরুষে স্ত্রীকে তাড়াইয়া দেয়। পুরুষ শিকারে গিয়া যদি খালি হাতে ফিরিয়া আইসে, তখন কর্ত্তার মেজাজ ভারী গরম হয়। সমস্ত রাগ স্ত্রীর উপর ঝাড়া হয়। স্ত্রীকে লাঠি দিয়া ঠেঙ্গায়, তাহার হাতে পায়ে বড়শা বিঁধাইয়া দেয়, বা অন্য প্রকারে তাহাকে যন্ত্রণা দেয়। স্ত্রীলোক মরিলে তাহার দেহ গতি করা হয় না। কিন্তু পুরুষ মরিলে স্ত্রীরা অতি চীৎকার করিয়া কাঁদে, এবং বার বার গোর দেখিতে যায়। স্বামী মরিয়া গেলে স্ত্রী মাথার চুল কাটিয়া ফেলে, আর সর্ব্বাঙ্গে ও মাথায় শাদা কাদা মাখে। স্বামী মরিয়া গেলে ছয় মাস পরে স্ত্রীলোকে আবার বিবাহ করিতে পারে।

ইহাদের বিশ্বাস এই যে, ডায়িনে না পাইলে কাহারও মরণ হইতে পারে না। গ্রামে কেহ মরিলে লোকে মনে করে, অমুক গ্রামের ডায়িনে বাণ মারিয়া তাহাকে মারিয়া ফেলিয়াছে। গ্রামের যুবকেরা দল বাঁধিয়া শত্রুপক্ষীয় গ্রামের লোকদিগকে দণ্ড দিতে যায়। তাহাদের আরও বিশ্বাস এই যে, কেহ মরিয়া গেলে, তাহার আত্মা জীবিত থাকিতে যে যে স্থান ভাল বাসিত, কিছু দিন সেই স্থানে ঘুরিয়া বেড়ায়। সেই প্রেতাত্মার সন্তোষার্থ নিকটবর্ত্তী গ্রামের কতকগুলি লোককে বধ করিতে হয়। রক্তপাত না করিতে পারিলে মৃত ব্যক্তির প্রেতাত্মা আসিয়া আত্মীয়গণকে কষ্ট দিয়া থাকে।

আদিমনিবাসীদিগের ভাল করিবার জন্য ইউরোপীয়েরা চেষ্টা করিতেছেন। তাহাদিগকে কৃষিকর্ম্ম ও শিল্পকার্য্য শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। তাহাদিগের জন্য বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু ইহারা এক স্থানে স্থির হইয়া বসতি করিতে চাহে না, নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতে ভাল বাসে। দুঃখের বিষয় এই, ইহারা বিলাতী দোষের অনুকরণ করিতে যেমন ভাল বাসে, বিলাতী গুণের অনুকরণ করিতে তেমন ভাল বাসে না। তবু ইহাদের কতক উন্নতি হইয়াছে।

নবগায়ানার লোক।

পাপুয়া, বা নবগায়ানা।

অষ্ট্রেলিয়া ও নবগায়ানার মধ্যস্থলে সমুদ্রের এক খাড়ি আছে। এই খাড়ি ৪৫ ক্রোশ চৌড়া। দেশের লোকে নবগায়ানাকে “প্রধান দেশ” বলে। ইহাদের চুল কুঞ্চিত। এই জন্য সচরাচর ইহাদিগকে পাপুয়া বলে, পাপুয়া শব্দটী

মালয় ভাষায়, অর্থ কুঞ্চিত। এ দ্বীপকে পর্তুগিজেরা নবগায়ানা বলিত। কারণ তাহারা এখানকার নিবাসীদিগকে আফ্রিকার গায়ানা দেশের নিবাসীদের স্বজাতি মনে করিয়াছিল।

দ্বীপটীর মধ্যস্থলে কতকগুলি উচ্চ পর্ব্বত আছে, সেগুলির চূড়া আমাদিগের ধবলগিরির মত বার মাস বরফে আবৃত। এ দ্বীপে বৃষ্টি প্রচুর পরিমাণে হয়, নানা প্রকার বৃক্ষাদি বিস্তর। সমুদ্রের কূলবর্ত্তী অঞ্চল গ্রীষ্মপ্রধান, কিন্তু পর্ব্বতাঞ্চল শীতল।

নবগায়ানায় নানা জাতীয় লোকের বাস। পাপুয়া জাতীয় লোকদিগকে দেশের সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। খর্ব্বকায় এক প্রকার নিগ্রো নানা অঞ্চলে আছে, পূর্ব্বাঞ্চলে অন্যান্য দ্বীপের লোকেরা গিয়া বাস করিয়াছে। পশ্চিম কূলে মালয় জাতীয় লোকের বাস।

পুরুষের কেশরচনা প্রণালি

পাপুয়ারা ঘন পিঙ্গলবর্ণ। তাহাদের দেহ কোমরের উপর হইতে গলদেশ পর্য্যন্ত খুব হৃষ্ট পুষ্ট, এবং বলবান, কিন্তু পা দুইখানি সরু ও লম্বা বাঁশের মত। নাক বড়, নাসারন্ধ্রও বড়, ওষ্ঠ মোটা। চুল বড় চমৎকার। কুঞ্চিত চুল গোছা গোছা হইয়া গজাইতে থাকে। দাড়িও সেই প্রকার। বাহুতে, উরুতে ও বুকেও বিলক্ষণ লোম। কপালের উপরে লোকে এক প্রকার চিরুণী গুঁজিয়া রাখে, তাহাতেই চুলগুলি খাড়া থাকে। নাপিতেরা পুরুষদিগের কেশরচনা করিয়া দেয়। চুল বাঁধা হইলে খোঁপায় পাখির পালক ও পশুর হাড় ইত্যাদি পরাইয়া দেওয়া হয়। কিন্তু স্ত্রীলোকেরা বিবাহের পরে চুল কাটিয়া ফেলে।

পাপুয়ারা প্রায়ই উলঙ্গ থাকে, তবে কেহ কেহ গাছের ছাল পরে বটে, অনেকে কোমরে কতকগুলি লতা পাতা বা ঘাস জড়াইয়া বাঁধে। নাকে ছিদ্র করিয়া এক টুকরা কাঠ দিয়া রাখে, ইহাই তাহাদের "দুল"। শামুক, পুঁতি, পিতলের তার, পশুর দাঁত, এই সকল দিয়া ইহারা হাঁসলি ও বালা তৈয়ার করিয়া পরে। কাণেও ঐ সকলের ইয়ারিং পরে। শিয়ালের দাঁত দিয়া

নবগায়ানার সৌখীন পুরুষ।

এ দেশে ছেলেদিগকে পদক তৈয়ার করিয়া দেওয়া হয়। উহারা কুকুরের দাঁত বড় ভাল বাসে, তাহা দিয়া নানা অলঙ্কার প্রস্তুত করিয়া পরে। ইহারা মুখে ও শরীরের নানা স্থানে উল্কি পরে। অনেকে লাল বা শাদা মাটী গুলিয়া মুখে মাখে। অনেকে শরীরে নানা চিত্র আঁকে। কোন কোন স্থানের লোকে লোহা দিয়া ঘসিয়া সম্মুখের দাঁতগুলি তীক্ষ্ণ করিয়া লয়। পাপুয়ারা আনন্দ হইলে চীৎকার করে, বা লম্ফ দেয়।

পাপুয়াদিগের খাদ্য ফল মূল, মৎস্য, শূকরমাংস, কুকুর, কাঙ্গারু ও পক্ষীর মাংস, এবং টিকটিকি ও বড় বড় কীট। পাপুয়াদের ঘর বাঁশের, ছাউনি তালপাতার, বড় বড় খুঁটির উপরে স্থাপিত। ঘরগুলি খুব বড়, এক এক ঘরে দুই তিন পরিবার বাস করে। রং বিরঙ্গের বাক্স, হাঁড়ি, মাদুর, বাঁশের বালিস, এই সকল ঘরের আস্‌বাব। সকলেরই আবার শিকার করণার্থ অস্ত্র ও মাচ ধরিবার বড়শী আছে। বড় বড় গাছের উপরে ঘর বাঁধিয়া চৌকি দেওয়া হয়, পাছে ভূত প্রেত আইসে।

পুরুষেরা শিকার করে, মাচ ধরে, আর বসিয়া বসিয়া তামাক খায়, আর সকল কর্ম্ম স্ত্রীলোকে করে। বিবাহের বর কন্যাকে এই সকল উপঢৌকন দিয়া থাকে; কুকুরের দাঁতের কণ্ঠহার, কড়ির কণ্ঠহার, একটা শূকর, একটা শঙ্খ, পাথরের একখানা কুড়ালি, বড়শী, আর দুইটা নানা বর্ণের কোমরবন্ধ।

ছেলেরা ছোট ছোট খেলার নৌকা তৈয়ার করিয়া সারা দিন তাই লইয়া জলেই খেলা করিয়া বেড়ায়। তাহারা ধনুর্ব্বাণ লইয়া শিকার করিতেও যায়। শিশুরা শঙ্খ দিয়া খেলা করে। মায়েরা ছেলেদিগকে বড় ভাল বাসে। জাল দিয়া দোলনা তৈয়ার করিয়া ছেলেকে তাহাতে রাখিয়া দোল দিতে থাকে।

নৃত্যই পাপুয়াদিগের প্রধান আমোদ। নর্ত্তকেরা মুখস পরিয়া নৃত্য করে। অপর লোকে ঢাক বাজাইতে থাকে। ইহাদের ঢাকও মোটা মোটা বাঁশের। এক দিকে চামড়া দিয়া ছাইয়া লয়।

ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে মৃতদেহ গতি করিবার ভিন্ন ভিন্ন রীতি চলিত। এক জাতীয় পাপুয়ারা কয়েক বৎসর পরে কবর খনন করিয়া মরা মানুষের হাড়গুলি তুলিয়া লয়, এবং ঝোড়ায় করিয়া চালের বাতায় বাঁধিয়া রাখে। কোন যুবক মরিলে তাহার মাথাটা শুকাইয়া তুলিয়া রাখা হয়। কাঠ দিয়া নাক কাণ চক্ষু তৈয়ার করিয়া তাহাতে পরাইয়া দেওয়া হয়। নানা খাদ্য তৈয়ার করিয়া তাহার সম্মুখে দেওয়া হয়। সেই মাথাটী ঠিক যেন হিন্দুর বাড়ীর শালগ্রাম। আর এক জাতীয় লোকে মরা মানুষ মাচার উপরে রাখিয়া, তালপাতা দিয়া ঢাকিয়া রাখে। নীচে আগুন করিয়া রাখে, দিন কতক আগুনের উত্তাপে থাকিলে দেহটা যখন এক বারে শুকাইয়া যায়, তখন সেটা তুলিয়া লইয়া গিয়া একটা বেদির উপর রাখে। অবশেষে পাহাড়ের নির্দ্দিষ্ট গহ্বরে রাখিয়া দেয়। পাপুয়াদের বিশ্বাস এই যে, মানুষ মরিয়া গেলেও তাহার আত্মা জীবন্ত থাকে, আর সেই আত্মা সমুদ্রে হয় জলের উপরে, না হয় নীচে বাস করে। যেখানেই থাকুক না কেন, পৃথিবীতে বাস কালে যে সকল আমোদ ভাল বাসিত, সেই সকল আমোদ করিয়া থাকে।
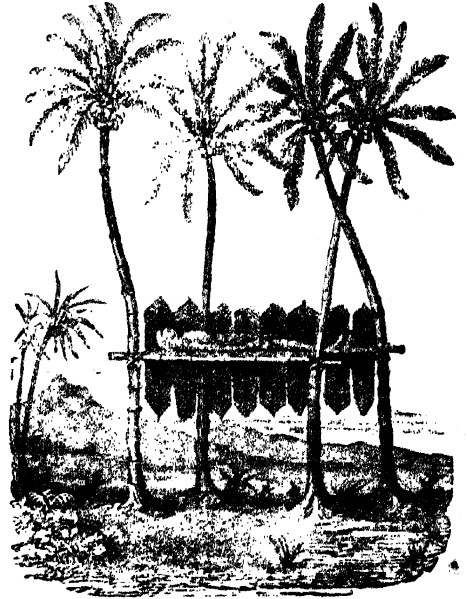
মৃতদেহ রাখার রীতি।

নবগায়নার নানা স্থানে খ্রীষ্টভক্তেরা গিয়া ধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন।

ডানা শূন্য পক্ষী।

নবজিলণ্ড।

নবজিলণ্ড অষ্ট্রেলিয়ার প্রায় ৬০০ শত ক্রোশ দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে। নব-জিলণ্ড দুইটী দ্বীপ। এক একটী দ্বীপ সিংহলের সমান হইবে। উভয় দ্বীপের মধ্যস্থলে সমুদ্রের এক খাড়ি আছে। দক্ষিণ দিকে একটী ছোট দ্বীপ। ১৬৪২ সালে তাস্মান নামে এক জন দিনেমার এই দ্বীপ কয়টী প্রথম বাহির করেন। কাপ্তান কুক সর্ব্বপ্রথমে ১৭৭০ সালে এই দ্বীপগুলি জরিপ করেন।

দ্বীপগুলি পর্ব্বতময়, কোন কোন পর্ব্বতের চূড়া বার মাস বরফে আবৃত। কতকগুলি আগ্নেয়গিরি আছে। গীতাকুণ্ডও বিস্তর। কখন কখনও ভুমিকম্প হইয়া থাকে। আবহাওয়া মনোরম্য, আর ভূমি উর্ব্বরা। মাঝ খানকার দ্বীপটীতে সোণার খনি আছে। এই দুই দ্বীপে বিস্তর মোম পাওয়া যায়। কিউরি নামে এক প্রকার পক্ষী আছে, এ পক্ষীর ডানা ও লাঙ্গুল নাই।

নবজিলণ্ডবাসী।

এখানকার নিবাসীদিগকে মৌরী বলে, ইহারা কিন্তু এই সকল দ্বীপের আদিমনিবাসী নহে। পরম্পরাগত কথা এই যে, ইহারা ৬০০ শত বৎসর পূর্ব্বে প্রশান্ত মহাসাগরের উত্তরাঞ্চলস্থ কোন দ্বীপ হইতে আসিয়াছে, পূর্ব্বে ইহাদের অপেক্ষাও কৃষ্ণবর্ণ এক জাতীয় মনুষ্য এই খানে বাস করিত। প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপনিবাসীদিগের মধ্যে কেবল মৌরীদিগের মানসিক অবস্থা অনেকটা উন্নত বোধ হয়। ইহারা নিতান্ত খর্ব্বকায় নহে, অনেকে ৬ ফুটেরও বেশী লম্বা। ইহাদের বর্ণ এক প্রকার নহে, অনেক লোক ঘন পিঙ্গল বর্ণ, অনেক লোক আবার তাম্র বর্ণ। ইহাদের চুল কৃষ্ণ বর্ণ ও খাড়া; মুখাকৃতি মলয়দিগের মুখাকৃতির মতন। উল্কি পরিয়া দেহ রঞ্জিত করার প্রথা এ দেশে প্রচলিত ছিল, সমস্তটা দেহ চিত্রিত করিতে কম হইলেও তিন মাস লাগিত। উল্কি না পরা বড় লজ্জার বিষয় বলিয়া গণ্য হইত। কেবল স্ত্রীলোক ও নীচ জাতীয় লোকে বড় একটা উল্কি পরিত না। পুরুষে মণিপুরীদিগের মত, প্রথম হইতেই দাড়ি সমূলে তুলিয়া ফেলিত। চুলগুলি কৃষ্ণচূড়ার মত করিয়া কপালের উপরে বাঁধিয়া চিরুণী গুঁজিয়া দিত, নানা প্রকার পক্ষীর পালক দিয়া মস্তকের শোভা বর্দ্ধন করিত। অবিবাহিতা বালিকারা চুল ছাঁটিয়া দিত; বিবাহিতা স্ত্রীরা চুল বাঁধিত না, হিন্দু দেবতা কালীর ন্যায় তাহারা আলুলায়িত কেশে কড়ি ও কুম্ভীরের দাঁত ইত্যাদি বাঁধিয়া দিত। কাণ ছিদ্র করিয়া, ছিদ্র মধ্যে পাথর, হাড়, পালক, ইত্যাদি দিয়া রাখিত। বাঙ্গালি কেরাণীরা যেমন কাণে কলম গুঁজিয়া রাখেন, উহারা তেমনি কাণের ছিদ্রে তামাক খাওয়ার পাইপ গুঁজিয়া রাখিত।

উল্কি পরা মুখ।

কাণের ছিদ্রে পাইপ।

স্ত্রীলোক ও পুরুষের পোষাক প্রায়ই এক রকম। এই দ্বীপে এক প্রকার শণ জন্মে, তাহা দিয়া স্ত্রীলোকে অতি সুন্দর চট বুনে। এই চট খানিকটা কোমরে জড়াইত, আর খানিকটা চাদরের মত করিয়া গাত্রে দিত।

প্রথমতঃ এ দ্বীপে কোন প্রকার গ্রাম্য পশু ছিল না। নবজিলণ্ডবাসীরা কুকুর লইয়া আইসে। কাপ্তান কুক কতকগুলি শূয়র এই দ্বীপে ছাড়িয়া যান, সেগুলি শীঘ্রই বাড়িয়া বহুসংখ্য হয়। নবজিলণ্ডবাসীরা শূকর বড় ভাল বাসে। বাঙ্গালির গৃহে বিড়াল যেমন, নবজিলণ্ডবাসীর গৃহে শূকর তেমনি ঘুরিয়া বেড়ায়। ইংরাজ রমণীরা যেমন ছোট ছোট কুকুরগুলিকে আদর করিয়া কোলে করেন, নবজিলণ্ডবাসিনীরা শূকরের ছানাগুলি তেমনি করিয়া, কাপড়ে জড়াইয়া কোলে করে। নাম ধরিয়া ডাকিলে শূকর অমনি গৃহস্থের কাছে দৌড়িয়া আইসে। ঘোড়া, গো, মেষ ও অন্যান্য প্রাণী ইউরোপীয়েরা নবজিলণ্ডে লইয়া আইসেন। দুর্ভাগ্যক্রমে শশকও আনীত হইয়াছিল, শশকবংশ এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, সেগুলি শস্য ও ঘাস নষ্ট করিয়া সময়ে সময়ে কৃষকদিগের বিস্তর অনিষ্ট করিয়া থাকে।

লোকের সাধারণ বাসগৃহ বড় নীচু ও গৃহে তৈজসপত্রও যৎসামান্য ছিল। জমিদারদিগের গৃহ বড় ও উচ্চ ছিল, সে সকল ঘরের মধ্যস্থলে কারুকার্য্যযুক্ত প্রকাণ্ড খুঁটি থাকিত। দুর্গম পর্ব্বত শিখরে অনেক অনেক গ্রাম ছিল। পাহাড়ের চারি দিকে গভীর গড়খাই ও বড় বড় বাহাদুরী কাঠের বেড়া ছিল, সুতরাং শত্রু সহজে কিছু করিতে পারিত না।

বালিকাদিগের দশ এগার বৎসর বয়সে বিবাহ হইত। পণ দিয়া কন্যা কিনিয়া লওয়ার রীতি ছিল না। কেবল বর কন্যার পিতামাতার মত হইলেই বিবাহ হইত। বহুবিবাহ প্রচলিত থাকাতে নানা শোচনীয় কাণ্ড ঘটিত। শিশু সন্তান সচরাচর মারিয়া ফেলা হইত। স্ত্রীলোকে ছেলে কোলে করে না, কাপড় দিয়া পিঠে বাঁধিয়া রাখে।

মাতা ও শিশু।

পল্লীগ্রামস্থ বাঙ্গালি ছেলেদের মত ইহারাও প্রথম কয়েক বৎসর কাপড় পরে না। ইহারা সাঁতার কাটিতে বড় পটু। শিশু কাল হইতেই শালতি বাহিতে ও মাছ ধরিতে শিখে। বালিকারা শণের গোছা করিতে ও চট বুনিতে এবং বালকেরা রণনৃত্য ও বড়শার ব্যবহার শিখে।

আমরা নমস্কার করি, এক্ষণে ইংরেজদিগের কাছে, হস্তমর্দ্দন করিতেও শিখিয়াছি, কিন্তু নবজিলণ্ড-বাসীরা নাসিকাঘর্ষণ করে। বহুকাল পরে আত্মীয় জনের সঙ্গে দেখা হইলে উভয়ে মাথা মুখ ঢাকিয়া চেঁচাইয়া কাঁদিতে থাকে। চক্ষের জলে বুক ভাসিয়া যায়, তবু কান্না থামে না। খানিকক্ষণ পরে উভয়ে নাকে নাক ঘসিতে থাকে। পরে হাস্য ও আলাপ হয়।

রাজার মৃত্যু হইলে তাহার দেহ নানা বস্ত্রে ভূষিত করিয়া, কারুকার্য্যযুক্ত একটী কফিনে করিয়া গ্রামের মধ্যস্থলে রাখিয়া দেওয়া হইত, এবং রাজার পূর্ব্বপুরুষদিগের কাষ্ঠময় প্রতিমূর্ত্তি সকল ঐ কফিনের চারি দিকে দাঁড় করাইয়া দেওয়া হইত। মৃত ব্যক্তির ব্যবহারের সমস্ত জিনিষপত্র কফিনের এক পার্শ্বে স্থাপিত হইত। অবশেষে মৃত ব্যক্তির কয়েকটী স্ত্রী ও দাসকে বধ করিয়া আত্মীয় স্বজনেরা তাহাদের মাংস খাইত। যাহাদিগকে বধ করা হইত, লোকের বিশ্বাস ছিল যে, তাহারা পরলোকে গিয়া মৃত ব্যক্তির সেবা করিবে। কিছু দিন পরে দেহটা পচিয়া গেলে অস্থিগুলি সংগ্রহ ও পরিষ্কার করিয়া রাখিয়া দেওয়া হইত। মৃত ব্যক্তির স্ত্রীরা এই কার্য্য করিত, এই কার্য্য শেষ না হইলে তাহাদের পুনরায় বিবাহ হইতে পারিত না।

নবজিলণ্ডবাসীরা বিখ্যাত যুদ্ধপ্রিয় ও নরমাংসপ্রিয় ছিল। ইহাদের প্রধান অস্ত্র ছিল পাথরের কুড়ালী, চামড়া দিয়া তাহা বাহুতে ঝুলাইয়া রাখিত। এই অস্ত্র দিয়া তাহারা শত্রুর মস্তক চূর্ণ করিত। ইহারা লাঠীও ব্যবহার করিত। পরে বন্দুক প্রচলিত হয়। ইহারা রণনৃত্য করিতে করিতে একেবারে উন্মত্ত হইয়া উঠিত। প্রতিশোধ দিবার নিমিত্ত কিম্বা ধরিয়া দাস করিবার জন্য এক জাতীয় লোক অপর জাতীয় লোকের সঙ্গে নিয়ত যুদ্ধ করিত। যে জাতি যুদ্ধে জয়ী হইত, সে জাতি পরাজিত জাতির গ্রাম সকল পুড়াইয়া দিত, পুরুষদিগকে বধ করিত, স্ত্রীলোক ও ছেলেদিগকে ধরিয়া লইয়া যাইত। ইহাদিগের সহিত অতি নিষ্ঠুর আচরণ করিত। ইহাদিগকে কঠিন পরিশ্রম করিতে, অনাহারে কষ্ট পাইতে এবং সামান্য অপরাধে কঠিন প্রহার সহ্য করিতে হইত। তাহাদের যন্ত্রণা দেখিলে তাহাদের মনিবেরা আনন্দ করিত। রাগ হইলে মনিব কুড়ালের এক আঘাতে কোন দাসকে মারিয়া ফেলিত। একদা একটী বালিকাকে তাহার মনিব কাষ্ঠ সংগ্রহ করিতে বলিল, কাষ্ঠ আনীত হইলে সেই কাষ্ঠ দিয়া আগুন করিতে বলিল, অবশেষে সেই আগুনে তাহাকে পুড়াইয়া মারিল।

শত্রুকে বধ করিয়া মৌরী জাতীয় লোকেরা তাহার মাংস ভক্ষণ করিত। তাহাদের বিশ্বাস ছিল, ইহাতে সাহসের বৃদ্ধি হয়। এক সময়ে তিন শত লোককে বধ করিয়া তাহাদের মাংস খাইয়াছিল।

১৮১৪ সালে মিশনরিরা নবজিলণ্ড দ্বীপে গমন করেন। এক্ষণে মৌরীরা সকলেই খ্রীষ্টীয়ান। ১৮৪৩ সালের পরে আর নরমাংস ভোজন হয় নাই।

প্রশান্ত মহাসাগরস্থ দ্বীপ সকল।

প্রশান্ত মহাসাগরে, এখানে সেখানে, বিস্তর দ্বীপ আছে, অধিকাংশই ছোট ছোট এবং প্রবাল-নির্ম্মিত, আর কতকগুলি আগ্নেয়।

এই সকল দ্বীপের নিবাসীদিগকে পলিনেশীয় বলে, ইহার অর্থ বহুদ্বীপী। ইহাদিগের অধিকাংশই মলয় জাতীয়। ইহারা দীর্ঘকায় ও প্রায়ই সুন্দর। ইহাদের বর্ণ পিঙ্গল। অনেক মানুষ আবার কতকটা হরিদ্রা বর্ণ। ইহাদের কপাল উচ্চ, কিন্তু অপ্রশস্ত। ইহাদের নাকের গড়ন ভাল। ইহাদের ওষ্ঠ মোটা এবং চক্ষু কৃষ্ণবর্ণ; ইহাদের কেশ দীর্ঘ, অল্প কুঞ্চিত।

পলিনেশীয় লোকেরা পূর্ব্বে উল্কি পরিত, তাহারা মনে করিত, দেবতারা তাহাদিগকে উল্কি পরা শিখাইয়াছে। উল্কি পরার সময়ে শরীরে ভারী বেদনা বোধ হয়; কিন্তু বেদনায় কাতর হওয়া

উল্কিযুক্ত পুরুষ।

কাপুরুষের কর্ম্ম ভাবিয়া, ইহারা নীরবে যন্ত্রণা সহিত। শরীরে নানা প্রকারের ছবি আঁকিত। পায়ে নারিকেল বৃক্ষ আঁকিত, ছাগ, কুকুর, কুক্কুট, যুদ্ধের অস্ত্র, এই সকল দেহের নানা স্থানে আঁকিয়া দিত। পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকে কম উল্কি পরিত। পায়ে, বাহুতে ও হাতে স্ত্রীলোকে নানা চিত্র করিত, কিন্তু মুখে উল্কি পরিত না।

কোন কোন বৃক্ষের ছাল পিটিয়া তাই কাপড়ের ন্যায় লোকে ব্যবহার করিত। এ কার্য্যটী স্ত্রীলোকের দ্বারা হইত। ছাল তুলিয়া আনিয়া স্ত্রীলোকে কাষ্ঠের হাতুড়ি দিয়া পিটিয়া, নানা বর্ণে চিত্রিত করিত। এই বাকলের কাপড় সচরাচর লোকে কোমরে পরিত। অনেক পুরুষে লম্বা একটা আলখাল্লা পরিত। উল্কির বাহার দেখাইবার জন্য অনেকে অতি সামান্য কাপড় পরিত।

নানা প্রকারে পুরুষে কেশরচনা করিয়া থাকে। নানা প্রকারে খোঁপা করিয়া তাহাতে পাখির পালক দেওয়া হয়। অনেক স্ত্রীলোকে মাথায় ফুলের মুকুট পরে। অনেকে চুল ছাঁটিয়া লাল রং মাখে।

কেশরচনা প্রণালী।

সমস্ত দ্বীপনিবাসীদিগের ভাষা একই ভাষা, কিন্তু নানা প্রদেশে নানা বিশেষত্ব দৃষ্ট হয়। ইহাদের বর্ণমালায় কেবল ১২ হইতে ১৫ টী অক্ষর। অধিকাংশ শব্দ অকারান্ত। অধিকাংশ দ্বীপেই শূকর আর ইন্দুর ছাড়া অন্য কোন চতুষ্পদ জন্তু ছিল না। ইউরোপীয়েরা প্রথমে এই সকল দ্বীপে অশ্ব লইয়া গেলে লোকে অশ্বকে "মানুষবাহী শূকর" বলিত। এই রূপে ছাগলকে "শৃঙ্গবিশিষ্ট শূকর" এবং কুকুরকে "ঘেউ ঘেউকারী শূকর" বলিত।

মৎস্য, মাংস ও তরিতরকারি ইহাদের খাদ্য। ইহারা নানা প্রকার প্রাণীর মাংস খাইয়া থাকে। কোন কোন দ্বীপে ইন্দুর বিস্তর, লোকে ইন্দুরের মাংস খায়। গরম পাথর চাপা দিয়া খরগোসগুলিকে "কাবাব" করা হয়, অথবা পাতায় জড়াইয়া গর্ত্তে ফেলিয়া গরম পাথর চাপা দিয়া সিদ্ধ করিয়া লওয়া হয়। কোন খাদ্য সামগ্রীর প্রশংসা করিতে হইলে ইহারা বলে, "ইহা যেন ইন্দুরের মাংসের ন্যায় সুস্বাদ।" কোন কোন দ্বীপের লোকে এক প্রকার সামুদ্রিক কৃমি বড় ভাল বাসে।

ইহাদের কুটীর নানা প্রকারের। গৃহমধ্যে আসবাব এত কম যে, নাই বলিলেও চলে। লোকে কেবল শুইতে হইলে গৃহে যায়, নহিলে প্রায় বাহিরেই থাকে। ইহাদের কুটীর বলিতে গেলে পাখির বাসা। ইহাদের বালিস কাষ্ঠনির্ম্মিত।

অন্যান্য বিধর্ম্মী দেশ অপেক্ষা পলিনেশীয় লোকের সমাজে স্ত্রীজাতির আদর বেশি। ইহাদের স্ত্রীদিগকে কঠিন কার্য্য করিতে হয় না; পুরুষের পদতলে দলিত হইতেও হয় না, তবে যে কিছু ভিন্নতা দেখা যায়, পরে তাহা বলিব।

বাল্যকালে এ দেশে বিবাহ হইয়া থাকে। ইতর লোকদিগের পিতা মাতাকে কিছু করিতে হয় না, বরকন্যারা আপনারাই বিবাহের বন্দোবস্ত করিয়া থাকে; পণও দিতে হয় না, যৌতুকও দিতে হয় না। ধনী লোকদিগের বিবাহে খুব ধুম ধাম হয়; নৃত্য, গীত ও বাদ্য হইয়া থাকে। বিবাহের পুর্ব্বে কন্যাকর্ত্তার গৃহে এক বেদি তৈয়ার হয়। এই বেদিতে কন্যাকর্ত্তার পুর্ব্বপুরুষগণের স্মরণার্থ চিহ্ন, যেমন তাহাদের অস্ত্র শস্ত্র, অস্থি ও মাথার খুলি ইত্যাদি থাকে। কন্যা এই বেদিতে বসিলে আত্মীয় বন্ধুরা তাহাকে উপঢৌকন দান করে। বরকে তখন জিজ্ঞাসা করা হয়, "তুমি কি তোমার স্ত্রীকে কখনও ত্যাগ করিবে?" বর বলে, "না।" কন্যাকেও ঐ প্রশ্ন করা হয়, কন্যাও তাহাতে "না" বলে। অনন্তর দেবতাদিগের বন্দনা করা হয়। পরে একখানি শাদা কাপড় পাতিয়া দিলে বরকন্যা হাত ধরাধরি করিয়া তাহার উপর দাঁড়ায়। তাহাদের পুর্ব্বপুরুষগণের মাথার খুলিগুলি আনিয়া সম্মুখে রাখিয়া দেওয়া হয়। বিশ্বাস এই যে; পুর্ব্বপুরুষগণের আত্মা বরকন্যার রক্ষক হয়।

পলিনেশীয়া কন্যা।

কোন কোন দ্বীপে বিবাহের সময়ে কিছুই হয় না, আত্মীয় স্বজন ও সমাজস্থ লোকদের সাক্ষাতে বর কন্যার উপরে একখানা নুতন কাপড় ফেলিয়া দেওয়া হয়।

একটী দ্বীপে প্রথমজাত সন্তানের বিবাহ কালে এক আশ্চর্য্য অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। বিস্তর কাপড় ও খাদ্য সামগ্রীর আয়োজন হয়। বর নানা প্রকার বেশভূষায় ভূষিত হইয়া নিজ গৃহের বাহিরে গিয়া দাঁড়ায়। তাহার বাড়ী হইতে কন্যাকর্ত্তার বাড়ী পর্য্যন্ত গ্রামস্থ স্ত্রীলোক ও পুরুষ সকলে মাটীতে উবুড় হইয়া পড়িয়া যায়। বর তাহাদের পৃষ্ঠের উপর দিয়া কন্যাকর্ত্তার বাড়ী চলিয়া যায়; যদি মানুষ কম পড়ে, তাহা হইলে বর প্রথমে যাহাদের পৃষ্ঠের উপর দিয়া গিয়াছিল, তাহারা উঠিয়া গিয়া সম্মুখে আবার পিঠ পাতিয়া দেয়। বরের আত্মীয়গণ হাততালি দিয়া বরের প্রশংসাসূচক গান গাহিতে গাহিতে সঙ্গে সঙ্গে যায়। সুখের বিষয় এই যে, তাহারা বরের ন্যায় মানুষের পৃষ্ঠের উপর দিয়া যায় না। কন্যাকেও এই ভাবে শ্বশুরালয়ে যাইতে হয়।

স্ত্রীলোক যে পুরুষ অপেক্ষা হীন পদস্থ, তাহা কোন কোন বিষয়ে প্রকাশ পায়। পিতার পাতের কোন খাদ্য শিশুকাল হইতেই কন্যাসন্তানকে দেওয়া হয় না। কিন্তু পুত্রসন্তানকে প্রথম হইতেই পিতার পাতের জিনিষ দেওয়া হয়, এবং একটু বড় হইলেই সে পিতার সঙ্গে ভোজনে বসিয়া যায়। কিন্তু ছেলের মা সে ঘরে আহার করিতে পায় না, বা স্বামীর পাতের কোন খাদ্য খাইতে পায় না; তাহাকে স্বতন্ত্র গৃহে বসিয়া আহার করিতে হয়। শূকরের মাংস, কচ্ছপের মাংস, নানা প্রকার মৎস্য, নারিকেল, আর যে সকল জিনিষ দেবতাকে উৎসর্গ করা হয়, প্রায় সে সমস্ত কেবল পুরুষে খায়, স্ত্রীজাতির সে সকল খাইতে নাই।

অনেক দ্বীপেই শিশুহত্যা হইত—ভারতবর্ষের রাজপুতেরা কেবল শিশু কন্যা মারিয়া ফেলিত, কিন্তু পলিনেশীয়েরা পুত্রকন্যা উভয়ই নষ্ট করিত। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয়, এই তিনটী সন্তানকে লোকে সচরাচর শৈশবেই মারিয়া ফেলিত, যমজ সন্তান হইলে তাহার একটীকে ত নষ্ট করা নিতান্ত কর্ত্তব্য মনে করিত। স্ত্রীলোকে কেবল সন্তান মারিয়া ফেলিত না, গর্ভপাত করিত, আর সে বিষয়ে পরস্পর প্রকাশ্যরূপে

কথা কহিত। আহারের কষ্ট নিবন্ধন যে লোকে এই মহাপাপ করিত, তাহা নহে; লোকদিগের খাদ্য যথেষ্ট ছিল, এটা একটা দেশাচার; এই জন্য ধনী নির্ধন সকলের স্ত্রীই ইহা করিত। মিশনরিরা এই সকল সন্তানের ভার লইতে চাহিলেও তাহারা সন্তান নষ্ট করিত, মিশনরিদিগকে দিত না।

অনেক দ্বীপের লোকে নরমাংস ভোজন করিত। তাহারা মানুষকে "দীর্ঘ শূকর" বলিত। মনুষ্যের প্রাণ আর শূকরের প্রাণ ইহাদের বিচারে তুল্যমূল্য ছিল। মনুষ্যের হাড় দিয়া ইহারা গৃহ সজ্জিত করিত, আর যুদ্ধাস্ত্রের ডগায় মনুষ্যের চুল বাঁধিয়া দিত।

ধনী লোক মরিলে, নানা মশলা দিয়া তাহার দেহ মাচার উপরে রাখিয়া দিত। আত্মীয় স্বজন মরিলে স্ত্রীলোকে বিস্তর বিলাপ করিত; তাহারা হাঙ্গরের দাঁত দিয়া দেহ চিরিত, মাথার চুল ও কাপড় ছিঁড়িত; আর অতি বিভৎস ভাবে চীৎকার করিয়া কাঁদিত। এই প্রকার শোক ও বিলাপ এক পক্ষ কাল চলিত। পরে দেহটা কোন বিশেষ স্থানে লইয়া গিয়া গোর দেওয়া হইত। কাহারও কাহারও মাথার খুলি চাঁচিয়া পরিষ্কার করত কোন আত্মীয় জনের গৃহে রাখিয়া দেওয়া হইত।

কোন কোন দ্বীপের লোকদিগের বিশ্বাস ছিল যে, মানুষ স্বভাবতঃ অমর। হাজার বৃদ্ধ হইয়াও যদি কেহ বিনা আঘাতে মরিয়া যাইত, তাহারা মনে করিত, কেহ তাহাকে বাণ মারিয়াছিল। শরীরের কোন স্থানে বেদনা হইলে, তাহারা মনে করিত, শরীরের ভিতরে একটা টিক্‌টিকী আছে, সেইটা বেদনা জন্মায়। কোন কোন মৎস্য, পক্ষী ও কূর্ম্ম পবিত্র বলিয়া লোকে মানিত। লোকে মৃত রাজাদিগের ও আত্মীয়দিগের প্রেতাত্মার আরাধনা করিত। এক এক বিখ্যাত আত্মার সম্মানার্থ লোকে প্রতিমা নির্ম্মাণ করিত, আর বিশ্বাস করিত যে, সেই প্রতিমার মারফতে সেই আত্মা-তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিত। এই সকল প্রতিমা গৃহমধ্যে মাচার উপরে লোকে রাখিয়া দিত। উরু নামক এক দেবতার পূজায় লোকে নরবলি দিত। যুদ্ধযাত্রার পূর্ব্বেও লোকে নরবলি দিত।

সুবিখ্যাত নাবিক কাপ্তান কুক পলিনেশীয়দিগের বিবরণ ইংলণ্ডের লোকদিগকে বলেন, তাহাতে তত্রত্য ধার্ম্মিক লোকেরা তাহাদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য মিশনরি প্রেরণ করেন। কয়েক বৎসর মিশনরিরা বিস্তর চেষ্টা করিয়াও কিছু করিয়া উঠিতে পারেন নাই। লোকেরা প্রচলিত দেশাচার এত ভাল বাসিত যে, সে সকল কোন মতে ত্যাগ করিতে চাহিত না। অবশেষে বহু পরিশ্রমের পর অনেক লোক দেশাচার ত্যাগ করিয়া খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে। ইহারা লিখিতে জানিত না, ইহাদের বর্ণমালা ছিল না; মিশনরিরা বর্ণমালা করিয়া ইহাদের ভাষা লিখিত ভাষা করিয়া তুলিয়াছেন। স্কুল স্থাপিত ও ইহাদের ভাষায় নানা পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে। এক্ষণে এ দেশে একটীও প্রতিমা নাই। রবিবারে লোকেরা গির্জায় গিয়া ঈশ্বরের উপাসনা করিয়া থাকে।

আমেরিকা।

আমেরিকা অতি প্রকাণ্ড ভূ-ভাগ। প্রায় ৫০০ শত বৎসর হইল, কলম্বস্ এই ভূ-ভাগ বাহির করেন। তৎপূর্ব্বে ইউরোপের লোকে জানিত না যে, এত বড় একটা দেশ পৃথিবীতে আছে। কলম্বস্ জাহাজে করিয়া ভারতবর্ষে আসিবার মানসে যাত্রা করিয়াছিলেন। আসিতে আসিতে প্রথমে আমেরিকা দেশ পাইয়া সেইটীকেই ভারতবর্ষের এক অংশ মনে করিয়া, সেই দেশকে ইণ্ডিয়া ও দেশের লোকদিগকে "ইণ্ডিয়ান" বলেন। এক্ষণে আমেরিকার আদি নিবাসীদিগকে ইংরাজিতে "আমেরিকার ইণ্ডিয়ান" বলে, বাঙ্গালায় "আদিমনিবাসী" বলিব।

আমেরিকার উত্তর সীমানা, উত্তর মহাসাগরের কূলবর্ত্তী স্থান অতিশয় শীতপ্রধান। বৎসরের অধিকাংশ কাল ভূমি বরফে ঢাকা থাকে। সমুদ্রের জলও জমিয়া যায়। এস্কিমো নামক এক জাতীয় লোক যে প্রদেশে বাস করে, সে প্রদেশটী ১৫০০ ক্রোশ দীর্ঘ। কিন্তু ইহারা উপকূল হইতে ১০ কি, ১৫ ক্রোশ দূরে কোন কালেই যায় না। ইহারা আপনাদিগকে "ইন্নৎ" বলে, ইহার অর্থ "মানুষ"। ইহারা নিশ্চয়ই এশিয়া খণ্ড হইতে গিয়া তথায় ক্রমে ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

এস্কিমো জাতীয় মানুষ খর্ব্বকায়, কিন্তু বলবান ও হৃষ্ট পুষ্ট। ইহাদের মুখ চেপটা, ইহাদের চুল ঘন ও কৃষ্ণবর্ণ। পুরুষে সম্মুখ ভাগের চুল কাটিয়া ফেলে, পশ্চাৎ ভাগের চুল পৃষ্ঠে ঝুলাইয়া রাখে। ইহাদিগের দাড়ি খুব কম। স্ত্রীলোকে চুলগুলিকে কৃষ্ণচূড়ার মত করিয়া কপালের উপরে বাঁধে; ইহারা মুখে, হাতে, হাঁটুতে ও পায়ে উল্কি পরে। ইহাদের বর্ণ কতকটা পিঙ্গলবর্ণ।

এস্কিমো।

ইহাদের পরিচ্ছদ পশুচর্ম্ম ও পক্ষীর পালক। স্ত্রীপুরুষ উভয়ের পোষাক প্রায় এক রকম; জাকেট ও পা-জামা। জাকেট খুব বড়, তাহার খানিকটা দিয়া আবার মাথা ঢাকিয়া রাখা যায়। শিল মৎস্যের চর্ম্ম দিয়া ইহারা জুতা তৈয়ার করিয়া পরে, পা-জামা সেই জুতার সঙ্গে আটকান থাকে। ইহারা পশুর হাড় দিয়া সুচি ও পশুর শিরা দিয়া সুতা তৈয়ার করে।

বৎসরের নানা ঋতুতে এস্কিমো ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে বাস করে। গ্রীষ্ম কালে ইহারা তাম্বুতে বাস করে, সে তাম্বু ছোট ছোট; শিল মৎস্যের চর্ম্ম দ্বারা নির্ম্মিত। ইহাদের

স্থায়ী গৃহ আছে; মাটী, ঘাসের চাপড়া, হাড় ইত্যাদি দিয়া এই গৃহ নির্ম্মিত হয়, ঘরের জানালায় অতি পাতলা এক খণ্ড চামড়া দিয়া রাখে, তাহা দিয়া বাতাস আইসে না, কেবল আলোক আইসে। এই গৃহের দ্বার মাটীর নীচে। ঘরে সিঁধ কাটিয়া চোরেরা যেমন করিয়া প্রবেশ করে, ইহাদের ঘরে তেমনি করিয়া প্রবেশ করিতে হয়। শীত কালে যখন শিকারের অনুরোধে নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়ায়, তখন ইহারা বরফের ঘর বাঁধিয়া তাহাতে বাস করে। ইষ্টক দিয়া আমরা যেমন দেওয়াল গাঁথি, ইহারা তেমনি করিয়া বরফের চাপ দিয়া দেওয়াল গাঁথে। আলো জ্বালিয়া এই ঘরের মধ্যে ইহারা খাদ্য সামগ্রী পাক করে। আর আলো জ্বালিয়া রাখাতে ঘর গরম হয়।

অত্যন্ত শীত প্রযুক্ত ইহাদের দেশে কোন প্রকার শস্য জন্মে না; মৎস্য ও মাংস ইহাদের প্রধান আহার। ইহারা সকলেই শিকার করিতে ও মৎস্য ধরিতে বিলক্ষণ পটু। সমুদ্র হইতেই ইহারা আপনাদের প্রয়োজনীয় সমস্ত দ্রব্য পাইয়া থাকে। শিল মৎস্য, বল্গা হরিণ, তিমি ও অন্যান্য মৎস্য ইহাদের প্রধান খাদ্য; এই সকল প্রাণীর বসা হইতে যে তৈল হয়, তাহা দিয়া ইহারা গৃহে আলো জ্বালে। ইহাদের মৎস্য ধরিবার ডোঙ্গা ১২ হাতের বেশি লম্বা। শিল মৎস্যের চর্ম্ম দ্বারা এই ডোঙ্গা নির্ম্মিত হয়। ফলতঃ কাষ্ঠের ফ্রেম করিয়া চর্ম্ম দ্বারা তাহা ছাইয়া লয়। এই ডোঙ্গা এক হাতে করিয়া লইয়া যাওয়া যায়। এই নৌকা ইহারা বৈঠা দিয়া বাহিয়া থাকে। নৌকার তলায় যেমন, উপরি ভাগেও তেমনি চামড়া, সুতরাং কাইত হইয়া পড়িলেও এ নৌকাতে জল উঠিতে পায় না। এস্কিমোরা অতি নিপুণ শিকারী ও মৎস্যধারী; ডোঙ্গা বাহিতে বিলক্ষণ পটু বলিয়া ইহারা আপনাদিগকে ইউরোপীয় লোক অপেক্ষা খুব চালাক মনে করে।

মৎস্য ধারণ।
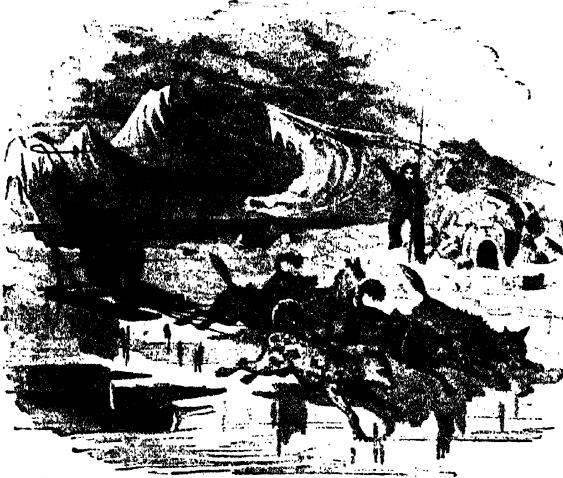
ইহাদের গাড়ী কুকুরে টানে। কলকাতার খঞ্জ ভিক্ষুকেরা যে প্রকার গাড়ীতে চলে, ইহাদের গাড়ীও অনেকটা সেই প্রকার। কিন্তু ইহাদের গাড়ীর চাকা নাই। চারিখানি কাষ্ঠ জুড়িয়া লইয়া উপরে চামড়া দিয়া ছায়, ইহাই তাহাদের গাড়ী। কুকুরগুলি খুব বলবান, বরফের উপর দিয়া দ্রুতবেগে এই কুকুরে গাড়ী টানিয়া লইয়া যায়।

এস্কিমোদের গাড়ী।

এস্কিমোরা আহারের বিষয়ে রাক্ষস বিশেষ। মাংস কাঁচাই খাইয়া ফেলে। পশুর বসা অতি উপাদেয় খাদ্য বলিয়া গণ্য। চর্ব্বির বাতিগুলি ইহারা আদর করিয়া খায়। এক এক জনে প্রতি

দিন পাঁচ পাঁচ সের মাংস ও চর্ব্বি খাইয়া অনায়াসে হজম করিয়া ফেলে, আবার আবশ্যক হইলে অনাহারেও থাকিতে পারে।

অতি অল্প বয়সেই বালক বালিকাদিগের বিবাহের কথা স্থির হইয়া থাকে। যুবক যখন পরিবার প্রতিপালনে সক্ষম হয়, তখন বিবাহ হয়। এক সময়ে ইহাদের সমাজেও আসুরিক বিবাহের প্রথা ছিল। বর কন্যাকে লইয়া পলায়ন করিত, কন্যার আত্মীয়েরা পিছনে পিছনে ধাইত। কন্যা ইচ্ছা করিয়া বরের সঙ্গে যাইত। ইহাদের সমাজে স্ত্রীলোকের আদর নাই, অনাদরও নাই; কিন্তু ইহারা স্ত্রীলোকের সহিত নিষ্ঠুরাচরণ করে না। সকল কার্য্যেই স্ত্রীর পরামর্শ গ্রহণ করা হয়। চারি বৎসর বয়স পর্য্যন্ত ছেলেরা মায়ের দুধ খায়। পাখির কোমল পালক দিয়া থলিয়ার মত বানাইয়া তাহাতে শিশুকে রাখা হয়। ছেলেরা বরফের গোলোক তৈয়ার করিয়া, তাহা দিয়া খেলা করে।

ছেলেদের খেলা।

মানুষ মরিলে ইহারা মৃত দেহ শিল মৎস্যের চর্ম্মে জড়াইয়া মাটীতে পুতিয়া রাখে। কবরের উপরে প্রস্তর-রাশি সাজাইয়া দিয়া রাখে। অতি নিভৃত স্থানে ইহারা মৃতদেহ কবর দেয়। পুরুষ মরিলে তাহার দেহের সঙ্গে সঙ্গে তাহার অস্ত্র শস্ত্র, ও স্ত্রীলোক মরিলে তাহার রন্ধনশালার হাঁড়ি, এবং ছেলে মেয়ে মরিলে তাহাদের খেলার সামগ্রী গোরে পুতিয়া রাখা হয়।

এস্কিমোরা ভূত প্রেত মানে। এক প্রকার লোক আছে, তাহাদিগকে এঞ্জেকক বলে। লোকের বিশ্বাস এই, তাহারা ভূত বশ করিতে জানে, এবং ভূতের সাহায্যে রোগ ভাল করিতে পারে, শিকার করিতে গেলে অনেক পশু বধ করিতে এবং ঝড় তুফান নিবারণ করিতে পারে। টাকা দিলে তাহারা তোমার সকল প্রকার মঙ্গল করিতে পারে। এস্কিমোর বিশ্বাস এই যে, সর্ব্বত্রই ভূত প্রেত আছে। বাতাস বহিলে, তাহাতে তাহারা ভূতের রব শুনিতে পায়; অন্ধকার রাত্রে কিছু নড়িলে তাহারা মনে করে, তাহা ভূতের কর্ম্ম; আর সকল প্রাণীর সঙ্গে সঙ্গে এক একটা ভূত আছে। তাহাদের স্বর্গে শিল মৎস্য ও বল্‌গা হরিণ বিস্তর, সেখানে কিন্তু লোকের ক্ষুধা হয় না।

এস্কিমোদিগের নানা জাতীয় লোকের কাছে মিশনরিরা গিয়া সুসমাচার প্রচার করিতেছেন, অনেকে খ্রীষ্ট ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া সভ্যভব্য হইয়াছে; তাহাদের ভাষায় পুস্তক ছাপা হইয়াছে, বিদ্যালয় ও ভজনালয় নির্ম্মিত হইয়াছে।

উত্তর আমেরিকার আদিমবাসী।

অনেকে মনে করেন, আমেরিকাখণ্ডের দক্ষিণ হইতে উত্তর সীমানা পর্য্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন ভাবাবাদী লোক বাস করিত; তাহাদের ভাষা ভিন্ন ভিন্ন ছিল বটে, কিন্তু আকার প্রকারে সকলেই প্রায় এক রূপ ছিল। তাহারা দীর্ঘকায়, বলবান ও হৃষ্টপুষ্ট। তাহাদের নাক লম্বা ও গরুড় পক্ষীর চঞ্চুর ন্যায় বক্র। তাহাদের ওষ্ঠও আমাদের ওষ্ঠের ন্যায়। তাহাদের চক্ষু কটা, কেশ সরল ও দীর্ঘ, এবং কৃষ্ণবর্ণ। তাহাদের দাড়ি কম; তাহার কারণ এই, ইহারা দাড়ি উঠিবামাত্র তুলিয়া ফেলিতে থাকে। ইহাদের বর্ণ নূতন পয়সার মত উজ্জ্বল তাম্রবর্ণ। এই জন্য ইউরোপীয়েরা আবার ইহাদিগকে "রক্তবর্ণ মনুষ্য" বলে। ইহারা শিকার করিয়া ও মৎস্য ধরিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে; অতি অল্প লোকে কৃষিকার্য্য করে।

ইউরোপীয়েরা ইহাদিগকে "মার্কিণ ইণ্ডিয়ান" বলে। আমরা "আদিমনিবাসী" বলি। ইহারা প্রথমে এশিয়া খণ্ড হইতে আমেরিকায় গিয়া বসতি করিয়াছে। এশিয়া খণ্ডের পূর্ব্ব সীমানা ও

আমেরিকার পশ্চিম সীমানার মধ্যস্থলে সরু একটা খাড়ি আছে, বহুকাল পূর্ব্বে কতক লোক হয় ত জাহাজে করিয়া জাপান হইতে আমেরিকায় গিয়াছিল। আমেরিকার পূর্ব্বাঞ্চলের আদিমবাসীরা বলে যে, তাহারা পূর্ব্ব দিক হইতে আসিয়াছে। গমন কালে এক জন বিজ্ঞ বৈদ্য তাহাদের অগ্রে অগ্রে গিয়াছিলেন। লোকেরা রাত্রে যে স্থলে বাস করিত, সেইখানে একটী লাল খুঁটি পুতিয়া যাইত।

অশ্বারোহী।

শত শত জাতীয় আদিমনিবাসী দূরে দূরে বাস করে। এই জন্য অনেক বিষয়ে তাহাদের ভিন্নতা দেখিতে পাওয়া যায়। এক জাতীয় লোক বৃক্ষাদির মূল, গুটিপোকা ইত্যাদি খাইয়া জীবন ধারণ করে। তাহাদিগকে "খননকারী" মানুষ বলে। কোন কোন জাতীয় লোকের ঘোড়া আছে, তাহারা ঘোড়ায় চড়িয়া বেড়ায়, এই জন্য তাহাদিগকে "অশ্বারোহী জাতি" বলে। বড় বড় নদীর তীর দিয়া ছোট ছোট জাতি বাস করে, তাহাদের প্রধান খাদ্য মৎস্য।

অন্যান্য অসভ্য জাতীয় লোকদের মত, আমেরিকার আদিম বাসীরাও সর্ব্বাঙ্গে গহনা পরিতে বড় ভাল বাসে। পুরুষেরা প্রায় সকলেই দীর্ঘ কেশ রাখে, ফিতা দিয়া চুলগুলি বাঁধিয়া পিঠে ঝুলাইয়া দেয়। তাহাতে পাখির সুন্দর সুন্দর পালকও মধ্যে মধ্যে বসাইয়া দিয়া থাকে। স্ত্রীলোকেরা চুলগুলিকে দুই ভাগ করিয়া দুইটী বেণী রচনা করিয়া পৃষ্ঠে ঝুলাইয়া দেয়। নাগা কুকিদিগের মত ইহারা একখানি কম্বল গলায় বাঁধিয়া দেয়, তাহা হাঁটু পর্য্যন্ত পড়ে। ইহারা এক প্রকার জামাও পরে। অনেকে পুঁতি ও পাখির পালক দিয়া পোষাকের পারিপাট্য বৃদ্ধি করে। অসভ্য হইলেও ইহারা মাথায় টুপি পরে। টুপি পাখির পালক বা পশুর সুন্দর চামড়া দিয়া তৈয়ার হয়, তাহাতে খেঁক শিয়ালের সলোম লাঙ্গুল বাঁধিয়া দেওয়া হয়। কোন কোন জাতীয় লোকে যুদ্ধে শত্রুবধ করিতে পারিলে, পায়ের গোড়ালিতে খেঁক শিয়ালের লাঙ্গুল বাঁধিয়া রাখে। স্ত্রীলোকে এক প্রকার ঘাগরা পরে, তাহারা মুখে লাল রং মাখিতে বড় ভাল বাসে।

আমেরিকার আদিমবাসী।

চ্যাপটা মাথা।

কোন কোন জাতীয় লোকের বিবেচনায় চ্যাপটা মাথা বড় সুন্দর। উড়িষ্যার জগন্নাথের চেহারা যেমন উড়িয়ার চেহারার অবিকল প্রতিরূপ, পূর্ব্ব উক্ত আদিমনিবাসীদের দেবতার চেহারাও তাহাদের চেহারার অনুরূপ। ইহাদের মাথা স্বভাবতঃ চ্যাপটা নহে। সন্তান জন্মিলে কাপড় দিয়া তাহার মাথা এমন করিয়া বাঁধে যে, ক্রমে চ্যাপটা হইয়া যায়। অনেক স্ত্রীলোকে মাথা বাঁধিয়া নৈবেদ্যের চিনির আকার করিয়া তুলে।

লোকের ঘর অতি ছোট ছোট, ও সহজে স্থানান্তর করিতে পারা যায়। কাঠের কাঠাম করিয়া ঘাস বা চামড়া দিয়া ছাওয়া। উপরের দিকে ফাঁক থাকে, তাহা দিয়া ধুঁয়া বাহির হয়।

কুটীর—বাহির ও ভিতর।

ইউরোপীয়েরা যখন সর্ব্ব প্রথমে আমেরিকার আদিম নিবাসীদিগের পরিচয় পান, তখন উহারা ভুট্টা ছাড়া আর কোন শস্য আহারার্থ ব্যবহার করিত না। তখন তাহাদের অশ্ব ও গোমেষাদি ছিল না। গোল আলুই তাহাদের প্রধান খাদ্য ছিল। তাহাদের লোহা ছিল না। তাম্র, শিশা, এবং সোণা, রূপা এখানে সেখানে অল্প পরিমাণে ছিল। অন্যান্য দেশের অসভ্য লোকদিগের ন্যায় ইহাদেরও অস্ত্র শস্ত্র পাথরের ছিল। শিকার করিয়া ও মৎস্য ধরিয়া ইহারা জীবিকানির্ব্বাহ করিত। এই জন্য ইহাদের বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ডের প্রয়োজন হইত। অর্দ্ধ ক্রোশ দীর্ঘ প্রস্থ ভূমিখণ্ড উত্তম রূপে আবাদ করিলে ৩০০ শত লোকের জীবিকানির্ব্বাহ হইতে পারে। কিন্তু এতটা ভূমিতে শিকার করিয়া বেড়াইলে এক জন আদিম বাসীর জীবিকানির্ব্বাহ হয় কি না, সন্দেহ। কোন কোন অঞ্চলে ইহাদিগকে কৃষিকার্য্যে প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য ইউরোপীয়েরা চেষ্টা করিতেছেন।
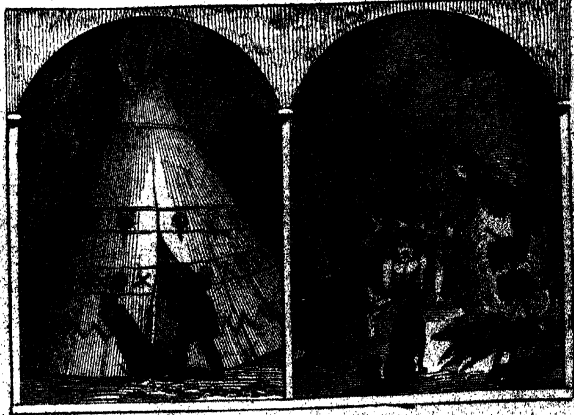
আমেরিকার আদিম বাসীদিগের ভাষা বড় চমৎকার ; চীনেদিগের ভাষার ঠিক বিপরীত। চীনেদিগের ভাষার এক একটী শব্দ "রাম" "ভাত" "জল" ইত্যাদি শব্দের মত ছোট ছোট ; কিন্তু আদিম বাসীদিগের এক একটা কথা "বহুজনকোলাহলপূর্ণ জনপদনিবাসিগণসমীপে" সদৃশ সমাসপূর্ণ কথার মতন। কিন্তু এক একটা কথায় অনেক ভাব ব্যক্ত হয়।

বিবাহ করিতে হইলে পণ দিয়া কন্যা কিনিয়া লইতে হয়। বহুবিবাহ বিলক্ষণ প্রচলিত। যে যত ধনী, তাহার ততগুলি স্ত্রী। অনেকেই দুইটী স্ত্রীর অধিক রাখে না। কারণ ভরণ পোষণ করা কঠিন। দাক্ষিণাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণদিগের ন্যায় শৈশবেই বাগ্‌দান হইয়া থাকে। বাগ্‌দান হইয়া গেলে বর কন্যার মাতাপিতারা নানা জিনিষের, বিশেষ কাপড়ের আয়োজন করিতে থাকে। পুরুষে ইচ্ছা করিলেই স্ত্রী ত্যাগ করিতে পারে।

স্ত্রীলোকেরা ধোবার গাধা—সমস্ত শ্রমসাধ্য কর্ম্ম তাহাদিগকে করিতে হয়। কিন্তু পুরুষে স্ত্রীকে কদাচিৎ প্রহার করে ; তবে মাতাল হইলে বিলক্ষণ উত্তম মধ্যম দিয়া থাকে।

বাঙ্গালি সুন্দরীদিগের ন্যায় ইহাদের স্ত্রীরাও "কুড়িতেই বুড়ী" হয়। অতি অল্প বয়সেই ইহাদের সন্তান হইতে আরম্ভ হয়, প্রৌঢ়াবস্থায় উপস্থিত হইতে না হইতেই সন্তান হওয়া বন্ধ হইয়া যায়। কোন কোন জাতির নিয়ম এই, কোন স্ত্রীলোকের সন্তান হইলে সন্তানের পিতা পীড়ার ভাণ করিয়া পড়িয়া থাকে, ছেলের মা নিয়মিত গৃহকার্য্য করে।

অনেকে জন্মিবামাত্র পুত্র সন্তান মারিয়া ফেলে। কিন্তু কন্যাসন্তান যত্ন করিয়া লালন পালন করে ; কারণ কন্যাসন্তান বিবাহ দিলে পণের দরুণ বিস্তর জিনিষ পাওয়া যায়। যমজ সন্তান হইলে কেহই রাখে না, মারিয়া ফেলে। সন্তানকে মায়ে দুই বৎসর, অথবা যত দিন না আর একটী জন্মে, তত দিন দুধ দেয়। একটা নানা বর্ণের চুবড়িতে করিয়া স্ত্রীলোকে পিঠের উপর সন্তান রাখে। চুবড়ির মুখে ঢাকনা থাকে, পড়িয়া গেলে ছেলেকে আঘাত লাগে না। স্ত্রীলোকে যখন কাজ করে, তখন চুবড়িটা গাছের ডালে বা খুঁটিতে টাঙ্গাইয়া রাখে। একটু বড় হইলে, কম্বল দিয়া বাঁধিয়া ছেলেকে পৃষ্ঠে রাখিয়া দেয়।

মা ও ছেলে।

ছেলের দোলনা।

সে কালে আদিম বাসীরা নিয়ত পরস্পর মারামারি কাটাকাটি করিত। প্রতিশোধ লওয়ার বাসনায়, এক জাতি আর এক জাতির এলাকায় আসিলে, বা অন্যের কোন কিছু লুট করিবার অভিপ্রায়ে ইহারা যুদ্ধ করিত। সবল জাতীয় লোকেরা দুর্ব্বলদিগকে ধরিয়া আনিয়া গোলাম করিয়া রাখিত। লোকেরা সর্ব্বাঙ্গে কালি মাখিয়া রাত্রিকালে শত্রুর গ্রাম আক্রমণ করিত। পরাজিত লোকদিগকে ধরিয়া আনিয়া কতকগুলিকে দাসদাসী করিয়া রাখিত, বাকিগুলিকে বধ করিত, এবং তাহাদের মাথা বৃক্ষে টাঙ্গাইয়া দিত। কখনও কখনও অত্যন্ত যন্ত্রণা দিয়া মারিয়া ফেলিত। যাহারা এই রূপে মরিত, তাহারা মৃত্যুর ভয়ে কাতর হইত না, কাতর না হওয়া গৌরবের বিষয় মনে করিত।

মহিষের নৃত্য।

বন্য মহিষ শিকারে বাহির হইবার পূর্ব্বে ইহারা মহিষের নৃত্য করিয়া থাকে; বিশ্বাস এই যে, নৃত্য না করিয়া শিকারে গেলে শিকার ভাল হয় না। ইহারা অনেকে দল বাঁধিয়া শিকারে বাহির হয়। নৃত্য কালে সকলেই মহিষের মুখস পরে; মুখসের সঙ্গে মহিষের চামড়ায় মহিষের লাঙ্গুল বাঁধা থাকে। সেটা পৃষ্ঠে ঝুলাইয়া দেওয়া হয়। মুখস পরা কতকগুলি লোকে লম্ফ ঝম্প ও চীৎকার করিয়া নৃত্য আরম্ভ করিয়া দেয়। আর কতক লোকে কাঠি বাজায় ও ঢাক পিটে। নাচিতে নাচিতে কেহ ক্লান্ত হইয়া বসিয়া পড়িলে আর এক জন তাহার পরিবর্ত্তে নাচিতে থাকে।

সকলেরই সঙ্গে একটা ঔষধের থলি থাকে, এটী সঙ্গে থাকিলে কোন পীড়া হয় না; ইহাই তাহাদের বিশ্বাস। পশুর চর্ম্ম দ্বারাই থলিয়া প্রস্তুত হয়।

অনেক ওঝা আবার আবশ্যক মত বৃষ্টি বর্ষাইতে পারে বলিয়া ভাণ করে। এক হাতে ঔষধের থলি লইয়া অপর হাতে বড়শা ঘুরাইতে থাকে; লোকের বিশ্বাস যে, এইরূপ করিলে ইন্দ্রদেব প্রাণ ভয়ে বৃষ্টি বর্ষাইয়া থাকেন। ইহারা বড় চালাক, আকাশের ভাবগতি অনেকটা বুঝে; আকাশে মেঘের চিহ্ন দেখিলে, ইহারা মাঠে গিয়া বড়শা ঘুরাইতে থাকে; বৃষ্টি হইলে, আপনাদের বাহাদুরি দেখায়।

পরিবারের মধ্যে কেহ যদি বৃদ্ধ বা পীড়িত হইয়া আর শিকার করিয়া, মাছ ধরিয়া, বা আর কোন কিছু করিয়া নিজের গ্রাসাচ্ছাদন সঞ্চয় করিতে না পারে, তাহা হইলে একটু জল ও কিছু আহার সামগ্রী দিয়া তাহাকে অনেক দূরে রাখিয়া আইসে; বেচারা না খাইতে পাইয়া শেষে মরিয়া যায়।

সমাধি স্থান।

মানুষ মরিলে কোন কোন জাতীয় লোকেরা দাহ করে, কোন কোন জাতীয় লোকে নিরূপিত স্থানে মৃত দেহ ফেলিয়া রাখে। শেষে অস্থিগুলি পুতিয়া ফেলে। মাথাগুলি চক্রাকারে সাজাইয়া রাখে। কিন্তু চক্রের মধ্যস্থলে দুইটা মহিষের মাথার খুলি ও ঔষধের থলি রাখিয়া দেয়।

মিশনরিদিগের যত্নে অনেক আদিম নিবাসী খ্রীষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে। অনেক খ্রীষ্টীয়ান পল্লী আছে।

দক্ষিণ আমেরিকার আদিম বাসী।

আমেরিকার দক্ষিণ খণ্ডে অনেক জাতীয় আদিম নিবাসী আছে। কেবল দুইটী জাতির বিবরণ লিখিব। ব্রেজিল দেশে বোটুকুডু নামে এক অতি অসভ্য জাতীয় আদিম নিবাসী আছে। ইহাদের আকৃতিও যার পর নাই বিশ্রী। ইহারা স্বভাবতঃ কদাকার, আবার স্বভাবের উপরে

ব্রেজিল দেশের লোক।

বোটুকুডু।

কারিকুরি করত রূপ বাড়াইতে গিয়া আপনাদিগকে আরও কদাকার করিয়া তুলে। নাকে ও কাণে বড় বড় ছিদ্র করিয়া কাষ্ঠের টুকরা দিয়া রাখে। নীচেকার ওষ্ঠে ছিদ্র করিয়াও মোটা কাষ্ঠ খণ্ড পরাইয়া দেয়। নাকে যে কাষ্ঠ খণ্ড দিয়া রাখে, তাহার বড় এক চমৎকার ব্যবহার হয়। আহারের সময়ে সেই কাষ্ঠ খণ্ডের উপর কিছু রাখিয়া মাথা নাড়ে, অমনি সে জিনিষটা মুখে পড়িয়া যায়।

পাতাগণীয় লোক।

দক্ষিণ আমেরিকার উত্তর সীমানাস্থ প্রদেশে পাতাগণীয় নামক আদিম বাসীদের বাস। তাহাদের দেশ প্রস্তরময়, বৃক্ষলতাদি সে দেশে বড় একটা নাই। বর্ষা কালে দেশটা বড় ভিজা, আবার শীত কালে বরফে আবৃত। পাতাগণীয়দের মত দীর্ঘকায় মনুষ্য আমেরিকায় আর নাই। অনেকে চারি হাতের বেশি লম্বা।

ইহাদের কেশ কৃষ্ণবর্ণ ও দীর্ঘ; কাফ্রিদিগের চুলের মত কুঞ্চিত নহে। ভারতরমণীদিগের মত ইহারা মাঝখানে সিঁতি কাটিয়া থাকে। কপালের চুলগুলি সাবধানে তুলিয়া ফেলে। স্ত্রীলোকেরা জোড়া বেণী পাকাইয়া কাশ্মীরী সুন্দরীদিগের মত পৃষ্ঠে দোলাইয়া রাখে। পুরুষে পশুচর্ম্মের যে কাপড় পরে, তাহার

লোমগুলি ভিতর দিকে থাকে। স্ত্রীলোকে সূতার কাপড় পরে; গলায় একটা চোগা ঝুলাইয়া দেয়। সে চোগায় বোতাম নাই, রূপার কাঁটা দিয়া গলায় আটকাইয়া রাখে।

পাতাগণীয় লোক।
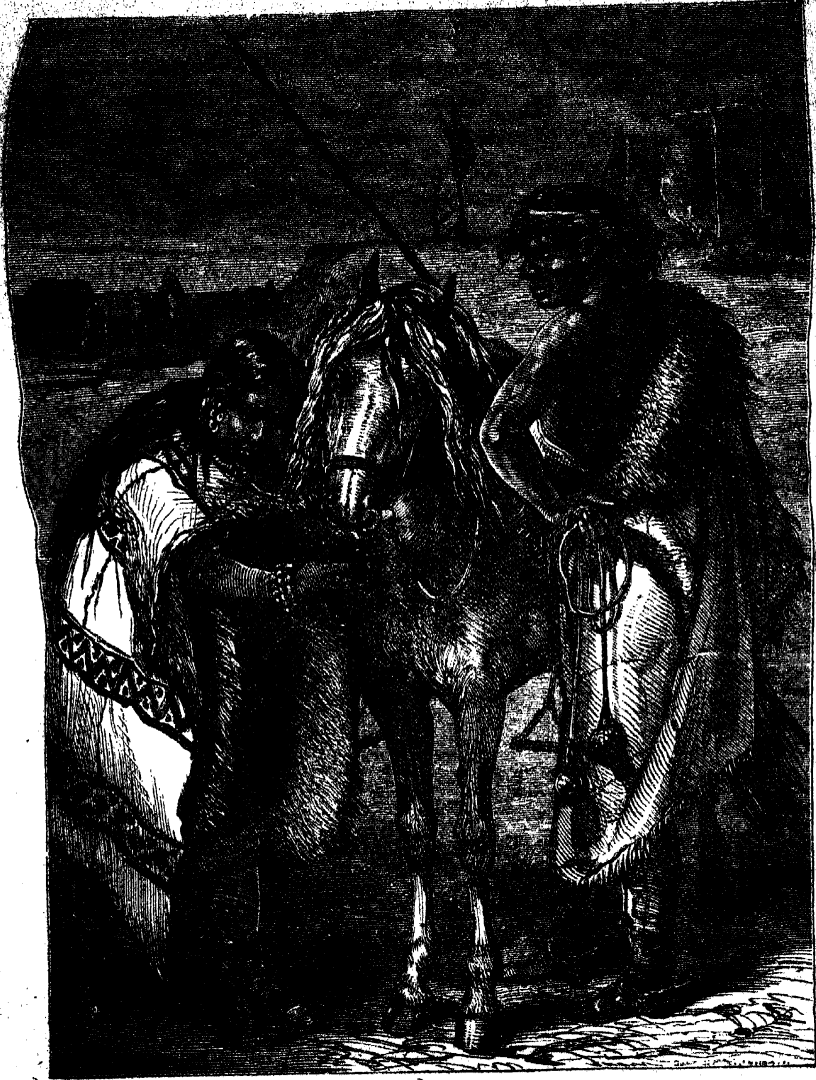
ইহারা গুয়ানাকো নামক এক প্রকার পশু শিকার করিয়া বেড়ায়। ইহাদের প্রধান অস্ত্রের নাম বোলা; আধ আধ সের ওজনের দুইখানি গোল পাথর ৫ হাত লম্বা একগাছি শক্ত সূতার দুই মাথায় বাঁধা থাকে। ছবিতে দেখিতেছ, এক জন লোকের হাতে বোলা ঝুলিতেছে। ডাইন হাতে এক দিকের পাথরখানি ধরিয়া রাখিয়া, অপর পাথরখানি মাথার উপরে বেগে ঘুরাইতে থাকে, শেষে লক্ষ্য পশুর উপরে ফেলিয়া দেয়। এমন কৌশলসহকারে ইহারা বোলা ছাড়ে যে, দেখিতে না দেখিতে, পলায়মান পশুর পায়ে জড়াইয়া যায়, যেই জড়ায়, অমনি পশুটা পড়িয়া যায়।

সে কালে আমেরিকায় ঘোড়া ছিল না। এক্ষণে পাতাগণিয়া দেশেও যথেষ্ট ঘোড়া পাওয়া যায়। তাহাতে নিবাসীদিগের অনেক উপকার হইয়াছে। ফরাসি দেশের লোকের মত পাতাগণিয়া দেশের লোকেরা ঘোড়াকে বাহন করে, অচল হইলে মারিয়া মাংস খায়।

হাতে কাজ না থাকিলে, পুরুষেরা তামাক খাইয়া, ঘোড় দৌড় করিয়া, জুয়া খেলিয়া, বা গান বাজনা করিয়া দিন কাটাইয়া দেয়। অন্যান্য অসভ্য লোকদিগের ন্যায়, স্ত্রীলোকেই সংসারের প্রায় সমস্ত কাজ করিয়া থাকে।

একটী গুরুতর বিষয়ে পাতাগণিয়া দেশের রীতি ভাল। কোন কন্যাকে তোমার বিবাহ করিবার ইচ্ছা হইলে, আগে কন্যাকে রাজি করিতে হইবে; কন্যা রাজি হইলে তাহার মাতা পিতার অনুমতি প্রার্থনা করিতে হইবে। বিবাহ উপলক্ষে আত্মীয় স্বজন ও সমাজস্থ লোককে ভোজ দিতে হয়। ভোজের প্রধান উপকরণ ঘোড়ার মাংস। খানিকটা ঘোড়ার মাংস কোন পর্ব্বতের চূড়ায় লইয়া গিয়া ভূতের পূজা দেওয়া হয়। পাতাগণিয়া দেশে বহুবিবাহ দেশের রীতিবিরুদ্ধ নহে; কিন্তু কচিৎ কেহ একাধিক স্ত্রী বিবাহ করিয়া থাকে।

পাতাগণিয়া দেশে মানুষ মরিলে কবর দেওয়া হয়। দেহটাকে বুকে হাঁটু করিয়া বসাইয়া, থলিয়ায় পুরিয়া সেলাই করা হয়, সেলাই হইয়া গেলে সেই ভাবেই গর্ত্তে পুতিয়া, উপরে এক রাশি পাথর চাপা দেওয়া হয়। পাঠকগণ, মনে রাখিবেন, আমাদের দেশস্থ ভেকধারী বৈষ্ণবেরাও ঐ ভাবে মৃত দেহ মাটীতে পুতিয়া, উপরে লবণ খানিকটা দিয়া মাটী চাপা দেয়। থলিয়ায় পুরিয়া সেলাই করে না। পাতাগণিয়া দেশে কেহ মরিয়া গেলে, তাহার ঘোড়া, কুকুর ইত্যাদি মারিয়া ফেলা হয়। ঘোড়ার মাংস আত্মীয় স্বজনকে বিলাইয়া দেওয়া হয়। তাহার কাপড় ইত্যাদি পুড়াইয়া ফেলা হয়। তাহার স্ত্রী সর্ব্বাঙ্গে কালি মাখিয়া ও সম্মুখের চুল কতকটা কাটিয়া বাপের বাড়ী ফিরিয়া যায়।

আমেরিকার অন্যান্য আদিমবাসী লোকের সমাজে যেমন, পাতাগণীয়দিগের সমাজেও তেমনি "ওঝা" আছে। ইহারা ভূতের ভয়ে বড় কাতর; ওঝাদিগকে কিছু কিছু দিলে, তাহারা উহাদিগকে ভূতের অত্যাচার হইতে রক্ষা করিয়া থাকে।

এশিয়া।

পণ্ডিতেরা সমগ্র পৃথিবীটাকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন; এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ, আমেরিকা ও ওশেনিয়া। এশিয়া এই সকল ভাগের মধ্যে বড়। আর এশিয়া খণ্ডে লোকের বাসও বেশি। এশিয়া খণ্ডের উত্তর সীমানা উত্তর মহাসাগর, দক্ষিণ সীমানা ভারত মহাসাগর, পূর্ব্ব সীমানা প্রশান্ত মহাসাগর ও পশ্চিম সীমানা ইউরোপ ও কয়েকটী সমুদ্র। এই মহাদেশের ভূমির পরিমাণ ৮০ লক্ষ বর্গ ক্রোশ,—পৃথিবীর স্থল ভাগের প্রায় তিন ভাগের এক ভাগ। এশিয়া খণ্ডের নিবাসীর সংখ্যা ৮০ কোটি—সমগ্র পৃথিবীতে যত লোক আছে, তাহার অর্দ্ধেক লোক এশিয়া খণ্ডে বাস করে।

সিবিরিয়া, বা উত্তর এশিয়া।

সিবিরিয়া দেশটী এক অতি প্রকাণ্ড সমভূমি। উত্তর মহাসাগরের কুল হইতে ক্রমে উচ্চ হইয়া আল্তাই পর্ব্বত পর্য্যন্ত গিয়াছে; এই সীমাশূন্য সমভূমিময় দেশ দিয়া যে কয়েকটী নদী গিয়াছে, সে গুলির মত বড় ও মন্দগামী নদী পৃথিবীর আর কোন দেশে নাই। দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে বালুকাময় প্রান্তর আছে; দক্ষিণ-পূর্ব্বাঞ্চল পর্ব্বতময়। উত্তর মহাসাগর হইতে অতি ঠাণ্ডা প্রচণ্ড বাতাস উঠিয়া দেশময় বহিয়া থাকে; আর বৎসরের অধিকাংশ কাল ভূমির উপরে বরফ জমিয়া থাকে। উত্তরাঞ্চলে বিস্তীর্ণ জলা আছে। বৎসরের মধ্যে নয় মাস এই জলার জল শীতে জমিয়া শক্ত বরফ হইয়া থাকে। এই প্রকাণ্ড দেশের মধ্যবর্ত্তী অঞ্চলে প্রান্তর আছে; কোন কোন প্রান্তরে ঘাস ও গাছ পালা জন্মে, কোন কোন প্রান্তর কেবল লবণময়। কেবল দক্ষিণাঞ্চলে বিস্তীর্ণ অরণ্য আছে। উত্তরাঞ্চলে ঘাস, গাছ,

ফসল কিছুই জন্মে না। তথাপি কোন কোন প্রান্তরে গ্রীষ্ম কালে বিস্তর শেওলা জন্মিয়া থাকে। এ অঞ্চলের গ্রীষ্ম কাল আমাদের দেশের গ্রীষ্ম কালের মত পচা গরম নহে। সিবিরিয়ায় গ্রীষ্ম কালে বিলক্ষণ শীত, গ্রীষ্ম কাল কেবল দুই মাস থাকে। দক্ষিণাঞ্চলের কোন কোন প্রদেশে যব ও সর্ষপ জন্মে।

আদিম নিবাসী।

সিবিরিয়া দেশ রুশ-রাজ্যের অন্তর্গত। সুতরাং নিবাসীরা অনেকে রুশীয়। আদিম-নিবাসীরা আমাদের দেশের বেদেদিগের মত এক স্থানে স্থায়ী হইয়া থাকে না। নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়ায়। ইহাদের বিবরণ সংক্ষেপে কিছু লিখিব।

সামোয়েদ।

অস্তিয়াক জাতি।

এক জাতীয় লোকের নাম "সামোয়েদ."; ইহাদিগকে এশিয়া খণ্ডের এস্কিমো বলা যাইতে পারে। ইহারা উত্তর মহাসাগরের কুলে শিকার করিয়া ও মাছ ধরিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে। ইহাদিগের মুখ চীন দেশীয়দিগের মুখের মত চ্যাপটা, ওষ্ঠ মোটা, আর কেশ ঘন কৃষ্ণবর্ণ। পক্ষীর পালক দিয়া ইহারা কাপড় তৈয়ার করিয়া পরে। স্ত্রীলোকেরা মাথায় পালকের টুপি পরিয়া থাকে। কাশ্মীরী সুন্দরীদিগের ন্যায় ইহারা একাবেণী করিয়া তাহাতে কোন পশুর সলোম লাঙ্গূল বাঁধিয়া পৃষ্ঠে ঝুলাইয়া দেয়। ডগায় কতকগুলি পিতলের ঘুঙ্গুর বাঁধা থাকে, মাথা নড়িলে তাহা হইতে মধুর শব্দ হয়। নানা বর্ণের কাপড় একত্র সেলাই করিয়া তাহাতে নানা পশু পক্ষীর লোম ও পালক টাঁকিয়া দিয়া ইহারা আপনাদের পোষাক প্রস্তুত করে। সে পোষাক দেখিতে অতি সুন্দর। বল্‌গা হরিণের শিরা দিয়া সূত্র তৈয়ার করিয়া, তাই দিয়া কাপড় সেলাই করে।

সামোয়েদ জাতীয় লোকেরা চাকা-শূন্য গাড়ীতে করিয়া বরফের উপর দিয়া

এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যায়; সে গাড়ী বল্গা হরিণে টানে। এক প্রকার গাছের ছাল দিয়া ইহারা তাম্বু তৈয়ার করে। এস্কিমোদিগের ন্যায় ইহারা কাঁচা মাংস খায়। তাহাদের বিশ্বাস এই, দেবতারাও বড় মাংসপ্রিয়, এই জন্য কোন কোন সময়ে কাঁচা মাংস দিয়া দেবতাদিগকে ভোগ দেওয়া হয়। দুঃখের বিষয় এই, সামোয়েদ জাতীয় লোকেরা মদ খাইতে বড় ভাল বাসে।

সিবিরিয়া দেশের পশ্চিমাংশে এক জাতীয় আদিমনিবাসী আছে, তাহাদিগকে অস্তিয়াক কহে। ইহাদিগের বাসস্থান সুসভ্য ইউরোপ হইতে বেশি দূরে নহে। ইহারা নানা গোষ্ঠী। ইহাদের মুখাকৃতি সামোয়েদ নামক লোকদিগের মত। ইহাদের কেশ কৃষ্ণবর্ণ বটে, কিন্তু পশমের মত কোমল। সুন্দরীরা দুইটী বেণী পাকাইয়া পিঠে ঝুলাইয়া দেয়। ইহাদের অধিকাংশ লোক কেবল মাছ ধরিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে। ইহাদের চাকাশূন্য গাড়ী আছে, তাহা বল্‌গা হরিণে টানে। ইহারা মাছ ও মাংস আধপোড়া করিয়া, বা কাঁচাই খাইয়া থাকে। ইহারাও মদ ভাল বাসে। সামোয়েদ নামক আদিম বাসীদের কুটীর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন; অস্তিয়াক জাতির কুটীর বড় অপরিষ্কার। ইহাদিগের পুরোহিতকে শামান বলে। আমেরিকার ওঝাদিগের মত ইহারা ভূত প্রেত ছাড়ায়। শিকারে, কিম্বা মাছ ধরিতে, অথবা দূর স্থানে যাত্রা করিতে হইলে ওঝার পরামর্শ ও আশীর্ব্বাদ লইতে হয়; নহিলে বিপদ ঘটিতে পারে। পাহাড়ের গহ্বরে, সমুদ্রে, নদীতে ও বনে যে সকল দেবতা থাকে, লোকের বিশ্বাস এই, সে সকল ওঝাদের বশীভূত।

আরও নানা জাতীয় আদিমনিবাসী আছে।

জাপান।

চীন দেশের পূর্ব্ব দিকে, প্রশান্ত মহাসাগরে কতকগুলি দ্বীপ আছে, সেইগুলি লইয়া জাপান রাজ্য। জাপানের ভূমি পরিমাণ ৭৫ হাজার বর্গ ক্রোশ। মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সি অপেক্ষাও বড়। লোকসংখ্যা ৪ কোটি।

জাপানী ভদ্র নারী।

ইংরাজেরা এই দেশকে চীনদিগের মত জাপান বলেন, তদনুসারে আমরাও জাপান বলি। ইহার অর্থ "সূর্য্যের উদয় স্থল।"

জাপানের স্বাভাবিক দৃশ্য অতি সুন্দর। এ দেশে ঘন ঘন ভূমিকম্প হয়। এ দেশে বিস্তর আগ্নেয়-গিরিও আছে। জাপানের শিল্পজাত দ্রব্য অতি চমৎকার। এই দেশের অবস্থা এখন যেরূপ, ২৩ বৎসর পূর্ব্বে সেরূপ ছিল না। অল্প সময়ের মধ্যে উন্নতিকল্পে অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। প্রাচ্য দেশের কোন জাতিরই এতটা পরিবর্ত্তন হয় নাই।

জাপান দেশের লোকেরা প্রথমতঃ এশিয়া খণ্ডের উত্তরাঞ্চল হইতে আসিয়াছিল; ইহারা মোঙ্গল জাতীয়, দেখিতে অনেকটা চীনাদের সদৃশ। ইহাদের বর্ণ কতকটা সোণার বা পিত্তলের বর্ণের মত; চুল সরল, ও কৃষ্ণবর্ণ; পুরুষদিগের দাড়ি খুব কম; চোঁয়ালির হাড় উচ্চ। ইহারা চীনাদের অপেক্ষা খর্ব্বকায়।

জাপান দেশের পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোক অধিক সুশ্রী, ইহারা গৌরবর্ণা, গণ্ডদেশ রক্তাক্ত, এবং মুখের ছাঁ সুগঠিত। ইহাদিগের কেশ ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, কেশরচনা প্রণালীও বড় সুন্দর। ইহাদের ধরণ ধারণ মনোরঞ্জন, এবং স্বর মিষ্ট।

জাপানী লোকদিগের পোষাক নানা প্রকারের। পল্লীগ্রামে, বিশেষ গ্রীষ্ম কালে লোকে কোমরে লুঙ্গি পরে, (আমাদের দেশের মুসলমানেরা যেমন পরিয়া থাকে)। আর কোন কাপড় পরে না। কৃষকেরা শীত কালে গায়ে একটা লম্বা চোগা পরে, পায়ে মোজা পরে না, এক প্রকার জুতা পায়ে দেয়। এই জুতা খড় দিয়া তৈয়ার করে। বর্ষা কালে খড়ম পায়ে দেয়। লবেদার মত লম্বা একটা বুক খোলা চোগা স্ত্রীপুরুষ উভয়েই পরিয়া থাকে। এই চোগা কোমরবন্ধ দ্বারা কোমরে বাঁধা থাকে। তুরুস্ক দেশের স্ত্রীলোকেরা যে প্রকার চোগা পরে, কতকটা সেইরূপ। কাঁধ হইতে হাত পর্য্যন্ত আস্তিন দুইটী ঢিলা। তাহা কতকটা থলিয়ার মত। এই থলিয়াতে লোকে এক প্রকার নরম কাগজ রাখে, তাহাতে রুমালের কাজ দেখে। সে কালে সৈনিক পুরুষেরা কোমরে দুইখানি তরবাল ঝুলাইয়া রাখিত। ইহাতে রাস্তা ঘাটে বিস্তর খুন হইত, এই জন্য ১৮৭৬ সালে এ প্রকার তরবাল রাখা রহিত হইয়াছে। এক্ষণে সৈনিক পুরুষেরা বিলাতী পোষাক পরিয়া থাকে।

জাপানী নারীদ্বয়।

পুরুষের পোষাক অপেক্ষা স্ত্রীলোকের পোষাক কসা ও পা পর্য্যন্ত পড়ে। কোমর-বন্ধ প্রায় আধ হাত চৌড়া, তাহা দিয়া কোমর বাঁধিয়া পশ্চাৎ দিকে ঝুলাইয়া দেওয়া হয়। স্ত্রীলোকে কেশবিন্যাশ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগিনী। আর এমন দীর্ঘ কেশ আর কোন দেশের স্ত্রীলোকের নাই। ইহাদের বাস্তবিক "পাদমূল বিলুণ্ঠিত"

কেশরাশি। ইহারা সিঁথি কাটে না। চুলগুলি উল্টাইয়া মাথার উপরে খোঁপা বাঁধে। বড় বড় কাঁটা দিয়া তাহা আট্‌কাইয়া রাখে। অনেকে মাথায় ফুল দিয়া থাকে। মাথার কাঁটাগুলি অনেক দামি বটে, কিন্তু জাপানি স্ত্রীলোকেরা ভারতবর্ষীয় রমণীগণের ন্যায় গা-ভরা গহনা পরে না। স্ত্রীলোকে ঘোমটা দিয়াও মুখ ঢাকিয়া রাখে না। ইহারাও মাথায় তেল মাখে, কিন্তু এক দিন চুল বাঁধিলে এক সপ্তাহ থাকে। ইহাদের বালিস কাষ্ঠের, তাহাতে কেবল ঘাড়টী রাখিয়া ঘুমায়, সুতরাং চুল নষ্ট হয় না।

জাপানে শুইবার নিয়ম।

অনেক লোকে আগে কাপড় না পরিয়া উল্কি পরিত। কিন্তু আইন দ্বারা এ প্রথা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

ইহাদের বাড়ী কাষ্ঠের, প্রায়ই একতালা। এ দেশে ভুমিকম্প ঘন ঘন হয়। এ জন্য লোকে একতালা বাড়ী তৈয়ার করে। কিন্তু কাষ্ঠের ঘরপ্রযুক্ত আগুনের ভয় বিলক্ষণ। অনেকের আট দশ বার বাড়ী পুড়িয়া যায়।

জাপানীরা দিনে তিন বার ভাত খায়; সকালে, মধ্যাহ্নে ও রাত্রে। কেবল শহরের লোকদেরই প্রধান খাদ্য ভাত। পল্লীগ্রামের লোকেরা যব খুব বেশি খায়। ডিম্বরক্ষ নামে এক প্রকার বৃক্ষ খণ্ড খণ্ড করিয়া আচার তৈয়ার হয়, তাহা নহিলে আহার মঞ্জুর নহে। মোঙ্গলীয় লোকেরা গাভীর দুধ খায় না; জাপানীরা মোঙ্গলীয়, সুতরাং দুধ খায় না। গোরুর সমস্ত দুধই বাছুরে খায়। সমুদ্র হইতে লোকে বিস্তর মৎস্য ধরিয়া খায়। সমুদ্র হইতে যে সকল প্রাপ্ত হওয়া যায়, জাপানীরা প্রায় সে... বড় বড় রাজকর্মচারীরা ... থাকেন। ইংরেজেরা জাপানী মহিলাদিগের সুরুচিসঙ্গত হাব ভা... ...বিরি... ...ীত হয়েন।

...নেকে জাপান দেশে ছেলে মেয়েরা বাড়ী হইতে কোন স্থানে গমন কালে, এবং বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলে মাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে। গমন ও আগমন কালে প্রণামের সঙ্গে সঙ্গে মাতার অনুমতি চাহিতে হয়। গৃহিণীর বাড়ী হইতে বাহিরে গমন ও বাহির হইতে গৃহে প্রত্যাগমন কালে সন্তান

শক্ত জিনিষ ইহারা দুই গাছি কাঠি দিয়া ধরিয়া মুখে তুলিয়া দেয়। কাঠি দুই গাছি দুইটী আঙ্গুলে করিয়া ধরে।

জাপান দেশের বিবাহ-পদ্ধতি কতকটা আমাদের দেশের হিন্দু-বিবাহ-পদ্ধতির মত। ইহারাও পুত্রার্থে ভার্য্যা গ্রহণ করে। হিন্দু-পুত্রেরা পিণ্ডদান করিয়া পিতৃগণকে প্রেতলোক হইতে উদ্ধার করে, আর ইহাদের পুত্রেরা ভূতের পূজা দিয়া পিতৃগণের পরলোকে ক্ষুধা ও তৃষ্ণা নিবারণ করিয়া থাকে। এই জন্য পুত্রকামনায় পুরুষমাত্রেই বিবাহ করিয়া থাকে। কিন্তু জাপানে বাল্যবিবাহ প্রথা প্রচলিত নাই। আইন মতে পুরুষের ১৬ ও স্ত্রীর ১৩ বৎসর বয়স না হইলে বিবাহ হইতে পারে না। বিবাহের উপযুক্ত বয়স হইলে পিতামাতা সুপাত্রের অন্বেষণ করিতে থাকে। আমাদের দেশের ন্যায় জাপানে ব্যবসাদার ঘটক নাই বটে, তথাপি কন্যার পিতা নিজে কোন কথা না কহিয়া অন্য কাহারও দ্বারা বিবাহের কথা পাড়ায়। এই ব্যক্তি, বিবাহের পর বরকন্যার আত্মীয়রূপে গণ্য হয়, এবং তাহাদের বিবাদ বিসংবাদ হইলে মিটাইয়া দেয়। ঘটক সুপাত্র ঠিক করিয়া বরকন্যার পরস্পর সাক্ষাৎ করাইয়া দেয়, ইহাকে "শুভদর্শন" বলে। তখন বরকন্যা পরস্পর কথা কহিতেও পারে। যদি বর কি কন্যা আপত্তি করে, তবে বিবাহ হয় না। কিন্তু সচরাচর পিতামাতার অমতে তাহারা কিছু করিতে পারে না।

উভয় পক্ষ সম্মত হইলে ভেট আদান প্রদান হয়। ইহাই বাগ্‌দান। এইরূপে বাগ্‌দান হইয়া গেলে আর সম্বন্ধ ভাঙ্গা যাইতে পারে না। উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে একটী শুভদিন ধার্য্য হয়। জাপান দেশে শাদা পোষাক শোকের চিহ্ন ব্যঞ্জক। বিবাহ কালে কন্যাকে শাদা কাপড় পরাইয়া দেওয়া হয়। ইহার অর্থ এই যে, পিতামাতার পক্ষে কন্যাটীর এক রকম মৃত্যু হইল; বিবাহ হইয়া গেলে সে স্বামিগৃহে যাইবে, দেহে প্রাণ থাকিতে আর পিত্রালয়ে আসিবে না। বিবাহ হইয়া গেলে সন্ধ্যার পর ঘটক ও তাহার স্ত্রী কন্যাকে যত্ন করিয়া বরের বাড়ীতে লইয়া যায়। কন্যা বিদায় হইয়া গেলে তাহার পিতার
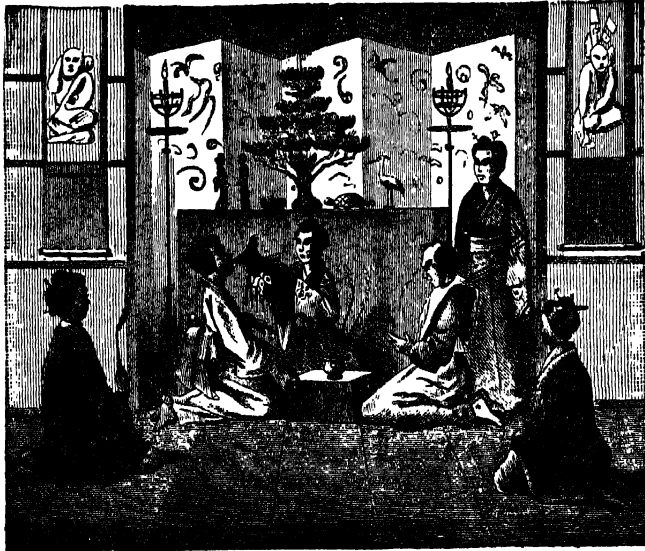
জাপানী বিবাহ।

বাড়ী ঝাঁটি দিয়া পরিষ্কার করা হয়, কারণ কন্যা সেই দিন হইতে তাহার পক্ষে মৃতা; সুতরাং মৃতদেহ বাড়ী হইতে লইয়া গেলে যেমন বাড়ী শোধন করিতে হয়, কন্যার বিবাহ হইয়া গেলেও লোকে তাই করে।

বরকর্তার গৃহে ভোজ (বৌ-ভাত) হয়। বরকন্যা[illegible] তিন পাত্র [illegible] কোমর বাঁধিয়া পশ্চাৎ[illegible] ওয়া হয়। দেওয়া হয়। স্ত্রীলোকে কেশবিন্যাশে ফলে বিশেষ মনোযোগিনী। আর এমন [illegible]চার। কেশ আর কোন দেশের স্ত্রীলোকের নাই। ইহাদের বাস্তবিক "পাদমূল বিলুণ্ঠিত"

জাপানী নারীদ্বয়।

ঘরে লইয়া যায়। বাসর ঘরে গিয়া আবার পূর্ব্বের ন্যায় নয় বার সুরাপান করিতে হয়। স্বামী এখন কর্ত্তা, সুতরাং বাসর ঘরে বরকে আগে সুরাপান করিতে হয়, প্রথম বারে কন্যা অতিথিস্বরূপা, সুতরাং অগ্রে তাহাকেই পান করিতে দেওয়া হয়। এই বার বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল। ইহাদের বিবাহ রেজিষ্টারি করিতে হয়।

যাহাদিগের পুত্রসন্তান নাই, তাহারা প্রায়ই কন্যার বিবাহ দিয়া জামাইকে বাড়ীতেই রাখে। জামাই এক প্রকার শ্বশুরের পোষ্যপুত্র হয়। সে নিজের উপাধি ত্যাগ করিয়া শ্বশুরের উপাধি গ্রহণ করে। সন্তান না থাকিলে আমাদের দেশের জমিদারদিগের ন্যায়, জাপানের জমিদারেরাও পোষ্যপুত্র রাখিয়া থাকে। আবার পিণ্ড দানার্থ যেমন নিঃসন্তান হিন্দুদিগের পোষ্যপুত্র রাখা আবশ্যক হয়, নানা প্রেতকার্য্য সাধনার্থ জাপানীদিগেরও তেমনি পোষ্যপুত্রের আবশ্যক। এই কারণেই এক বংশীয় রাজগণ বহুকাল ধরিয়া জাপানে রাজত্ব করিতেছেন। জাপানীরা এই প্রাচীন রাজবংশের বড় গৌরব করিয়া থাকে।

ভারতবর্ষের ন্যায় জাপানেও স্ত্রীলোকদিগকে তিন প্রকার বশ্যতা স্বীকার করিতে হয়।—অবিবাহিত অবস্থায় পিতামাতার বশ্যতা, বিবাহিতা অবস্থায় স্বামী ও শ্বশুর শাশুড়ীর বশ্যতা, এবং বিধবা হইলে পুত্রের বশ্যতা স্বীকার করিতে হয়। অতি ধনবানের স্ত্রীকেও স্বামীর ফরমায়েস খাটিতে হয়; তিনি যখন বাড়ী হইতে কোন স্থানে যান, গমন কালে স্ত্রীকে তাঁহার চরণে প্রণাম করিতে হয়; স্বামীর আহার কালে দাঁড়াইয়া থাকিতে হয়। এত করিলেও, স্বামী যখন ইচ্ছা, স্ত্রী-ত্যাগ করিতে পারে।

"নারী জাতির প্রধান শিক্ষা" নামে একখানি পুস্তক আছে। তাহাতে স্ত্রীদিগের কর্ত্তব্য অবধারিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। সাতটী কারণে স্বামী স্ত্রী-ত্যাগ করিতে পারে।—১। শ্বশুর শাশুড়ীর অবাধ্য হইলে। ২। বন্ধ্যা হইলে। ৩। দুশ্চরিত্রা হইলে। ৪। ঈর্ষ্যাপরবশ হইলে। ৫। কুষ্ঠ রোগ হইলে। ৬। মুখরা হইলে। ৭। চুরি করিলে।

বিবাহিতা হইলে শ্বশুর শাশুড়ীকে সম্মান ও স্বামীকে প্রভুর ন্যায় মান্য করা স্ত্রীর প্রধান কর্ত্তব্য।

"স্ত্রীলোকের পাঁচটী মারাত্মক রোগ এই।—অসন্তোষভাব, পরনিন্দা, ঈর্ষ্যা, আলস্য ও অমনোযোগিতা। দশ জনের মধ্যে সাত আট জন স্ত্রীলোককে এই সকল রোগে ধরে। এই সকল রোগ থাকাতেই নারী জাতি পুরুষ জাতি অপেক্ষা অধম। স্ত্রীলোক এমন অবোধ যে, সকল বিষয়েই তাহাকে আপনার উপর নির্ভর না করিয়া স্বামীর উপর নির্ভর করিতে হয়।"

কুন্‌ফুসিয়ঃ আবার কতকগুলি সৎপরামর্শও দিয়াছেন। কোন গ্রন্থের উপসংহারে লিখিত আছে;—

"সে কালের এই কথাটী বড় সত্য; পুরুষে কন্যার বিবাহে দশ লক্ষ টাকা কিরূপে খরচ করিতে হয়, তাহা জানে, কিন্তু সন্তান মানুষ করিতে কিরূপে লক্ষ টাকা খরচ করিতে হয়, তাহা জানে না। যাহাদের কন্যা আছে, তাহারা যেন এ কথা মনে রাখে।"

নিম্ন শ্রেণীর লোকসমাজে লোকে কথায় কথায় স্ত্রী-ত্যাগ করে, কিন্তু ভদ্র সমাজে খুব কম লোকে করে। ১৮৮৮ সালে যত বিবাহ হইয়াছিল, তাহার মধ্যে শতকরা ৩০ জন লোকে স্ত্রী-ত্যাগ করিয়াছিল।

জাপান দেশে স্ত্রী বাড়ীর সর্দ্দার চাকরাণী, তথাপি সকলে বাড়ীর গৃহিণীকে "ঠাকুরাণী" বলিয়া ডাকে। খ্রীষ্টীয়ান সমাজের রীতি নীতি জ্ঞাত হওয়াতে, জাপানের শিক্ষিত পুরুষেরা নারী জাতির সম্মান বৃদ্ধি করিবার চেষ্টায় আছেন। পূর্ব্বে জাপান দেশে বিবাহ বিষয়ে হিন্দু সমাজে প্রচলিত কতকগুলি নিয়ম ছিল। এ দেশে যেমন রাঢ়ী ও বারেন্দ্র শ্রেণীস্থ ব্রাহ্মণে এবং দক্ষিণ রাঢ়ী ও বঙ্গজ কায়স্থে আদান প্রদান হইতে পারে না, জাপানেও এই প্রকার রীতি ছিল। ১৮৭৩ সালে আইন করিয়া সে নিয়ম রহিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। স্বামী ব্যভিচারী বা অত্যাচারী হইলে স্ত্রী আদালতে গিয়া স্বামী-ত্যাগ করণার্থ নালিশ করিতে পারে। বড় বড় রাজকর্ম্মচারীরা এক্ষণে সস্ত্রীক প্রকাশ্যে বেড়াইয়া বেড়ান, এবং ইংরেজ সমাজেও চলেন। ইংরেজেরা জাপানী মহিলাদিগের সুরুচিসম্মত হাব ভাব, ধরণ ধারণ দেখিয়া প্রীত হয়েন।

জাপান দেশে ছেলে মেয়েরা বাড়ী হইতে কোন স্থানে গমন কালে, এবং বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলে মাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে। গমন ও আগমন কালে প্রণামের সঙ্গে সঙ্গে মাতার অনুমতি চাহিতে হয়। গৃহিণীর বাড়ী হইতে বাহিরে গমন ও বাহির হইতে গৃহে প্রত্যাগমন কালে সন্তান

সন্ততিগণ ও বাড়ীর ভৃত্যেরা দ্বারে আসিয়া প্রণাম করিতে করিতে বলে, "ঠাকুরাণীর শুভাগমন।"

জাপানীরা বড় খারাপ করিয়া ছেলে কোলে করে, তাহাতে ছেলের হাঁটু ভিতর দিকে বাঁকিয়া যায়। স্ত্রীলোকে একখানি কাপড় দিয়া ছেলেকে পিঠে বাঁধিয়া রাখে, তাহাতে ছেলের হাঁটুতে চাপ পড়ে, তাই ভিতরের দিকে বাঁকিয়া যায়।

দুই হইতে পাঁচ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত ছেলে মায়ের দুধ খায়। খেলায় ব্যস্ত ছেলে মাকে নিকটে দেখিতে পাইলে, সঙ্গীদিগকে ফেলিয়া, দৌড়িয়া গিয়া মায়ের দুধ খাইয়া আইসে।

জাপানী ছেলেদিগের খেলার সামগ্রীর ভাবনা নাই। ইহাদিগের খেলাও নানা প্রকার। চক্ষু বাঁধিয়া লুকোচুরি, তাস, দাবা খেলা হয়, কিন্তু ঘুড়ি উড়ান বড় আমোদের বিষয়। বড় বড় ঘুড়ি চারি হাত লম্বা ও চারি হাত চৌড়া। বাঙ্গালি ছেলেদিগের ন্যায় ইহারাও ঘুড়ি কাটাকাটি করে।

ছেলে ও মা।

ক্রীড়া।

জাপানীরা দেশের প্রাচীন ধর্ম্মকে "দেবতাদিগের পথ" বলে। কিন্তু দেবতার সংখ্যায় ইহারা হিন্দুদিগের কাছে হারি মানে। হিন্দুদিগের ৩৩ কোটি দেবতা, ইহাদের ৮০ লক্ষ মাত্র। ইহাদেরও গ[illegible], ব্রহ্মা, রক্ষাকালী, অন্নপূর্ণা, লক্ষ্মী [illegible]শ্ব-কর্ম্মা ইত্যাদি আছে। চীন দেশের ন্যায় জাপানেও পিতৃলোকদিগের পূজা হইয়া থাকে। প্রজাদিগের উপাস্য দেবতা সৃষ্টি করিবার না কি রাজার ক্ষমতা আছে। সে কালে সম্রাটকেও লোকে দেবতা বলিয়া মানিত।

জাপান দেশে প্রায় সকলেই তুক তাকের মাদুলি ইত্যাদি ধারণ করিয়া থাকে। হাটে বাজারে এ সকল বিক্রয় হইয়া থাকে। স্ত্রীলোকেরা কোমরবন্ধের ভিতরে ঔষধের মাদুলি রাখে, দেখিতে পাওয়া যায় না। আমাদের দেশের ব্রাহ্মণেরা যেমন দিবারাত্র পৈতা ধারণ করেন, জাপানী সুন্দরীরাও তেমনি ঔষধের মাদুলি দিবারাত্র কোমরে রাখেন; কেবল স্নান কালে ছাড়িয়া রাখেন। মাদুলি যদি পড়িয়া গেল, তবে জানিবে যে, আয়ু ফুরাইয়া আসিয়াছে। বর্ষিয়সীরা এত মাদুলি ধারণ করে যে, কোমরবন্ধ ঠেলিয়া উঠে। বালকবালিকারা হাতে সুন্দর কবচ পরে।

ইহাদের দেশে পূর্ব্ব কালে "সিন্ত" ধর্ম্ম প্রচলিত ছিল। পরে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হয়। এক্ষণে অধিকাংশ লোকে দুই ধর্ম্ম মিশাইয়া এক সঙ্কর ধর্ম্ম করিয়াছে, তাই মানে।

১৫৪৯ সালে প্রাতঃস্মরণীয় ফ্রান্সিস্ জেবিয়র জাপান দেশে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচার করেন। কয়েক বৎসরের মধ্যে জাপানে ৬ লক্ষ লোক খ্রীষ্ট ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিল। দেশের অপর লোকদিগের সন্দেহ হইল, বুঝি বা খ্রীষ্টীয়ানেরা রাজ্যটী লইতে চাহে। তাই খ্রীষ্ট ধর্ম্ম সমূলে নষ্ট করিতে চেষ্টা পায়। দেশে যত বিদেশী পুরোহিত, অর্থাৎ পাদ্রি ছিলেন, তাঁহাদিগকে ধরিয়া বধ করিবার আজ্ঞা হইল। সহস্র সহস্র জাপানী খ্রীষ্টভক্তকে ক্রুশে গাঁথিয়া বধ করা হইল। অনেককে খড়ে জড়াইয়া দাহ করা হইল, কতক লোককে জীবন্ত পুতিয়া ফেলা হইল, অনেকের হাত পা টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলা হইল, অনেককে পাহাড়ের উপর হইতে নীচে আগ্নেয় গিরিতে ফেলিয়া দেওয়া হইল। তথাপি অতি অল্প লোকে খ্রীষ্ট ধর্ম্ম ছাড়িয়া দিল। স্ত্রীলোকে ছেলে কোলে করিয়া বধ্য স্থানে গিয়া, ছেলে কোলে করিয়া নষ্ট হইল, তথাপি ছেলে ছাড়িয়া গেল না, পাছে বড় হইলে পৌত্তলিক হয়।—

২৩০ বৎসর পর্য্যন্ত এই রাজাজ্ঞা লিখিয়া প্রকাশ্য স্থানে রাখিয়া দেওয়া হইয়াছিল।—

"যত দিন সূর্য্যদেব পৃথিবীকে উত্তাপ দান করিবেন, তত দিন যেন কোন দুঃসাহসী খ্রীষ্টীয়ান জাপান দেশে না আইসে। সকলে জ্ঞাত হউক যে, স্পেনের রাজা নিজেই হউন, বা খ্রীষ্টীয়ানদের ঈশ্বরই হউন, বা সকলের সৃষ্টিকর্ত্তা মহান্ ঈশ্বরই হউন, এই আজ্ঞা যিনি লঙ্ঘন করিবেন, তাঁহার মুণ্ডপাত হইবে।"

খ্রীষ্টীয়ানদিগের বিষয়ে তদন্ত করণার্থ কর্ম্মচারী নিযুক্ত হয়েন। চরেরা আসিয়া সংবাদ দিলে প্রচুর পুরস্কার পাইত। যাঁহাদিগকে খ্রীষ্টীয়ান বলিয়া সন্দেহ হইত, তাঁহাদিগকে ক্রুশের উপর দাঁড় করাইয়া দেওয়া হইত। দুই এক জন খ্রীষ্টীয়ান মধ্যে মধ্যে ধরা পড়িত। এমন কি, ১৮২৯ সালে পর্য্যন্ত ৬ জন পুরুষ ও এক জন বৃদ্ধ স্ত্রীলোককে ক্রুশে দেওয়া হইয়াছিল।

দুই শত বৎসর তাড়না হইলেও সহস্র সহস্র লোক গোপনে ধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছিল। ১৮৬৮ সালের বিপ্লবের পর নূতন সম্রাট এই আজ্ঞা প্রচার করেন।—

"খ্রীষ্টীয়ান সম্প্রদায় দেশে থাকিতে পাইবে না। যাহাদিগকে সন্দেহ হয়, তাহাদিগের বিষয়ে রাজপুরুষদিগের নিকট সংবাদ দিতে হইবে।"

ধর্ম্মত্যাগ করিতে অসম্মত হওয়াতে চারি সহস্র রোমাণ কাথলিক খ্রীষ্টীয়ানকে রাজ্যের নানা অঞ্চলে নির্ব্বাসিত করা হয়। তাহারা দীর্ঘকাল কয়েদ ছিল। ১৮৭৩ সালে তাড়নার রাজাজ্ঞা রহিত হয়। তাহাতে নির্ব্বাসিত খ্রীষ্টীয়ানেরা গৃহে ফিরিয়া আসিতে অনুমতি পায়।

ধর্ম্মবিষয়ে স্বাধীনতা দেওয়াতে জাপান দেশে খ্রীষ্টভক্তের সংখ্যা বিলক্ষণ বাড়িয়া উঠিয়াছে।

জাপানের মহা সভা প্রথম স্থাপিত হইলে, প্রজারা ৩০০ শত মান্যগণ্য লোককে আপনাদের প্রতিনিধি করিয়া উক্ত সভায় পাঠাইয়া দেয়। এই ৩০০ শত সভ্যের মধ্যে ১৩ জন খ্রীষ্টীয়ান ছিলেন। যে প্রকার গতিক দেখিতেছি, তাহাতে বোধ হয়, এশিয়া খণ্ডের পূর্ব্বাংশে জাপানই সর্ব্বাগ্রে খ্রীষ্টীয়ান হইবে।

বিগত ৫০ বৎসরের মধ্যে জাপানে আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। পূর্ব্বে স্বদেশ ত্যাগ করিয়া বিদেশে যাওয়া জাপানীর পক্ষে মৃত্যুতুল্য ছিল; বিদেশী লোককেও জাপানীরা আপনাদের দেশে আসিতে দিত না। এক্ষণে জাপানীরা বিদেশে ভ্রমণ করিতেছে, বিদেশীরাও তাহাদের দেশে যাইতেছে, ও যাইয়া বাস করিতেছে। জাপানীরা এক্ষণে সকল বিষয়ে বিলাতী সভ্যতার ষোল আনা অনুকরণ করিতেছে। স্ত্রীশিক্ষার আশ্চর্য্য উন্নতি হইয়াছে, জাপানের নিবাসীর সংখ্যা ৪ কোটি, ভারতবর্ষের নিবাসীর সংখ্যা ৩০ কোটি। লোক সংখ্যা ধরিয়া হিসাব করিলে ভারতবর্ষে যদি একটী বালিকা স্কুলে যায়, তবে জাপানে যায় ২০ টী। স্যর এড্উইন আর্ণল্ড অতি সুকবি; তাঁহার ভার্য্যা জাপান দেশীয়া, নাম "তামা"। ইনিও পণ্ডিতা, ইংরেজ রমণীদের ন্যায় অবাধে ইংরেজি কহেন। যে সকল কারণে ভারতবর্ষ অপেক্ষা জাপানে সকল বিষয়ে বেশী উন্নতি হইয়াছে, স্ত্রীশিক্ষা তাহার একটী। স্ত্রীলোকেরা উন্নতিকর কার্য্যের গোঁড়া বিরোধী নহে। তথাপি এ পর্য্যন্ত জাপানে যে সকল উন্নতি হইয়াছে, তাহা কেবল রাজনীতিক ও সামাজিক; ধর্ম্ম বিষয়ক উন্নতি নহে। এক এক জনের, বা সমগ্র জাতির চরমগতি, অর্থাৎ ধর্ম্মবিষয়ে, জাপানের তেমন উন্নতি হয় নাই।

যামামতু নামক এক জন প্রাচীন জাপানীকে সকলে বড় মান্য করিত, তিনি বিলক্ষণ চিন্তাশীল

ও বিচক্ষণ লোক ছিলেন। কোন ইংরেজ ভ্রমণকারী জাপানে বেড়াইতে গিয়া তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। কথা প্রসঙ্গে যামামতু তাঁহাকে বলেন, "তোমাদের রেলপথ, টেলিগ্রাফ, কলের জাহাজ, এবং তোমাদের সকল প্রকার আশ্চর্য্য কল কব্‌জা আমার বড় ভাল লাগে। আনন্দের বিষয় এই যে, তোমাদের সাহিত্য বিজ্ঞান আমাদের দেশের স্কুলে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। কবে তোমাদের দেশের মত আইন আমাদের দেশে প্রচলিত হইবে? কিন্তু এই সকল ছাড়া আরও কিছু চাই — লোকের অন্তঃকরণ পরিবর্ত্ত হওয়া চাই।"

চীন দেশ।

পৃথিবীর মধ্যে চীন রাজ্য অতি চমৎকার রাজ্য। পৃথিবীতে এমন প্রাচীন সাম্রাজ্য আর নাই। আর এ রাজ্যের নিবাসী যত, তত নিবাসীও আর কোন রাজ্যে নাই।

চীনেরা আপনারা চীন সাম্রাজ্যকে "মধ্যবর্ত্তী সাম্রাজ্য" বলে; তাহাদের সংস্কার এই, চীন সাম্রাজ্য পৃথিবীর মধ্য স্থলে স্থিত। ফলে কিন্তু চীন দেশ এশিয়া খণ্ডের দক্ষিণ-পূর্ব্ব প্রান্ত; ভারতবর্ষ এশিয়ার মধ্য স্থলে, আর আরব দেশ দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে। কলিকাতার গড়ের মাঠে যদি উত্তর মুখী হইয়া দাঁড়াই, তাহা হইলে চীন দেশ ডাইন দিকে, আর আরব দেশ বাম দিকে থাকে।

সমগ্র চীন সাম্রাজ্য ভারতবর্ষের তিন গুণ বড়। আসল চীন, তিব্বৎ, এবং তাতার দেশের অধিকাংশ লইয়া চীন সাম্রাজ্য। আসল চীন দেশ প্রায় ভারতবর্ষের সমান, ভূমির পরিমাণ অনুমান ৭॥ লক্ষ বর্গ ক্রোশ। নিবাসীর সংখ্যা ঠিক বলা যায় না, অনেকে অনুমান করেন, নিবাসীর সংখ্যা ৩২ কোটি। ভারতবর্ষের নিবাসীর সংখ্যা প্রায় ৩০ কোটি। রাজ্যের অবশিষ্ট অংশ আসল চীনের দ্বিগুণ হইলেও নিবাসীর সংখ্যা ৬ কোটি মাত্র। ফলে সমস্ত পৃথিবীতে যত লোক, তাহার সিকি ভাগ চীন দেশে।

চীন দেশের নিবাসীদিগের অধিকংশ তিন জাতীয় লোক। চীন, মাঞ্চুরীয় ও আদিম নিবাসী। মাঞ্চুরীয়দিগকে আবার মাঞ্চু-তাতার বলা যায়। দেশটীতে সে কালে (সেও বহু কালের কথা) নানা জাতীয় লোকের বাস ছিল। চীনেরা আসিয়া তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিয়া, দেশটী অধিকার করে। আদিম নিবাসীরা পলাইয়া বনে, জঙ্গলে ও পর্ব্বতে গিয়া আশ্রয় লয়। আর্য্য জাতির আগমনে ভারতবর্ষের আদিম নিবাসীদিগেরও ঠিক এই দশা হইয়াছিল। এক জন জোর করিয়া সিংহাসন অধিকার করাতে, চীনেরা মাঞ্চু-তাতারদিগের সাহায্যে তাহাকে তাড়াইয়া দেয়। কিন্তু শেষে মাঞ্চুরীয়েরাই পিকিনে কর্ত্তা হইয়া দাঁড়ায়। ১৬৪৪ সালে ইহা ঘটিয়াছিল। শেষে মাঞ্চু-তাতারেরাই সমগ্র সাম্রাজ্যের অধিকারী হইয়া পড়িয়াছে। এক্ষণে চীনের সম্রাট মাঞ্চু-তাতার জাতীয়, আর অধিকাংশ রাজপুরুষও ঐ জাতীয়। ফলে এক্ষণে মাঞ্চু-তাতারেরাই চীনের হর্ত্তা কর্ত্তা। ১৮৯৮ সালে রুশেরা মাঞ্চুরিয়া দেশে প্রভুত্ব স্থাপন ও রেলপথ আরম্ভ করিয়াছে। নিজ মাঞ্চুরিয়াতে এক্ষণে রুশই কর্ত্তা।

চীন দেশীয় লোক।

চীনেরা পিঙ্গলবর্ণ, চোয়ালির হাড় উচ্চ, চক্ষুর গড়ন বাদামের মত, চুল কৃষ্ণবর্ণ ও ঘন। গোঁপ দাঁড়ি খুব কম।

১৬৪৪ খ্রীঃ অঃ পর্য্যন্ত চীনেরা উড়িয়াদিগের মত, দীর্ঘ কেশ রাখিত, এবং কৃষ্ণচূড়ার আকারে খোঁপা বাঁধিত। মাঞ্চুরা দেশের শাসনকর্ত্তা হইয়া সমস্ত চুল কামাইয়া, কেবল একটী চৈতন রাখিতে হুকুম দেয়। বহুকাল চীনেরা এ বিষয়ে আপত্তি করিয়াছিল; অবশেষে হুকুম মানিতে হইয়াছিল। ইহাদিগের চৈতন আমাদিগের বৈষ্ণবদিগের চৈতন অপেক্ষা

দীর্ঘ, তাহা বিনুনী করিয়া পিঠে ঝুলাইয়া দেওয়া হয়। ইংরেজেরা তাহাকে "শূকরের লাঙ্গুল" বলে। চৈতন যত লম্বা, ততই গৌরবের বিষয়। চুল খাট হইলে রেশম বা পরচুলা জড়াইয়া লম্বা চৈতন করা হয়। আমাদের দেশে সাধারণ গালি "লক্ষ্মীছাড়া," কিন্তু চীন দেশের সাধারণ গালি "চৈতন ছাড়া।" গলা কাটিয়া ফেলিলেও চীনে চৈতন কাটিতে দিবে না।

দুষ্ট বালকেরা তামাসা করিয়া, দুই বালকের চৈতন বাঁধিয়া দেয়। কাজের সময়ে প্রায়ই লোকে লম্বা চৈতন মাথায় জড়াইয়া রাখে,—মহাদেব যেমন মাথায় সাপ জড়াইতেন!

বিবাহের কথা উঠিলে, কন্যাটী বুদ্ধিমতী, সুন্দরী ও সুশীলা কি না, এ সকল কথা উঠে না; মেয়েটীর পা দুখানি কত বড়? এই কথা উঠে। যে কন্যার পা চারি অঙ্গুলি মাত্র, সে ত বিদ্যাধরী, সকলের মুখে তাহার পদের প্রশংসা। সে প্রকার পাকে "সুবর্ণ পদ্ম" বলে। বড় লোকের বাড়ীর মেয়েরা সোজা হইয়া চলিতে পারে না, খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে যায়, অথবা চাকরের কাঁধে ভর দিয়া চলে। এই চলনের বড় তারিপ। ঠিক যেন আমাদের সে কালের কবিদের পসন্দসহি গজেন্দ্র গমন। বাড়ীর বাহিরে যাইতে হইলে বড় মানুষের

বাঁধা পা।

মেয়েদিগকে চাকরে গাড়ীতে করিয়া লইয়া যায়; যাহাদের পা তত ছোট নহে, তাহারা কতকটা চলিতে পারে। চীন দেশের কবিরা এই প্রকার চলনের বড় প্রশংসা করেন। উলু ঘাস বাতাসে দুলিলে যেমন ঢেউ খেলিতে থাকে, সেই প্রকার ঢেউ খেলার সহিত কবিরা ঐ প্রকার গমনের তুলনা করেন। পায়ের গোড়ালিতে ভর দিয়া চলার মত।

বালিকার বয়স যখন পাঁচ বৎসর, তখন পা বাঁধিয়া দেওয়া হয়। চারিটী ছোট আঙ্গুল বাঁকাইয়া পায়ের তলার দিকে আনিয়া বাঁধে। পরে কানি জড়াইয়া সেলাই করিয়া দেয়। এই অবস্থায় দিন পনের থাকে। ইহাতে বড় যাতনা হয়। বালিকাটী যাতনায় চীৎকার করিয়া কাঁদিতে থাকে। গ্রামের নিকট দিয়া গেলে এই প্রকার চীৎকার শব্দ প্রায় শুনিতে পাওয়া যায়।

প্রায় এক বৎসর কাল বালিকাদিগকে এই যাতনায় কষ্ট পাইতে হয়। যাতনায় জ্বর হয়। গ্রীষ্ম কালে বিছানায় পড়িয়া বালিকারা ছট্ ফট্ করিতে থাকে, নিদ্রা হয় না। শীত কালে আর এক জ্বালা; শীত নিবারণের জন্য গায়ে গরম কাপড় বেশি দিলে গা গরম হয়, গা গরম হইলেই বেদনা বাড়ে। অনেক বালিকার দুই একটা আঙ্গুল শুকাইয়া খসিয়া পড়ে, কিন্তু তাহাতে ক্ষতি বোধ নাই, পা ত ছোট হইল!

স্ত্রীলোকেরা আপনারা বাল্য কালে পা ছোট করিতে গিয়া অশেষ যাতনা ভোগ করিলেও, যখন মেয়ের মা হয়, তখন মেয়েকে এ যাতনা ভোগ হইতে রক্ষা করে না। কোন বালিকার পা খুব ছোট দেখিলে, গৃহিণীরা তাহার মায়ের প্রশংসা করিয়া বলেন, গুণবতী মায়ের মে...দ অপরিষ্কার হয়, তাহ...

আমাদের দেশের লোকের ন্যায় চীন দেশের লোকও "... । বিশুদ্ধ জল দুষ্প্রাপ্য, এই জন্য চীনেরা দিয়া মেয়ের পা ছোট করে, আমাদের অব্যবহিত পূর্ব্বপুরু...

লোকে "কোলের ধনকে" দেবমন্দিরে দেবদাসী করিয়া দেয়, এখনও প্রথম রজোদর্শনে ঢোল বাজাইয়া পাড়া মাথায় করা হয়। এত করিয়াও আমরা সভ্য জাতি বলিয়া বড়াই করি!

চীনেদের পোষাক বড় আরামের। পা-জামা ও কোট উভয়ই ঢিলা। সামান্য কুলি যে, সেও গ্রীষ্ম কালে ঢিলা পা-জামা ও কোট পরে। শীত কালে তুলা পোরা পা-জামা ও কোট পরিয়া থাকে। বড় মানুষেরা গ্রীষ্ম কালে রেশমী ও লিনেন কাপড় ব্যবহার করেন; শীত কালে পশমী কাপড় পরেন। উত্তরাঞ্চলে শীত বেশী, তথাকার মজুরেরা পর্য্যন্ত মেষের চর্ম্ম দিয়া জামা তৈয়ার করিয়া পরে। বড় লোকেরা ঢিলা চোগাও পরেন। সে চোগা কোমরে বাঁধা থাকে। আস্তিন এত বড় যে, তাহাতে হাত ঢাকা পড়ে। আস্তিনে কতকটা পকেটের কাজও দেখে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা কালে চীন দেশের ছাত্রেরা আস্তিনের ভিতর ছোট ছোট বহি লুকাইয়া রাখে।

রাজকর্ম্মচারীকে প্রণাম।

চীন দেশের বড় বড় রাজকর্ম্মচারিকে ইংরেজেরা "মান্দারিন" বলেন। বোধ হয়, আমাদিগের সংস্কৃত "মন্ত্রী" শব্দ হইতে মান্দারিন কথাটীর উৎপত্তি হইয়াছে। রাজকর্ম্মচারী দুই শ্রেণীর; এক শ্রেণীর কর্ম্মচারিরা দেওয়ানী ও ফৌজদারি মোকদ্দমার বিচার করেন, যেমন আমাদের জজ মাজিষ্ট্রেটেরা করেন। আর এক দল সৈনিক কর্ম্মচারী। উভয় কর্ম্মচারির পোষাক ভিন্ন ভিন্ন। সিবিল কর্ম্মচারিদিগের পোষাকে বুকে ও পৃষ্ঠে পক্ষীর ছবি থাকে, সৈনিকদিগের পোষাকে পশুর মুর্ত্তি থাকে। তাঁহাদিগের টুপিতেও নানা প্রকার বোতাম টাঁকা থাকে। তাঁহারা পায়ে বুট জুতা পরেন। সম্রাটের টুপিতে একটী মুক্তা আছে। কিন্তু তাঁহার পোষাক বিলক্ষণ সাদা সিধা।

শীতের আরম্ভে কোন্ তারিখ হইতে গরম ও শীতের শেষে কোন্ তারিখ হইতে ঠাণ্ডা কাপড় পরিতে হইবে, সম্রাট সে বিষয়ে হুকুম জারি করিয়া দেন।

রাজকর্ম্মচারিদিগের ভার্য্যারা যার যার পোষাকে আপন আপন স্বামীর রাজচিহ্ন পরিধান করেন। চীন দেশের স্ত্রীপুরুষের পোষাক প্রায়ই এক রূপ। বিদেশীর চক্ষে হঠাৎ বিশেষ ভিন্নতা দৃষ্ট হয় না।

দেশের এক এক অঞ্চলে কেশবিন্যাশের ভিন্ন ভিন্ন প্রথা। অনেকে চুলগুলিকে গুটাইয়া পিছন দিকে মাথা অপেক্ষাও বড় খোঁপা বাঁধে। ছবিতে তাহার দৃষ্টান্ত দেখ।

খোঁপা।

কেশের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করণার্থ দেশের অধিকাংশ অঞ্চলে স্ত্রীলোকে কৃত্রিম ও স্বভাবজাত ফুলের যথেষ্ট ব্যবহার করিয়া থাকে। পাছে রচিত কেশ বিশৃঙ্খল হইয়া যায়, এই জন্য বিলাসিনী নারীরা বাঁশের বালিসে ঘাড় রাখিয়া নিদ্রা যায়। খোঁপা [illegible] তেমনি [illegible]।

চীন দেশীয় লোক।

[illegible]জিলার স্ত্রীলোকেরা দেহকান্তি মাখেন। কিন্তু তাহাতে চীন দেশের বিলাসিনীরা মুখে লাল বা শাদা রং মাখেন।

বিদেশীর চক্ষে তাহা বড় বিশ্রী দেখায়। স্বাভাবিক বর্ণই সকলের অপেক্ষা ভাল। অক্ষয়কুমার দত্ত বলিয়াছেন, যাহারা স্বভাবতঃ সুন্দরী, তাহাদের অলঙ্কারের প্রয়োজন নাই।

চীনে রমণী।

আমাদিগের দেশের ন্যায় চীন দেশের সর্ব্বত্র ধান্যই প্রধান শস্য এবং ভাতই প্রধান খাদ্য। কেবল উত্তরাঞ্চলের দরিদ্র লোকেরা জনার, বা পূর্ব্ব বঙ্গে যাহাকে "চীন" বলে, তাই খায়। বোধ হয়, এই "চীনা" নামক শস্য চীন দেশ হইতে প্রথমে আনীত হইয়াছিল। আমাদিগেরই মত চীনেরা মাছ, তরকারি ইত্যাদি দিয়া ভাত খায়।

এক প্রকার ছোট টেবিলে ইহারা ভাত খায়। টেবিলের মধ্য স্থলে একটা হাঁড়িতে গরম ভাত থাকে। এই হাঁড়ির চারি দিকে মাছ, মাংস ইত্যাদির ব্যঞ্জন বাটীতে করিয়া সাজাইয়া রাখা হয়। আমাদিগের মত চীনেরা হাতে করিয়া ভাত খায় না, কিম্বা ইংরেজদিগের মত চামচ্ কাঁটারও ব্যবহার করে না, ইহারা ভাত খায় দুই গাছি কাঠি দিয়া। টেবিলের উপরে এক এক জনের সম্মুখে এক একখানি বাসন আর এক জোড়া করিয়া কাঠি থাকে। এ স্থলে একটী কথা বলিয়া রাখা আবশ্যক; আগে থাকিতেই মাছের কাঁটা বাছিয়া লওয়া হয়। পরিবেশন হইয়া গেলে এক এক জনে আপন আপন বাসনে ভাত ব্যঞ্জন লইয়া বাম হাতে বাসনখানি মুখের কাছে ধরে, আর ডান হাতের আঙ্গুলে কাঠি দুই গাছি ধরিয়া খাদ্য সামগ্রী এত শীঘ্র শীঘ্র মুখে তুলিয়া দেয় যে, দেখিলে আমাদিগকে অবাক্ হইয়া থাকিতে হয়। কাঠি দুই গাছি ডান হাতের প্রথম তিন আঙ্গুলে ধরে, বহু কাল অভ্যাস করাতে এমন হইয়াছে যে, ঐ কাঠি দিয়া অতি ক্ষুদ্র কণাও তুলিয়া মুখে দিতে পারে। চামচে যেমন সুবিধা, এই কাঠিতে যদিও তেমন সুবিধা হয় না, তথাপি আঙ্গুলে করিয়া ভাত মুখে তুলিয়া দেওয়া অপেক্ষা ভাল। কেহ পরিবেশন করে না; যত জন আহারে বসিয়া যায়, তাহারা এক এক জনে আপন আপন কাঠি দিয়া ভাতের বাসন হইতে ভাত ও তরকারির বাসন হইতে আবশ্যক মত তরকারি লয়। আমাদেরই মত উহারা ভাতের সঙ্গে তরকারি মাখিয়া খায়। ভাতের সঙ্গে সঙ্গে হয় গরম গরম চা, না হয় গরম জল খায়। চীনেরা কখনও ঠাণ্ডা জল খায় না। ঠাণ্ডা জল খাইলে তাহাদের অসুখ করে। বিশুদ্ধ জল ঠাণ্ডা খাওয়াই ভাল, তাহাতে অসুখ করে না; কিন্তু জল যদি অপরিষ্কার হয়, তাহা হইলে গরম করিয়া খাওয়া ভাল। অপরিষ্কার ঠাণ্ডা জল খাইলে জ্বর হয়। বিশুদ্ধ জল দুষ্প্রাপ্য, এই জন্য চীনেরা
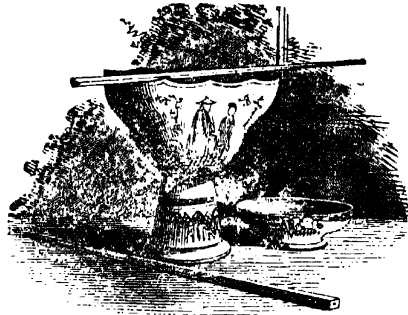
বাসন ও কাঁটা।

জল গরম করিয়া খায়, তাই তাহাদের দেশে জ্বর রোগ নাই বলিলেও হয়। হুগলি, বর্দ্ধমান ইত্যাদি জিলায় জ্বর রোগের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব, এ সকল জিলায় আবার তেমনি জলকষ্ট। লোকে অতি কদর্য্য জল খায়। এ সকল জিলার লোকে যদি চা বা গরম জল খায়, তাহা হইলে বিলক্ষণ উপকার হয়।

চীনেরা শূকর, কুক্কুট, হাঁস ইত্যাদির মাংস সচরাচর খাইয়া থাকে; কুকুর বিড়ালের মাংসও কখনও কখনও খায়। কালো কুকুর বা বিড়ালের মাংস অতি উপাদেয় বলিয়া গণ্য। চীন দেশের দক্ষিণাঞ্চলে গ্রীষ্ম কালের আরম্ভে কোন নির্দ্ধারিত দিনে লোকে কুকুর-মাংস খায়; বিশ্বাস এই, তাহা খাইলে ব্যামোহ হয় না। আমাদেরই মত চীনেরা মৎস্য খায় বেশী। ভেকের মাংসও লোকে খাইয়া থাকে। কোন কোন অঞ্চলে লোকে ফড়িং ও পঙ্গপাল আগুনে ঝল্‌সাইয়া খায়। চীনেরা গো-দুগ্ধ পান করে না। আসামের পাহাড়িয়া লোকেও গোরুর দুধ আদবে খায় না। কোন কোন পীড়া হইলে মানুষের দুগ্ধ খাওয়ার ব্যবস্থা আছে।

আমাদের তালচাঁচ পক্ষীর ন্যায় চীন দেশে এক প্রকার পক্ষী আছে; এই পক্ষির বাসা জলে সিদ্ধ করিয়া সুপ তৈয়ার হয়। তাহাই চীন দেশের পরম উপাদেয় খাদ্য। এই পাখির বাসা ওজন দরে বিক্রয় হয়। বাসাটী যত ওজনে, তত ওজনের রূপা দিলে তবে একটী বাসা পাওয়া যায়।

চীন দেশে চা বড়ই প্রচলিত। ইংরেজদিগের দেখা দেখি আমরা চা খাইতে শিখিয়াছি, তাই দুধ চিনি নহিলে আমাদের চা খাওয়া হয় না; কিন্তু চীনেরা দুধ চিনির ধার ধারে না; সুধু চা খায়। একটী বাটিতে গোটা কতক চায়ের পাতা দিয়া গরম জল ঢালে। ঢালিয়া কিছু দিয়া খানিকক্ষণ ঢাকিয়া রাখে। অমনি চা তৈয়ার হইয়া গেল। বড় বড় রাস্তার ধারে ধারে দোকান আছে, পয়সা দিলেই গরম গরম চা পাওয়া যায়।

চীনেরাও ধেনো মদ খায়। ভাত হইতে চোঁয়াইয়া এক প্রকার মদ তৈয়ার করে, তাহাকে "শুমশু" কহে। খুব কড়া করিতে হইলে তিন বার চোঁয়ায়; তখন ইহাকে "তে-পোড়" বলে।

চীন দেশে অহিফেণ সেবন বড়ই প্রচলিত। ভারতবর্ষে যত অহিফেণ জন্মে, প্রায় সে সমস্তই চীন দেশে খরচ হয়।

চীনেরা আদৌ তাম্বুতে বাস করিত। এক্ষণে ইহারা যে ঘরে বাস করে, তাহার আকার তাম্বুর মত।
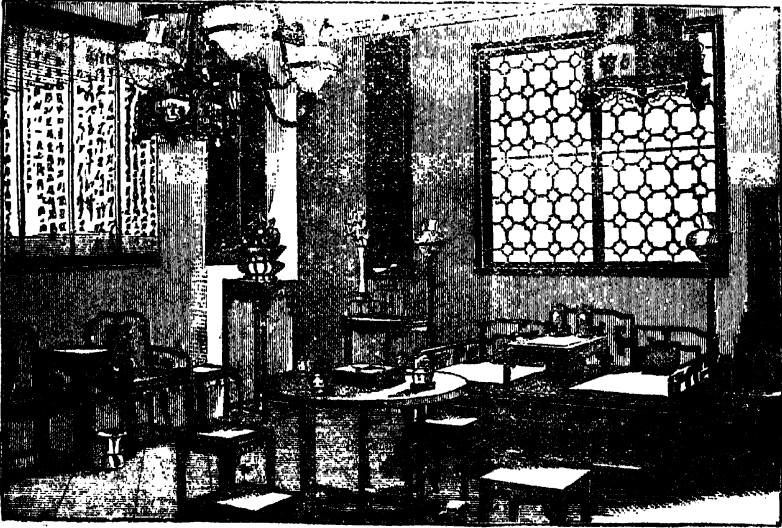
গৃহের মধ্যভাগ।

আমাদের আটচালার ন্যায় উহাদের ঘরের চাল, বা ছাদ ঢালু, ছাঁইচের উপরে কার্ণিস্, আর সমস্ত ঘরই

একতালা; দেখিতে তাম্বুর মত। আমাদিগের ঘরের মত উহাদের ঘরে বড় বড় খুঁটি থাকে, দেওয়ালের উপর চাল স্থাপিত নহে। বড় মানুষদিগের বাড়ীর চারি দিকে উচ্চ প্রাচীর, জানালা দিয়া প্রাচীরের বহিঃস্থ কোন কিছু দেখিতে পাওয়া যায় না। এই জন্য নগরের যে অঞ্চলে ধনী লোকের বাস, সে অঞ্চলে রাস্তার দুই ধারে উচ্চ প্রাচীর ভিন্ন আর কিছু দেখিতে পাওয়া যায় না। মধ্যে মধ্যে বাড়ীর সদর দরোজা আছে বটে, কিন্তু সে সকলই বন্ধ থাকে। জানালার চৌকাঠ কাষ্ঠের, তাহার উপরে কাগজ, বা কাপড় মুড়িয়া দেওয়া হয়। বৈঠকখানা ঘরে জোড়া জোড়া কারুকার্য্য যুক্ত কেদারা, কেদারার পাশে চায়ের ছোট টেবিল থাকে। ঘরের এখানে সেখানে কারুকার্য্য যুক্ত ফুলদানী দেখিতে পাওয়া যায়। বড় বড় লণ্ঠন ঝুলিতে থাকে, তাহাতে নানা কবিতা লিখিত।

চীনাদের খাট কতকটা ইংরাজদের খাটের মত। একখানা খুব বড় লেপ, অর্দ্ধেক পাতিয়া, অর্দ্ধেক গায়ে দিয়া লোকে শোয়; বালিস বাঁশের।

চীন দেশের বিবাহসংক্রান্ত রীতি অনেকটা আমাদের দেশের ন্যায়। প্রায় পুরুষ মাত্রেই ২০ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে ছেলের বাপ হয়। মরিয়া গেলে যাহাদের দেহ গোর দেওয়া হয় না, অমনি ফেলিয়া দেওয়া হয়, তাহাদের প্রেতাত্মা সকল সর্ব্বত্র বিচরণ করিতে থাকে। অপুত্রক অবস্থায় মরিয়া গেলে তাহার সদ্গতি হয় না, কারণ মৃত ব্যক্তির প্রীত্যর্থে পুত্রকে শ্রাদ্ধাদি করিতে হয়, নহিলে তাহার প্রেতাত্মার সদ্গতি হয় না; এ অতি ভয়ানক কথা। এই জন্য চীন দেশের লোকে অতি অল্প বয়সে বিবাহ করে। চীন দেশে একটী নিয়ম বড় ভাল, এক স্ত্রী বর্ত্তমানে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করিতে নাই। যদি প্রথমা স্ত্রী বন্ধ্যা হয়, তাহা হইলে, তাহাকে ত্যাগ করিয়া পুরুষে আবার বিবাহ করিতে পারে। আমাদের দেশের ন্যায় চীন দেশেও অপুত্রক লোক পোষ্যপুত্র রাখিয়া থাকে।

আমাদের দেশেরই মত বিবাহের পূর্ব্বে কন্যা বরকে দেখিতে পায় না। দালাল বা ঘটকেরা বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিয়া দেয়। ঘটক প্রস্তাব করিলে যদি কন্যার পিতা পাত্রটীকে উপযুক্ত জ্ঞান করে, বরকর্ত্তা তখন তাহাকে কিছু উপঢৌকন পাঠাইয়া দেয়। তৎপরে বর ও কন্যা উভয়ের কুষ্ঠিপত্র মিলাইয়া দেখা হয়। তাহাতে যদি কোন প্রকার আপত্তির কারণ না থাকে, তাহা হইলে বাগ্দান হয়, কিন্তু আবশ্যক হইলে এই সম্বন্ধ ভঙ্গ হইতে পারে; ভঙ্গ হইলে, দাক্ষিণাত্য কুলীন বৈদিকের কন্যা যেমন অন্যপূর্ব্বা হয়, চীন দেশের কুমারী তেমন হয় না। চীন দেশে অতি সামান্য কারণে বিবাহের সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া যায়। সম্বন্ধ হইবার পর তিন দিনের মধ্যে বর কি কন্যাকর্ত্তার গৃহের কোন দামী জিনিষ ভাঙ্গিয়া গেলে, বা চুরি হইলে, সেটী বড় কুলক্ষণ বলিয়া গণ্য হয়, সুতরাং সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয়।

বাগ্দান হইয়া গেলে যত দিন বিবাহ না হয়, কন্যাকে অন্তঃপুরে সাবধানে থাকিতে হয়, পাছে কেহ দেখিয়া ফেলে। বাড়ীতে লোক আসিলে কন্যাটী তাহাদের কাছে বাহির হয় না।

বরকর্ত্তা কন্যাকর্ত্তাকে অবস্থানুসারে অল্পবিস্তর পণ দিয়া থাকে। পণের টাকা না দিলে বিবাহ হইতে পারে না। বালিকার বয়স কম হইলে পণ কম, ও বয়স বেশী হইলে

বর-যাত্র।

পণ বেশী লাগে। এক বার এক জন ইংরেজ চীন দেশের কোন রাস্তায় বেড়াইবার সময়ে দেখিতে পান যে, একটী বালক একটী নিতান্ত ছোট মেয়েকে পীঠে করিয়া বহিয়া লইয়া যাইতেছে, জিজ্ঞাসা করাতে বালক বলিল, "এ আমার স্ত্রী।" ভারতবর্ষের ন্যায় চীনেরাও ছেলে মেয়ের বিবাহে, সঙ্গতি না থাকিলেও, ধার করিয়া বিস্তর খরচ করে।

গণকেরা বিবাহের শুভ দিন ধার্য্য করিয়া দেয়। যথাসময়ে নিমন্ত্রিত লোকেরা বরকর্ত্তার গৃহে সমবেত হয়। কতকগুলি লোক দল বাঁধিয়া কন্যাকে আনিবার জন্য কন্যাকর্ত্তার গৃহে যায়। রাস্তায় ভূতেরা বেড়াইয়া বেড়ায়! পাছে তাহারা আসিয়া অনিষ্ট করে, এই জন্য এক জন লোক বড় এক খণ্ড শূকরের মাংস হাতে করিয়া দলের আগে আগে যায়। শূকরের মাংস পাইয়া ভূতেরা সন্তুষ্ট হয়, বরযাত্রদিগকে কিছু বলে না। কন্যা উৎকৃষ্ট কাপড় ও অলঙ্কার পরিয়া সাজিয়া থাকে। যত দিন বিবাহ না হয়, মণিপুরী বালিকার ন্যায়, চীনে বালিকার চুল খোলা থাকে। কিন্তু বিবাহের দিন খোঁপা করিয়া বাঁধিয়া দেওয়া হয়। এই রূপে বরযাত্রগণ কন্যাকে লইয়া বরকর্ত্তার গৃহে আইসে।

বরকন্যা।

বরকর্ত্তার দ্বারে দোলা পঁহুছিলে কন্যাকে দোলা হইতে নামাইয়া লওয়া হয়। পরে দুই জন ভাগ্যবতী গৃহিণী আসিয়া কন্যাকে গৃহ-মধ্যে লইয়া যায়। দ্বারে একটা পাত্রে কয়লার আগুন থাকে, কন্যাকে তাহা ডিঙ্গাইয়া যাইতে হয়। ভাগ্যবতী গৃহিণীর অর্থ বলি, যাহাদের পতিপুত্র বর্ত্তমান, তাহাদিগকে ভাগ্যবতী গৃহিণী বলে।

গৃহমধ্যে একটা তক্তাপোষে বসিয়া, বর কন্যার আগমন প্রতীক্ষায় থাকে। কন্যা সেই গৃহে গিয়া ভূমিষ্ঠা হইয়া বরকে প্রণাম করে। বর তখন উঠিয়া আসিয়া কন্যাকে ধরিয়া তুলে, এবং প্রথম বার ঘোমটা খুলিয়া তাহার মুখচন্দ্র দর্শন করে। অনন্তর উভয়ে উঠিয়া তক্তাপোষে গিয়া বসে, উভয়ে উভয়ের কাপড় চাপিয়া বসিতে বেষ্টা করে, যে তাহা করিতে সক্ষম হইবে, সেই সংসারে কর্ত্তৃত্ব করিতে পাইবে। এখনও বর কন্যার বাক্যালাপ হয় নাই। অনন্তর বরকন্যা অন্য কক্ষে গিয়া, স্বর্গ ও পৃথিবী এবং আপনাদের পরলোকস্থ পিতৃগণের আরাধনা করে। পরে তাহারা আপনাদের কক্ষে গিয়া আহার করিতে বসে। ঘরের দ্বার খোলা থাকে; নিমন্ত্রিত লোকেরা তখন কন্যার রূপলাবণ্য এবং ভাবভঙ্গীর বিচার করিতে থাকে। বর একাই সমস্ত খায়, কারণ তৎকালে কন্যার কিছু মুখে দিতে নাই। আহার হইয়া গেলে, বর ও কন্যার হাতে এক এক পাত্র সুরা দেওয়া হয়, উভয়ে প্রতিজ্ঞা করে। বিবাহ কার্য্য এই রূপে সম্পন্ন হয়।

সর্ব্বত্রই সবল দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার করিয়া থাকে। অন্যান্য পৌত্তলিক দেশের ন্যায় চীন দেশেও স্ত্রীলোকের অবস্থা বড় হীন। তাহাদের চরিত্রে অকাতরে দোষারোপ হয়। চীন দেশের প্রধান পণ্ডিত কনফিসস্ বলিয়াছেন, "সকলের চেয়ে স্ত্রীলোককে বশে রাখাই কঠিন। বেশী আদর দিলে তাহারা মাথায় চড়ে, আবার আদর যত্ন না করিলে বেজার।"

নিম্নলিখিত সাতটী কারণের একটী কারণেই স্বামী স্ত্রীবর্জ্জন করিতে পারে। (১) শ্বশুর শাশুড়ীর অবাধ্য হওয়া, (২) বন্ধ্যা, (৩) ব্যভিচার, (৪) হিংসা, (৫) কুষ্ঠরোগ, (৬) বহুভাষিতা এবং (৭) চৌর্য্য। স্বামী হাজার দোষ করিলেও স্ত্রী স্বামীবর্জ্জন করিতে পারে না। স্বামী কুপথগামী হইলে স্ত্রীর একটী কথা কহিবার অধিকার নাই।

বিবাহিতা হইলে এত দুঃখ কষ্ট ভোগ করিতে হয় যে, অনেক যুবতী আত্মহত্যা করে, অথবা বৌদ্ধ মঠে গিয়া কুমারী-ব্রত অবলম্বন করে। ইহারা অজ্ঞাত পুরুষের হাতে আত্মসমর্পণ করিয়া দুঃখের সাগরে ভাসিতে চাহে না। চীন দেশে বিধবাবিবাহ অন্যায় কার্য্য বলিয়া গণিত। ধনী লোকের সমাজে ত মুলেই বিধবাবিবাহ হয় না, দরিদ্র-সমাজে দায়ে পড়িয়া অনেক বিধবাকে পুনরায় স্বামী গ্রহণ করিতে হয়।

চীন দেশে বিধবা হইলে কখন কখনও স্ত্রীলোকে আত্মহত্যা করে। সমাজের দৃষ্টিতে এ অতিপ্রশংসার কার্য্য। অনেক বিধবা প্রকাশ্য স্থানে পাঁচ জনের সম্মুখে আত্মহত্যা করে। বিশ্বাস এই, এ প্রকারে প্রাণত্যাগ করিলে পরকালে পরম সুখভোগ ও মৃত স্বামীর সহিত মিলন হয়। সচরাচর গলায় দড়ি দিয়া স্ত্রীলোকে আত্মহত্যা করিয়া থাকে। এ প্রকারে মরিলে তাহার স্মরণার্থ স্তম্ভ নির্ম্মিত হয়।

পিতৃলোকদের উপাসনা।

বৌদ্ধ বলিয়া পরিচয় দিলেও পিতৃগণের উপাসনাই চীন দেশীয়দিগের আসল ধর্ম্ম। তাহাদের মতে মাতা পিতার আজ্ঞা পালন করাই মনুষ্যের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য। সকল বাড়ীর সম্মুখেই একখানি করিয়া প্রস্তর-ফলক আছে। প্রাতঃসন্ধ্যা দুই বেলা সেই ফলকের কাছে বসিয়া পিতৃগণের আরাধনা করিতে হয়। ফলকখানি এক ফুট লম্বা ও তিন ইঞ্চি চৌড়া। ইহাকে ভূতের বাসা বলে। ইহাতে মৃত ব্যক্তিগণের নাম, পদ, এবং জন্ম মৃত্যুর তারিখ লেখা থাকে। মর্ত্ত্য লোকে বাস কালে গুরুজনদিগকে যে প্রকার সমাদর করা হয়, মরিয়া গেলেও তাঁহাদিগকে তেমনি সমাদর করা হইয়া থাকে।

চীনে বালক ও বালিকা।

গুরুভক্তি এই প্রকার উপাসনার মূল, কিন্তু ভয়েতেও অনেকে এ প্রকার উপাসনা করিয়া থাকে। অন্ন বস্ত্রের জন্য মৃতদিগকে জীবিতগণের মুখ চাহিয়া থাকিতে হয়। তাহাদের পরলোকে আবার টাকারও দরকার। নির্দ্ধারিত সময়ে, বিশেষতঃ বৎসরের দ্বিতীয় মাসে এই সকল উৎসর্গ করিতে হয়। হিন্দুরা পিণ্ডদান করে। কিন্তু চীনেরা মৃত জনকে তাহার প্রিয় খাদ্য, যেমন শূকরমাংস, কুক্কুট, হাঁস, চা ইত্যাদি দেয়। এই সকল উৎসর্গ করা হইলে হয় আপনারা খায়, না হয় গরিব লোককে বিলাইয়া দেয়। কাপড়, চৌকি, বিছানা পত্র ইত্যাদি কাগজ দিয়া তৈয়ার হয়, সে গুলি শেষে পোড়াইয়া ফেলে। কাগজ দিয়া চাকর চাকরাণী তৈয়ার করিয়া উৎসর্গ করা হয়, সে গুলিও শেষে পুড়িয়া ফেলে। অবোধ চীনেদিগের বিশ্বাস এই, পূর্ব্ব পুরুষেরা লোকান্তরে যথার্থই এই সকল জিনিষ পাইবে।

অন্ন, বস্ত্র, টাকা ইত্যাদি পাইলে পরলোকগত পূর্ব্ব পুরুষেরা সন্তুষ্ট থাকে; কিন্তু যদি তাহাদিগকে সেখানে অন্ন, বস্ত্র ও অর্থ অভাবে কষ্ট পাইতে হয়, তবে তাহারা নরলোকে আসিয়া, জীবন্ত পিতা যেমন অবাধ্য পুত্রকে দণ্ড দেয়, তেমনি দণ্ড দিয়া থাকে। জীবন্ত আত্মীয় জনেরা যদি পরলোকগত পূর্ব্ব পুরুষ-

দিগের তত্ত্ব না লয়, তাহা হইলে, এক মুষ্টি অন্নের জন্য তাহারা যুদ্ধে, সমুদ্রে ও আকালে মৃত লোকদের আত্মাগণের দলে গিয়া মিশে। পীড়া ইত্যাদিও দণ্ডস্বরূপ।

সমাধিস্তম্ভ মারামত করা ও সাজাইয়া রাখা চীনাদের জ্ঞানে বড় পুণ্য কর্ম্ম। প্রায়ই পাহাড়ের গায়ে ইহারা মৃত লোককে কবর দেয়। এক এক পরিবারেরই নিতান্ত পক্ষে এক একটী সমাধি স্তম্ভের আবশ্যক। এই জন্য দেশের অনেক ভূমি সমাধিক্ষেত্রে জুড়িয়া আছে। বৎসরের দ্বিতীয় মাসের কোন নির্দ্দিষ্ট দিনে নানা সামগ্রী লইয়া, লোকে পোষাকী কাপড় পরিয়া গোর-স্থানে যায়। খাদ্য সামগ্রী ত লইয়া যায়ই, তাহা ছাড়া কাগজের সিন্ধুকে করিয়া, কাগ-জের কাপড়, কাগজের চৌকি, বিছানাপত্র, চাকর চাকরাণী লইয়া যায়। একটা থলিয়াতে কতকগুলি কাগজের টাকাও থাকে। মন্দিরে গিয়া লোকে যেমন দেবতাকে প্রণাম করে, সমস্ত সামগ্রী সাজাইয়া দিলে পর পরিবারের কর্ত্তা সমাধি-স্তম্ভের সম্মুখে ভূমিষ্ঠ হইয়া নয় বার প্রণাম করে। তাহার দেখা দেখি পরিবারস্থ আর সকলে, নিতান্ত ছোট শিশুরা পর্য্যন্ত, ঐ রূপে প্রণাম করে। শেষে কতকগুলি বাজি পোড়াইলে উৎসবের শেষ হয়।
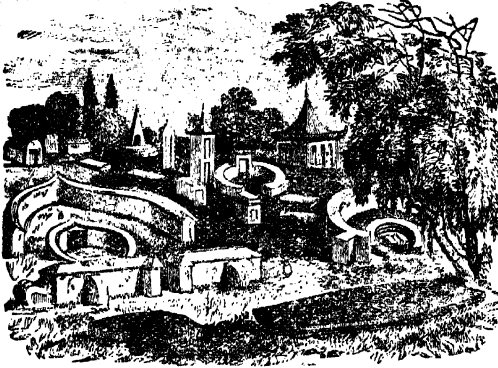
সমাধি স্তম্ভ।

কেহ মরিয়া গেলে বাড়ীস্থ স্ত্রীলোকেরা দিন কতক মৃত ব্যক্তির কবরের কাছে গিয়া প্রণাম করে, আর চীৎকার করিয়া কাঁদে।

একই প্রকার ভ্রান্তির বশে চীনেরা পূর্ব্ব পুরুষদিগের আরাধনা, আর হিন্দুরা শ্রাদ্ধ করে। যাহারা মরিয়া লোকান্তর যায়, তাহাদিগকে আপন আপন কর্ম্মফল ভোগ করিতে হয়। সন্তানেরা পিণ্ড দান করিলে মৃতগণের কোন উপকার দর্শে না।

চীনেরা বলে, "হাভী নদীতে যত বালি, আমাদের দেবতাও তত।" হিন্দু নারীরা পুত্রকামনায় নানা ব্রত করেন, আর চীনে নারীরা পুত্রকামনায় কুব্যান্যান্ নামক দেবতার পূজা দেয়। এটী দেবী। দুর্গার সঙ্গে যেমন লক্ষ্মী সরস্বতী, তদ্রূপ ঐ দেবীর সঙ্গেও কতকগুলি সখি আছে। নবপ্রসূত সন্তানকে ধুইবার সময়ে এক সখির দরকার, আর এক সখি শিশুকে দুধ খাইতে শিখায়, এক সখি শিশুকে হাসায় ইত্যাদি, ইত্যাদি। পৌত্তলিকেরা কুসংস্কার বশতঃ এই সকল দেবদেবী মানে। কিন্তু সত্য ঈশ্বরের উপাসক খ্রীষ্টীয়ানেরা এ সকল মানে না। অথচ তাহাদেরই ছেলেরা বেশী বলবান ও নিরোগ।

পৌত্তলিকতায় চীনেরা আমাদিগের দেশীয় লোককে হারাইয়া দিয়াছে। গৃহস্থের বাড়ীতে রন্ধনশালায় এক দেবমূর্ত্তি থাকে, এটী রন্ধনশালার দেবতা। মাসে দুই বার এই দেবতার পূজা হয়। এই দেবতার কর্ত্তব্য দুই প্রকার ;— পরিবারস্থ নানা জনে যে নানা পাপ করে, এই দেবতা তাহার হিসাব রাখে, এবং যে মুক্তাবৎ সম্রাট পৃথিবী শাসন করেন, তাঁহার ও উক্ত পরিবারের মধ্যে মধ্যস্থালী করে। এই কারণে সকলেই এই দেবতাকে ভয় করে, এবং মান্য করে। বৎসরের শেষ মাসে এই দেবতা স্বর্গে যাইয়া, সমস্ত বৎসর পরিবারস্থ কে কেমন ব্যবহার করিয়াছে, সম্রাটকে তাহার নিকাশ দেয়। স্বর্গে যাত্রা করিবার পূর্ব্বে এই দেবতার অতি সমারোহে পূজা হয় ;— মাংস, ফল, সুরা, ইত্যাদি দেবতার সম্মুখে ধরিয়া দেওয়া হয় ; গমন কালে তাহার ওষ্ঠে চিনি ঘসিয়া দেওয়া হয়, যেন স্বর্গে গিয়া সকলের বিষয়ে ভাল কথা বলে। দেবতা অত পথ হাঁটিয়া যাইতে

রন্ধনশালার দেবতা।

পারে না, এই জন্য কাগজের ঘোড়া ও অন্যান্য জিনিষ আগুনে পোড়াইয়া দেবার্থে উৎসর্গ করা হয়। বাটীস্থ সকলে ভূমিষ্ঠ হইয়া দেবতাকে প্রণাম করে। পাছে ভূত প্রেতেরা সম্মুখে পড়িয়া দেবতার গমনে বাধা জন্মায়, এই জন্য বোম জ্বালাইয়া বিকট শব্দ করত ভূত প্রেতদিগকে তাড়াইয়া দেয়। দেবতার ফিরিয়া আসিবার দিনে এক নূতন দেবমূর্ত্তি রন্ধনশালার দেওয়ালে মারিয়া দিয়া, তাহাকেও পূজা দেওয়া হয়। ইহা করিলে আর এক বৎসর দেবতা প্রসন্ন থাকে। এই দেবমূর্ত্তি কাগজের।

তুক তাক।

হিন্দুদিগের অপেক্ষাও চীনেদের ভূতের ভয় বেশী। এই জন্য তুক তাকের আদর। এই তুক তাকের কাগজ বিক্রয় হয়। কাগজে কাল কালিতে হিজিবিজি আঁকা থাকে। ঘরের আড়ায় এই সকল কাগজ মারিয়া দিলে ভূতে কিছু করিতে পারে না। বৎসরের শেষ মাসে লোকে এই সকল কাগজ বাড়ী বাড়ী বিক্রয় করিয়া বেড়ায়। সরকারি মোহরের গুণ বিস্তর। ছেলের অসুখ করিলে সরকারি কোন কাগজ হইতে মোহ-রের অংশ কাটিয়া আনিয়া ছেলের চৈতনের ডগায় বাঁধিয়া দেওয়া হয়; লোকের বিশ্বাস, ইহাতে অসুখ ভাল হইয়া যায়। ভয়ে ভূতেরা আর তাহার কাছে ঘনায় না!

তুক তাকের কাগজ বিক্রয়।

আমাদের দেশস্থ হিন্দুদিগের ন্যায় চীনেদের জাতীয় অভিমান ও অহঙ্কার আছে। হিন্দুরা বিদেশী লোকদিগকে ম্লেচ্ছ বলিতেন, চীনেরা বলে, "বিদেশী ভূত" ও "বিদেশী ম্লেচ্ছ।" বিদেশীর নিকট কোন কিছু শিক্ষা করা চীনেরা অতি অপ-মানের বিষয় মনে করে। দেশের বুদ্ধিমান লোকেরা বুঝিতে পারিয়াছেন যে, এ প্রকার অভিমান অমঙ্গলের হেতু। এই জন্য এক্ষণে অনেকে ইউরোপীয় সাহিত্য বিজ্ঞান শিক্ষা করিতেছেন।

অতি পূর্ব্ব কালে কতকগুলি স্থরীয় খ্রীষ্টীয়ান চীন দেশে গমন করেন। চীন দেশে যাইবার জন্য জেবিয়র নামক এক জন রোমাণ কাথলিক মিশনরি বহু কষ্টে গিয়া একটা দ্বীপে থাকেন, সেইখানে তাঁহার মৃত্যু হয়। এক্ষণে চীন দেশে প্রায় ৬ লক্ষ রোমাণ কাথলিক খ্রীষ্টীয়ান আছে। ১৮০৭ সালে প্রটেষ্টান্ট মিশনরিরা গিয়া ধর্ম্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। চীনের সম্রাট তাঁহাদের কার্য্যে বাধা দেওয়াতে মিশনরিরা গোপনে ধর্ম্ম প্রচার করিতেন। এক্ষণে প্রায় এক লক্ষ প্রটেষ্টান্ট চীনে খ্রীষ্টীয়ান আছে। খ্রীষ্ট ধর্ম্মের জ্যোতি চীন দেশে বিস্তারিত হইয়াছে।

কচিন চীন।

চীন ও শ্যাম দেশের মধ্যবর্ত্তী দেশকে কম্বোদিয়া বলে। এই দেশের দুই ভাগ আছে; দক্ষিণ ভাগের নাম কম্বোদিয়া, উত্তর ভাগের নাম অনাম। দেশের মধ্যবর্ত্তী অঞ্চলে আদিমনিবাসী লোক এখনও আছে। চীনেরা অনাম দেশ জয় করিয়াছিল, এক্ষণকার অনামীয়েরা তাহাদের মত। ইহারা কিন্তু চুল কাটে না; স্বভাবতঃ চুল যেমন জন্মে, তেমনি রাখিয়া দেয়। এ দেশে বহুবিবাহ সাধারণতঃ প্রচলিত, কিন্তু প্রথমা স্ত্রীর মান বেশী। বিবাহ করিতে হইলে বরকে টাকা দিয়া কন্যা কিনিয়া আনিতে হয়। ব্যভিচার দোষে প্রাণদণ্ড হয়। স্ত্রীলোকের বড় কষ্ট। পুরুষে তাহাদিগকে গোরু ছাগলের মত মনে করে। কথায় কথায়

স্বামী স্ত্রীকে ধরিয়া প্রহার করে। দেনা পরিশোধ করিতে না পারিলে দেনার দায়ে ঋণী নিজে, ও তাহার স্ত্রীপুত্র সমস্ত বিক্রয় হইয়া থাকে।

কম্বোদীয়। অনামীয়। লাওস।

কম্বোদিয়া ছোট রাজ্য, ফরাসীদের অধীন। এক সময়ে এটী অতি ক্ষমতাশালী হিন্দু রাজ্য ছিল। এ দেশের লোকদের আকৃতি ও ভাষা কচিন চীনের লোকদের আকৃতি ও ভাষা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। অতি প্রকাণ্ড ও চমৎকার নানা প্রকার বাটীর ভগ্নাবশেষ এখনও আছে, কোন স্থানে রামের লঙ্কা জয়ের বিবরণ খোদিত আছে। আর্য্যেরা ভারতবর্ষ অধিকার করিলে তাঁহাদেরই বংশীয় লোকেরা গিয়া কম্বোদিয়া অধিকার করিয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। পরে মোঙ্গলেরা আসিয়া আর্য্যদিগকে পরাজয় করিয়া দেশাধিকার করে।

মধ্যস্থলে একটী দেশ আছে, তাহার নাম লাওস। এ দেশে নানা জাতীয় লোকের বাস।

শ্যাম দেশ।

কচিন চীন ও ব্রহ্ম দেশের মধ্যস্থলে যে বিস্তীর্ণ দেশ, তাহাকে শ্যাম দেশ বলে। দেশের ভূমির পরিমাণ ১২৫০০০ লক্ষ বর্গ ক্রোশ, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির ডবল। কিন্তু নিবাসী সংখ্যা ৬০ লক্ষ মাত্র, এই ৬০ লক্ষের ২০ লক্ষ আন্দাজ শ্যামী। দেশটী একটী প্রকাণ্ড উর্ব্বর উপত্যকা; এই উপত্যকা দিয়া মিনাম নদী বহে; নামের অর্থ "জল-জননী।" শ্যাম শব্দের অর্থ কৃষ্ণবর্ণ, অর্থাৎ বিদেশীরা শ্যাম দেশের লোককে কৃষ্ণবর্ণ মনুষ্য বলিয়া থাকে, কিন্তু দেশের লোকেরা আপনাদিগকে "থাই" বলে, ইহার অর্থ স্বাধীন। আকৃতিতে শ্যাম দেশের লোকেরা ব্রহ্ম দেশের লোকের মত। ভদ্র শ্রেণীর লোকেরা কতকটা গৌরবর্ণ। চক্ষু ও কেশ ঘন কৃষ্ণবর্ণ। লোকে দাঁতে মিসি দেয়। দাঁত সাদা থাকিলে লোকে বলে, উহার দাঁত কুকুরের দাঁতের মত সাদা।

শ্যামের রাণী।

পুরুষে মাথার সমস্ত চুল কামাইয়া ফেলে, কেবল তালুর উপর একটু সরু চৈতন রাখে। স্ত্রীলোকে মাথার চুল কামায় না, কিন্তু মধ্যে মধ্যে ছাঁটিয়া ফেলে; কাজল পরার রীতি বিশেষ প্রচলিত। স্ত্রীলোকে ভ্রূতেও কাজল দেয়। শ্যাম দেশীয়া স্ত্রীলোকেরা নাকে ও কাণে গহনা

পরে না। এইটী শ্যাম দেশের রাণীর ছবি। হিন্দু রমণীদিগের ন্যায় শ্যাম দেশীয়া সুন্দরীরা গহনা বড় ভাল বাসেন। মাড়বারী নারীদিগের ন্যায় হাতে, পায়ে ও গলায় ভারী ভারী গহনা পরেন। ছেলে-দিগকে কাপড় পরান হয় না। কিন্তু তাহাদের হাতে ও পায়ে ভারী ভারী বালা ও মল থাকে।

শ্যাম দেশের লোকে ধুতি পরে, কিন্তু বাঙ্গালি বাবুর মত কোঁচা কাছার বাহার দিয়া পরে না, মান্দ্রাজিদিগের মত পরে। গায়ে মোটা চাদর দেয়। ইহারা রেশমী কাপড় বড় ভাল বাসে।

আমাদেরই মত ভাত তরকারি শ্যাম দেশীয় লোকের প্রধান খাদ্য। রাজধানীর নাম বাঙ্কক। বাজারে সিদ্ধ তরকারি সচরাচর বিক্রয় হইয়া থাকে। শ্যাম দেশের লোকেরা যদিও ভাত তরকারি খাইয়া জীবন ধারণ করে, তথাপি আমাদের মত পিড়ায় বসিয়া খায় না, তক্তাপোষে বসিয়া খায়। কিন্তু আমাদেরই মত হাতে খায়, চামচ কাঁটায় খায় না। এক এক জনে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র থালায় ভাত তরকারি লইয়া খায়। আহার হইয়া গেলে গৃহস্থের বাড়ী যে যার থালা বাটী ধুইয়া আনে। আনিয়া উবুড় করিয়া রাখে। ব্রহ্ম দেশের লোকের মত শ্যাম দেশের লোকেও পচা মাছের আচার বা চাট্‌নি বড় ভাল বাসে। সে আচারের নাম কাপিক। বর্ম্মাদের মত ইহারাও অষ্ট প্রহর চুরুট টানে। ছোট ছোট ছেলেও চুরুট খায়।

স্ত্রীলোকে আহার করিতেছে।

শ্যাম দেশের ঘর বাঁশের। ঘরের পোতা খুব উচ্চ। বর্ষাকালে পাছে জল প্রবেশ করে, এই জন্য পোতা উচ্চ করে। গোমেষাদি ঘরে রাখে। বাঙ্কক নগরে, চীনাদের মত, অনেকেই বার মাস নৌকায় বাস করে।

কোন যুবক যদি বিবাহ করিতে চাহে, কন্যার পিতার কোন আত্মীয় জনের কাছে গিয়া, ঘটকালি করিতে বলে। আর কিছু টাকাও দিতে চাহে। পরে গণক ডাকাইয়া তাহার মত লওয়া হয়। শ্যাম দেশী লোকের বিশ্বাস এই, কোন বিশেষ বিশেষ বৎসরে জাত নরনারীর যদি বিবাহ হয়, তাহা হইলে নানা অমঙ্গল ঘটে। "কুকুর বৎসরে" যাহার জন্ম, তাহার সঙ্গে যদি "ইন্দুর বৎসরে" জাত কন্যার, বা "গো বৎসরে" যাহার জন্ম, তাহার সঙ্গে যদি "ব্যাঘ্র বৎসরে" জাত কন্যার বিবাহ হয়, তাহা হইলে তাহাদের মনের মিল হয় না। এ অবস্থায় গণক ডাকাইয়া পরামর্শ লওয়া হয়। তাহাকে কিছু দিলে সে গণিয়া বলিয়া দেয়, অমুক অমুক কাজ করিলে কিছু হইবে না, সচ্ছন্দে বিবাহ হইতে পারে। টাকা দেওয়া লওয়ার বিষয় স্থির হইয়া গেলে গণকের কাছে গিয়া শুভ দিন ধার্য্য করিয়া লওয়া হয়। কলিকাতায় যেমন তত্ত্ব পাঠান হয়, তদ্রূপ বরকর্ত্তার বাড়ী হইতে লোকে তত্ত্ব লইয়া কন্যাকর্ত্তার বাড়ী যায়। পুরোহিত কোন কোন গ্রন্থ হইতে নির্দ্দিষ্ট কোন কোন বচন পাঠ করতঃ বরকন্যাকে আশীর্ব্বাদ করেন। এতক্ষণ কন্যা পর্দ্দার আড়ালে ছিল, এক্ষণে পর্দ্দা তুলিয়া দেওয়া হইল, বরকন্যা পাশা-পাশি হইয়া বসিলে
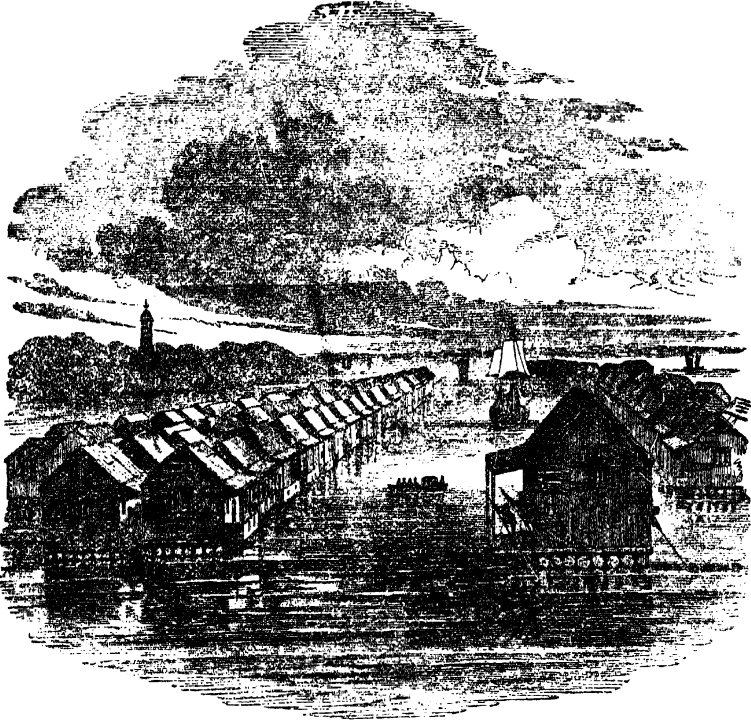
বাঙ্কক।

অন্য লোকে তাহাদের উপরে পবিত্র জল সিঞ্চন করে। পুরোহিত আবার বচন পাঠ করেন, অনন্তর দুই দিন ধরিয়া উৎসব হয়। যত দিন প্রথম সন্তানের জন্ম না হয়, তত দিন কন্যা বরকে লইয়া পিতার গৃহেই থাকে। এ দেশে ছেলের দোলা কতকটা টুকরির মত, দড়ি দিয়া আড় কাঠে ঝুলাইয়া রাখে।

সচরাচর শ্যাম দেশের লোকে একাধিক স্ত্রী বিবাহ করে না; কিন্তু সঙ্গতিপন্ন লোকেরা যথেচ্ছা বাঁদী রাখিয়া থাকে। মুসলমানদের মত শ্যাম দেশের লোকেরা ইচ্ছা করিলেই স্ত্রীবর্জ্জন করিতে পারে। পণ দিয়া যে স্ত্রীকে বিবাহ করা হয়, স্বামী ইচ্ছা করিলে তাহাকে বিক্রয় করিতে পারে, কিন্তু যে স্ত্রী পিত্রালয় হইতে টাকা কড়ি ও গহনাপত্র লইয়া আইসে, তাহাকে বিক্রয় করিবার রীতি নাই।

আমাদের দেশের ন্যায় শ্যাম দেশেও সূতিকাগৃহে আগুন করিয়া প্রসূতিকে তথায় রাখিয়া দেওয়া হয়। ইহাতে অনেক প্রসূতি মরিয়া যায়। এই প্রথা দেশের সর্ব্বত্র, সকল সমাজে প্রচলিত, এবং স্ত্রীলোকেরা এই প্রথার এমন পক্ষপাতিনী যে, সাবেক রাজা এই প্রথা তুলিয়া দিবার জন্য চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। এই রাজার রাণী পরমাসুন্দরী ছিলেন, সন্তান হওয়াতে তাঁহাকেও ঐ প্রকার সূতিকাগৃহে বদ্ধ করিয়া রাখা হয়। তাহাতে তাঁহার মৃত্যু হয়। বৃদ্ধা স্ত্রীলোকেরা এই প্রথা বড় ভাল বাসে। তাহারা স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম কিছুই জানে না, অথচ তাহাদেরই ইচ্ছাক্রমে যুবতীদিগের সূতিকাগৃহে প্রাণ যায়।

ব্রহ্ম দেশের ন্যায় শ্যাম দেশেও স্ত্রীলোকেই প্রায় সমস্ত গৃহকার্য্য করিয়া থাকে; তাহারা মাঠে গিয়াও পুরুষের সঙ্গে খাটে। পুরুষেরা আমোদ প্রমোদ করিয়া দিন কাটাইয়া দেয়। ঘুড়ি উড়ান বড় আমোদের বিষয়, যুবা বৃদ্ধ সকলেই ঘুড়ি উড়াইয়া আমোদ করে। মাছের লড়াই দেখাও আর এক আমোদ। মাছের লড়াই আর কোন দেশে নাই।

শ্যাম দেশের লোকে সামাজিক রীতি নীতি বিলক্ষণ মানিয়া চলে। ভদ্র লোকের কোথায়ও যাইতে

হইলে, সঙ্গে চাকর চাই। তাহারা ছাতি ধরিবে, বিছানাপত্র বহিবে, পানের বাঁটা, তামাকের ডিবিয়া ইত্যাদি বহিয়া লইয়া যাইবে। মনিবের সাক্ষাতে চাকরের দাঁড়াইয়া থাকিতে নাই, তাহারা হামাগুড়ি দিয়া দিয়া ঘরের মধ্যে যায়, থালায় করিয়া জিনিষ পরিবেশন করিতে হইলে থালা গুলি সম্মুখে রাখিয়া ঠেলিয়া লইয়া যায়। রাজার সম্মুখে কেহ গেলে তাহাকে চতুষ্পদ হইয়া চলিতে হইত। সাবেক রাজা এ রীতি তুলিয়া দেন। তিনি উত্তম ইংরাজি জানিতেন।

বালকেরা বৌদ্ধ পুরোহিতদিগের কাছে লেখা পড়া শিখে। যে সকল বহি বালকেরা পড়ে, তাহার অধিকাংশই বুঝিতে পারে না। যে গুলি বুঝিতে পারে, সে গুলি গল্প মাত্র। রাজা ভাল শিক্ষাপ্রণালী প্রচলিত করিতেছেন। রাজার এক ভাই শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তা। কয়েক বৎসর হইল, তিনি ইউরোপের ও ভারতবর্ষের শিক্ষাপ্রণালী অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছেন। বৌদ্ধ পুরোহিতদিগের পাঠশালায় বালিকা-দিগের যাওয়া নিষিদ্ধ, সুতরাং শ্যাম দেশের স্ত্রীলোকেরা লেখা পড়া জানে না। সম্প্রতি বাঙ্কক নগরে মেয়েদের জন্য এক বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে, ইউরোপীয় মহিলারা এই স্কুলে বালিকাদিগকে শিক্ষা দিয়া থাকেন। স্ত্রীশিক্ষার আরও বন্দোবস্ত হইয়াছে।

শ্যাম দেশীয় বালক মাত্রকেই এক সময়ে না এক সময়ে বৌদ্ধ যাজকের পদার্থী হইতে হয়। এই জন্য উদাসীনের পোষাক পরিয়া তাহাকে মঠে গিয়া কিছু কাল বাস করিতে হয়, কিন্তু সে ইচ্ছা করিলে মঠ ত্যাগ করিয়া সংসারী হইতে পারে। শ্যাম দেশে বৌদ্ধ মঠ বিস্তর। বাঙ্কক হইতে অনতিদূরে এক মঠে বুদ্ধ দেবের এক প্রকাণ্ড মূর্ত্তি আছে। মূর্ত্তিটা ৫০ হাত উচ্চ; ইট ও চুন শুরকি দিয়া প্রস্তুত, কিন্তু উপরিভাগ গিল্টি করা।

শ্যাম দেশে শ্বেত হস্তীর বড় আদর। কৃষ্ণকায় মানুষের কথনও ইউরোপীয়ের ন্যায় সাদা ছেলে হইয়া থাকে। এ প্রকার সাদা হওয়া রোগবিশেষ। হাতীরও এই রোগ হয়। সেই হাতীকে লোকে শ্বেত হাতী বলিয়া পূজা করে। লোকের বিশ্বাস এই, শ্বেত হাতী মরিয়া বুদ্ধ হয়। শ্যামের রাজদূত ইংলণ্ডে মহারাণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। মহারাণীর সম্মানার্থ তিনি বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার চক্ষু, তাঁহার বর্ণ, এবং তাঁহার চলন ঠিক শ্বেত হস্তীর ন্যায়।

শ্যাম দেশের লোক বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী বটে, কিন্তু ভূত প্রেত ইহারা বেশী মানে। কুসংস্কারের নিতান্ত প্রাদুর্ভাব। ভূতের ভয়ে লোকে শশব্যস্ত। ভূতের ওঝাকে লোকে খুব মানে। লোকদের বিশ্বাস এই, মন্ত্রবলে ওঝারা মহিষটাকে মটরের আকারে পরিণত করিতে পারে। সেই মটর কেহ খাইলে পেটে গিয়া পুনরায় মহিষের আকার ধারণ করে। তাহাতে মানুষ মরিয়া যায়।

শ্যাম দেশে কয়েক জন মিশনরি গিয়া কয়েক বৎসর হইতে সুসমাচার প্রচার করিতেছেন। তাঁহারা শ্যাম দেশে বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া অনেক লোককে বিদ্যাদান করিয়াছেন, কিন্তু অতি অল্প লোকেই খ্রীষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে।

ব্রহ্ম দেশ।

শ্যাম ও ভারতবর্ষের মধ্য স্থলে যে দেশ, তাহাকে ব্রহ্ম দেশ বলে। এই দেশটী খুব বড়, এক্ষণে ভারত-সাম্রাজ্যের পূর্ব্বাংশ। এই দেশের ভূমির পরিমাণ ১৪০০০০ বর্গ ক্রোশ। বোম্বাই ও মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সি একত্র ধরিলেও ব্রহ্ম দেশ হইতে ছোট হইবে। কিন্তু ব্রহ্ম দেশের নিবাসীর সংখ্যা বড় কম—৮০ লক্ষ মাত্র। দেশটী পর্ব্বতময়। দেশের উত্তরাংশে উচ্চ পর্ব্বত, তথা হইতে দেশটী ঢালু হইয়া ইরাবতীর ব-দ্বীপ পর্য্যন্ত আসিয়াছে, এই ব-দ্বীপটী দেশের মধ্যে কেবল মাত্র সমভূমি। সমুদ্রের কূলবর্ত্তী প্রদেশে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। ভারতবর্ষের ন্যায় ব্রহ্ম দেশে বালুকাময় মরুভূমি নাই।

ব্রহ্ম দেশের প্রধান শস্য ধান। সমভূমি সমস্তই ধান্য ক্ষেত্র। ব্রহ্ম দেশের সেগুন কাঠ বড় ভাল। ভারতবর্ষে ও ইউরোপে বিস্তর সেগুন কাঠ চালান হয়।

ব্রহ্ম দেশের লোক খর্ব্বকায়, কিন্তু খুব বলবান; বর্ণ না গৌর, না শ্যাম—উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। মাথায় চুল বিস্তর, কিন্তু দাড়ি গোঁপ নাই বলিলেই হয়। ইহাদিগকে অনেকে চীনে ও মলয় জাতীয় মানুষের

ব্রহ্ম দেশীয় রাজকর্ম্মচারী।

মধ্যবর্ত্তী মনে করেন। কুস্তি লড়িতে, নৌকা বাইচ করিতে ও অন্যান্য ক্রীড়ায় ইহারা ওস্তাদ। সূত্রধরের ও স্বর্ণকারের কাজও ইহারা জানে ভাল।

দীর্ঘ কেশ নরনারী উভয়ে গৌরবের জিনিষ মনে করে; অনেকের দীর্ঘ কেশ পায়ের গোড়ালী পর্য্যন্ত আসিয়া পড়ে। বাস্তবিকই ইহাদের কেশ "পাদমূল চুম্বিত।" তবু কিন্তু ইহারা পরচুলা ব্যবহার করিয়া থাকে।

ইহাদের ধুতি ১৫ হাত লম্বা; আমাদেরই মত পরে, খানিকটা কাঁধে ফেলিয়া দেয়। ধনী লোকেরা রেশমী ধুতি পরে। গায়ে এক প্রকার জাকেট পরা হয়, তাহা আমাদের সে কালের আঙ্গরাখার মত। ইহারা মাথায় একখানি রেশমী রুমাল বাঁধে। গরিব লোকে সামান্য সূতার ছোট খাট কাপড় পরে। কিন্তু প্রায় সকলেরই মাথায় একটু রেশমী কাপড় থাকে।

স্ত্রীলোকে যে কাপড়খানি পরে, তাহার নাম লুঙ্গি। লুঙ্গি চারি হাত লম্বা ও চারি হাত চৌড়া। এ দেশী দোপাটার মত মধ্যস্থলে জোড়। স্ত্রীলোকে বুকের উপরে এই লুঙ্গি কাপড় পরে। গায়ে ঢিলা জাকেটও পরিয়া থাকে। আর পুরুষে যে প্রকার রুমাল মাথায় বাঁধে, স্ত্রীলোকে সেই প্রকার রুমাল গলায় বাঁধিয়া রাখে। স্ত্রীলোকে মাথায় কেবল ফুল, বা গাছের পাতা পরে, আর কিছু পরে না। পর্ব্ব, বা আর কোন উৎসব কালে নানা দামী অলঙ্কার পরিয়া থাকে। সচরাচর পরে না।

লোকে দিনের মধ্যে দুই বার মাত্র আহার করিয়া থাকে। সকাল বেলা আট্টার সময়ে এক বার, আর বৈকাল বেলা সন্ধ্যার পূর্ব্বে আর এক বার। প্রধান খাদ্য ভাত; বড় একখানা বারকোশে সমস্ত ভাত বাড়িয়া লইয়া পরিবারস্থ সকলে সেই বারকোশ ঘেরিয়া বসিয়া যায়। তরকারি বাটীতে করিয়া এক এক জনকে দেওয়া হয়। বারকোশ হইতে আবশ্যক মত ভাত লইয়া সকলেই তরকারি দিয়া খায়। ইহারা হাতেই খায়; চামচ কাঁটা, বা চীনেদের কাঠি ব্যবহার করে না। পচা মাছের আচার নহিলে খাওয়া হয় না। এ আচার আমাদের কুলের অম্বলের মত ঘন। চায়ের পাতার এক প্রকার আচার ইহারা বড় ভাল বাসে। ব্রহ্ম দেশের প্রায় সকল লোকেই চা খায়। চায়ের সঙ্গে চিনি মিলাইয়া লইয়া ইহারা খায় না, এক চুমুক

ব্রহ্ম নারী স্নান করিতেছে।

চা খায়, আর একটু চিনি গালে দেয়। আহারান্তে স্ত্রী পুরুষ, ছেলে মেয়ে সকলেই চুরুট টানিতে থাকে। সচরাচর ইহারা যে হরিদ্বর্ণ চুরুট ব্যবহার করে, সে গুলি খুব বড়। চুরুটের সঙ্গে সঙ্গে পান গালে থাকে।

ব্রহ্ম দেশীয় গ্রাম।

অধিকাংশ লোক বাঁশের ঘরে বাস করে। রাজার আমলে ইট দিয়া পাকা বাড়ী করিবার প্রজাদের অধিকার ছিল না। কাষ্ঠের ঘরে গিল্টি করাও নিষিদ্ধ ছিল। ঘরের খুঁটিতে রং দিতে হইলে প্রতি বৎসর রাজার অনুমতি লইতে হইত। সকলের বাড়ী একতালা, কারণ দোতালা বাড়ীতে বাস করিলে নীচের তালায় যাহারা থাকে, তাহাদিগকে উপর তালার লোকদের পায়ের নীচে থাকিতে হয়। ইহা বড় অপমানের বিষয়। ইহাদের ঘর খুঁটির উপর স্থাপিত, ঘরের পোতা পাঁচ ছয় হাত উচ্চ। উচ্চ হওয়াতে ঘরের মেঝিয়া বিলক্ষণ শুষ্ক থাকে, আর বর্ষা কালে উঠানে জল আসিলেও ঘরে যাইতে পারে না। খোলা দিয়াও চাল ছাওয়া হয়, কিন্তু খড়ো চালই বেশী।

ব্রহ্ম দেশের মন্দির সকল কাষ্ঠ নির্ম্মিত। তাহাতে নানা কারুকার্য্য থাকে। কাষ্ঠের উপরে গিল্টি করা হয়। ঘরগুলি কাষ্ঠের ও খড়ের বলিয়া ব্রহ্ম দেশে বড় আগুনের ভয়। ১৮৯২ সালে মান্দালয় রাজধানী ও তত্রত্য "অতুল পাগোদা" নামক মন্দির পুড়িয়া গিয়াছিল।

অতুল পাগোদা, বা মন্দির।

ব্রহ্ম দেশের বিবাহের রীতি কতকটা ইংলণ্ডে ও কতকটা ভারতবর্ষে প্রচলিত রীতির মত। ভারতবর্ষে যেমন পিতা মাতায় বালক বালিকার অতি অল্প বয়সে বিবাহের বন্দোবস্ত করেন, ব্রহ্ম দেশে সেরূপ হয় না। ব্রহ্ম দেশে বাল্যবিবাহ প্রথা প্রচলিত নাই। হিন্দু রমণীর ন্যায় ব্রহ্ম নারী ঘরের কোণে থাকে না, ইংরেজ
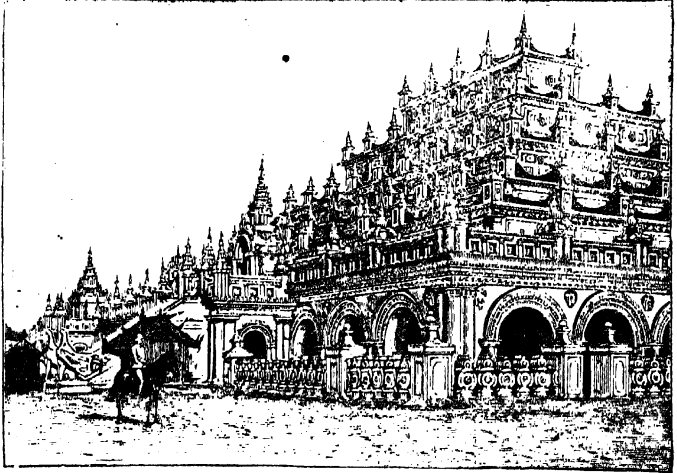
নারীদিগের মত হাটে, বাজারে, থিয়েটরে ও নানা উৎসব স্থলে যায়। যুবক যুবতীরা অবাধে আলাপ করে। এই প্রকারে বিবাহের বন্দোবস্ত হয়। পরে গণক আসিয়া শুভ দিন স্থির করিয়া দেয়। বিশেষ বিশেষ দিনে যে যুবকদিগের জন্ম হয়, কোন কোন নির্দ্দিষ্ট দিনে জাত যুবতীদের সঙ্গে তাহাদের বিবাহ হইতে পারে না। শনিবার যে যুবকের জন্ম বার, সে বৃহস্পতিবারে জাত যুবতীকে বিবাহ করিতে পারে না।

বিবাহ হইয়া গেলে বর দুই তিন বৎসর শ্বশুর বাড়ীতেই বাস করে। সে পরিবারের পাঁচ জনের এক জন বলিয়া গণ্য হয়, এবং সংসার খরচের বিষয়েও সাহায্য করিয়া থাকে।

ব্রহ্ম দেশের পুরুষে পার্য্যমানে কাজ করিয়া খাইতে চায় না। তাহারা মনে করে, পুরুষদিগকে বসাইয়া খাওয়াইবার জন্যেই যেন স্ত্রীলোকের সৃষ্টি হইয়াছে। স্ত্রীলোকেরও এই বিশ্বাস, এই জন্য পুরুষের ন্যায় খাটে। ইংরেজ রমণীদিগের ন্যায় ব্রহ্ম দেশীয়া নারীরা হাটে বাজারে গিয়া ক্রয় বিক্রয় করে, এবং সংসারের প্রায় সমস্ত কার্য্য চালায়।

বালিকাদের কর্ণবেধ এক অতি প্রধান বিষয়। যত দিন কর্ণবেধ না হয়, তত দিন বালিকারা অবাধে খেলা ধুলা করিয়া কাল কাটায়। কর্ণবেধ হইয়া গেলে আর একা বাহিরে যাইতে নাই; মা, ভগিনী, বা আর কোন বয়স্কা স্ত্রীলোকের সঙ্গে যাইতে হয়। এই অবধি বালিকারা বেশ ভূষায় মন দেয়; চুল বাঁধিয়া মাথায় নানা ফুল পরে, মুখে সোনালি পাউডার মাখে, হেলিয়া দুলিয়া "গজেন্দ্র গমনে" চলিতে শিখে। স্ত্রীলোকের গজেন্দ্র গমন ব্রহ্ম দেশে বড় আদরের বিষয়। দ্বাদশ বৎসর বয়স হইলে বালিকাদের কর্ণবেধ হইয়া থাকে। কাণের ছিদ্র ক্রমে বড় করিয়া তাহাতে মোটা কাঠি দিয়া রাখা হয়। কোথায়ও যাইতে হইলে স্ত্রীলোকে পথ খরচের জন্য দুই কাণে দুইটা চুরুট পুরিয়া রাখে।

নর্ত্তকী।

ব্রহ্ম দেশের লোকে নৌকা বাইচ্, মোড়গ ও মহিষের লড়াই বড় ভাল বাসে; কিন্তু থিয়েটর করা নরনারী উভয়ের প্রিয় আমোদ। ছেলে জন্মিলে থিয়েটর হয়; তাহার নামকরণ কালে থিয়েটর; বালিকার কর্ণবেধ কালে, বিবাহে, বিবাহ ভঙ্গ উপলক্ষে, নৌকা বাইচ্ ও মোড়গের লড়াই, এই সকল উপলক্ষে নাটকের অভিনয় হইয়া থাকে, কেহ মরিয়া গেলে খুব ধুম ধামে থিয়েটর হয়।

বৌদ্ধ ধর্ম্ম ইহাদের ধর্ম্ম, কিন্তু নামে। বৌদ্ধ পুরোহিতদিগকে সংস্কৃতে ভিক্ষু বলে, কিন্তু ব্রহ্ম দেশে "পুঙ্গি" বলে, ইহার অর্থ "গৌরবান্বিত"। বৌদ্ধদিগের মঠকে "কিয়ং" বলে। পুরোহিতেরা মঠেই বাস করে। ছেলে আট বৎসরের হইলেই মঠে প্রেরিত হইবে, ইহাই দেশের প্রচলিত প্রথা ছিল। বালক মাত্রেই লিখিতে পড়িতে শিখিত। কিন্তু বালিকাদিগকে লিখিতে পড়িতে শিক্ষা দেওয়া লোকে আবশ্যক মনে করিত না। এক্ষণে সরকারি বিদ্যালয় হইয়াছে। বাঙ্গালি বালক বালিকাদিগের ন্যায় ব্রহ্ম দেশীয় বালক বালিকারা লেখা পড়া শিখিতেছে। এক্ষণে মঠে অপেক্ষা স্কুলে ছেলে পাঠাইতে লোকে বেশী ভাল বাসে।

বালকমাত্রকেই এক বার ভিক্ষুর গৈরিক বসন পরিতে হইবেই। আমাদের দেশে পৈতা হইলে ব্রাহ্মণ-কুমারমাত্রকেই এক বার দণ্ডী হইতে হয়। গৈরিক বসন পরিয়া ভিক্ষু না হইলে, লোকের বিশ্বাস এই, মরিলে পর পশু হইয়া জন্মিতে হয়। কিন্তু ভিক্ষু হইয়া কত দিন মঠে থাকিতে হইবে, তাহার কোন নিয়ম

নাই। অনেকে ব্রত রক্ষার জন্য অষ্ট প্রহর কাল মাত্র মঠে থাকে। এশিয়া খণ্ডের পূর্ব্বাঞ্চলে সর্ব্বত্রই ভূত প্রেতের পূজা বড় প্রচলিত। অসভ্য ও অর্দ্ধ সভ্য উভয় জাতিই ভূতের আরাধনা করে। ব্রহ্ম দেশে ভূতকে "নাত" বলে। এশিয়ার যে সকল জাতি বৌদ্ধ ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে, তাহারাও ভূত প্রেত মানে। ব্রহ্ম দেশীয় লোকে বৌদ্ধ ধর্ম্ম মানে, বুদ্ধ দেব স্বয়ং, তাঁহার ব্যবস্থা ও তাঁহার ভিক্ষুরা তাহাদিগের রক্ষা করিবেন, এই তাহাদের ভরসা ; ফলে কিন্তু গণিত জ্যোতিষ, মন্ত্রতন্ত্র ও ভূত পূজা তাহাদের ত্রিবিধ আশ্রয়।

অনেকে দেহময়, এমন কি, ব্রহ্মরন্ধ্রে পর্য্যন্ত নানা মন্ত্র লিখিয়া রাখে। অনেকে টিকটিকি, পক্ষী ও অন্যান্য আকৃতিও লিখে। লোকে মনে করে, এই সকল দেহে লিখিয়া রাখিলে, কেহ প্রহার করিলে বেদনা বোধ হয় না, সাপে কাটিলে বিষ ধরে না ; বন্দুকের গুলি দেহে প্রবিষ্ট হয় না ; জলে ডুবিলে মরিতে হয় না। এই সকল লোক কত জলে ডুবিয়া বা গুলি খাইয়া মরিয়াছে, তবু লোকের বিশ্বাস যেমন তেমনই রহিয়াছে।

খ্রীষ্টীয়ান মিশনরিরা গিয়া ধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন, কতক লোক খ্রীষ্ট ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে। কারেণ নামে এক জাতীয় লোক ব্রহ্ম দেশের নানা অঞ্চলে বাস করে, তাহারা অনেকে খ্রীষ্টীয়ান হইয়াছে।

ভারতবর্ষ।

আমাদের বাসভূমি ভারতবর্ষ পশ্চিম-এশিয়ার মধ্যবর্ত্তী উপদ্বীপ। ভারতবর্ষের উত্তর সীমানা হিমালয় নামক পর্ব্বতমালা; পূর্ব্ব সীমানা ব্রহ্ম দেশ এবং বঙ্গোপসাগর ; দক্ষিণ সীমানা ভারত-মহাসাগর ; এবং পশ্চিম সীমানা আরব সাগর ও আফ্‌গানিস্থান। যে স্থান বড় বেশী দীর্ঘ বা প্রস্থ, সে স্থান প্রায় ৯০০ শত ক্রোশ। সমস্ত ইউরোপ অপেক্ষা এই দেশ বড়, দেড়ারও বেশী। ভারতবর্ষের ভূমির পরিমাণ সমস্ত পৃথিবীর আধ আনা।

ভারতবর্ষের নিবাসীর সংখ্যা প্রায় ৩০ কোটি। সমস্ত পৃথিবীর পাঁচ ভাগের এক ভাগ লোক ভারতবর্ষে।

ভারতবর্ষে নানা জাতীয় লোকের বাস ; ইহাদের আকার, বর্ণ, ভাষা ও আচার ব্যবহার নানা প্রকার।

ভারতবর্ষের প্রকৃত আদিম-নিবাসী কাহারা, তাহা ঠিক হয় নাই। পণ্ডিতেরা মনে করেন, এক্ষণে আন্দামান দ্বীপে যে প্রকার খর্ব্বকায়, কৃষ্ণবর্ণ কাফ্রি বাস করে,
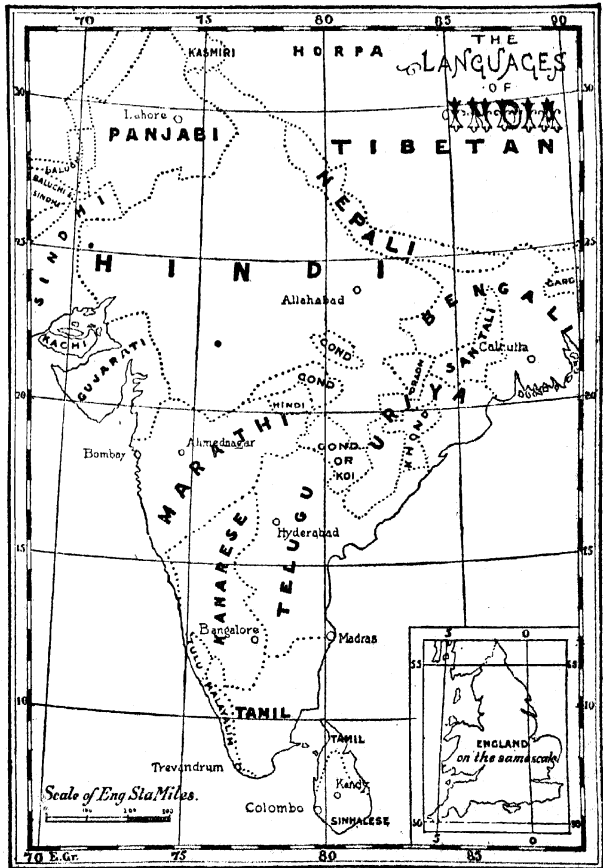
ভারতবর্ষের মানচিত্র।

আন্দামান দ্বীপনিবাসী।

অতি প্রাচীন কালে ভারতবর্ষে এই প্রকার লোকের বসতি ছিল। নর্ম্মদা নদীর তীরবর্ত্তী প্রদেশে তীরের পাথরের ফলা ও কুড়ালি পাওয়া গিয়াছে, হয় ত এই সকল সেই আদিমবাসীরা ব্যবহার করিত। ভারতবর্ষের দক্ষিণ দেশের নানা স্থানে অতি পুরাতন কবর রহিয়াছে, সেই সকল কবরে মাটীর পাত্র ও পাথরের চক্র পাওয়া যায়; এ সকলও উক্ত কাফ্রি জাতীয় আদিমনিবাসী-দিগের বলিয়া বোধ হয়।

ভারতবর্ষীয় প্রধান প্রধান জাতীয় লোকের সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিতেছি।

কোলারীয়।

অতি পূর্ব্বকালে কোলারীয় নামে এক জাতীয় লোক উত্তর-পূর্ব্ব দিক হইতে ভারতবর্ষে আসিয়া পড়ে, তাহাদের বংশধরেরা বেশির ভাগ এক্ষণে বাঙ্গালা দেশের পশ্চিমাংশে আছে। সন্তাল ও কোল জাতীয় লোকেরাই তাহাদের বংশজ। তাহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিত হইল।

বঙ্গ দেশের পশ্চিমাংশে, গঙ্গাতীর হইতে যে ভূমিখণ্ড বক্র হইয়া গিয়াছে, সেই ভূমিখণ্ডে সন্তালদিগের বসতি। ইহাদের সংখ্যা প্রায় ১১ লক্ষ।

সন্তাল নারী।

নিকটবর্ত্তী অন্যান্য অসভ্য লোক অপেক্ষা সন্তালদের পোষাক ভাল। স্ত্রীলোকেরা পাড়ওয়ালা শাড়ী পরে। বাঙ্গালী রমণীদের শাড়ীর ন্যায় ইহাদের শাড়ী ৯॥ হাত লম্বা। বাঙ্গালি সুন্দরীরা সোনা রূপার গহনা পরেন, গরিব সন্তাল রমণীরা পিতল কাঁসার মল, বালা, মাকড়ি ইত্যাদি ভারী ভারী গহনা পরিয়া থাকে। এক এক জনে প্রায় ছয় সাত সের ওজনের পিত্তল কাঁসার গহনা শরীরে ধারণ করে।

হিন্দুদিগের সহিত সন্তালদের বহুকাল ধরিয়া বিবাদ। এ দিকে ত সন্তালেরা সবই খায়; ইন্দুর, ভেক, কিছুই বাদ যায় না। কিন্তু ব্রাহ্মণে রাঁধিলেও সে ভাত খাইবে না। এ বিষয়ে কোলেরাও বড় বিচার করে। আহারে বসিলে যদি কোন হিন্দুর ছায়া তাহাদের উপরে পড়ে, অমনি ভাত ফেলিয়া উঠিয়া যায়।

সন্তালেরা নৃত্য গীত বড় ভাল বাসে; তাহারা না কি এই বিদ্যা তাহাদের আদি মাতা পিতার নিকট শিখিয়াছিল। হাঁড়িয়া নামক এক প্রকার মদ সন্তালেরা খায়। আর বলে যে, ইহা তৈয়ার করিতেও আদি মাতা পিতা তাহাদিগকে শিখাইয়াছিল।

মানুষ মরিলে ইহারা দাহ করে। আত্মীয় জনেরা মৃত ব্যক্তির দেহ কাঁধে করিয়া পোড়াইতে লইয়া যায়। পথে প্রতি চৌরাস্তায় খই ও কাপাসের দানা ছড়াইয়া দেয়। ইহা করিলে ভূতেরা আসিয়া সৎকার্য্যে ব্যাঘাত জন্মাইতে পারে না। আধ পোড়া হইলে হাড়গুলি দামোদর নদীতে ফেলিয়া দেয়।

মানুষের বা গৃহপালিত পশুর পীড়া হইলেই লোকে মনে করে, অমুক ভূতে ইহা ঘটাইয়াছে, তাহার পূজা দিতে হইবে; অথবা অমুক যাদুকর বা ডায়িনী যাদু করাতে পীড়া হইয়াছে, সুতরাং তাহাকে গ্রামছাড়া করিতে হইবে। ডায়িনীর কাজ বলিয়া বিশ্বাস হইলে তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য

কোলদিগের নৃত্য।

লোক নিযুক্ত করা হয়। ডায়িনীর পেটে ডায়িনী জন্মে, এই জন্য পূর্ব্ব কালে ডায়িনী ও তাহার বাটীস্থ সকলকে লোকে মারিয়া ফেলিত। এক্ষণে ইংরেজের আমলে আর তাহা হইতে পারে না।

দক্ষিণ ভারতীয় লোক।

মিশনরিদিগের আসিবার পূর্ব্বে সন্তাল ও কোলদিগের লিখিত-ভাষা ছিল না। অনেকে খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে। যাহারা খ্রীষ্টীয়ান হইয়াছে, তাহারা আর ভূত প্রেত ও ডায়িনীর ভয়ে ভীত নহে।

কোলারীয় জাতীয় লোকের সংখ্যা কম হইলেও ৩০ লক্ষ।

দ্রাবিড়ীয়।

মহারাষ্ট্র ও উৎকল দেশের দক্ষিণ নিবাসী লোকদের যে ভাষা, তাহাকে দ্রাবিড়ীয় ভাষা কহে। দক্ষিণ ভারতে নানা জাতীয় লোক আছে, তাহাদের ভাষা দ্রাবিড়ীয় ভাষাপরিবারভুক্ত। এই সকল লোকের আদিপুরুষেরা ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমা পার হইয়া আসিয়াছিল। বোধ হয়, কোলারীয় ও দ্রাবিড়ীয়, এই উভয় জনস্রোতঃ মধ্য ভারতে পরস্পর সম্মুখা-সম্মুখী হইয়াছিল; আরও বোধ হয় যেন, দ্রাবিড়ীয়েরা বাহু-বলে কোলারীয়দিগকে সরাইয়া দিয়া, দক্ষিণাভিমুখে চলিয়া গিয়াছিল। কতক লোক আবার উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে গিয়াছিল। রাজমহল পর্ব্বতের আশে পাশে নানা জাতীয় লোক আছে, তাহাদের ভাষা দ্রাবিড়ীয়।

দ্রাবিড়ীয় ভাষাপরিবার মধ্যে পাঁচটী ভাষা প্রধান; — তেলুগু প্রায় ১ কোটি ৯০ লক্ষ লোকের ভাষা; পাণ্ড্য (তামিল) প্রায় ১ কোটি ৫০ লক্ষ, কনারীয় প্রায় ১ কোটি, মলয়ক প্রায় ৫০ লক্ষ লোকের ভাষা। কতকগুলি অসভ্য জাতীয় লোকেও দ্রাবিড়ীয় ভাষায় কথা কহে। সম্ভবতঃ দ্রাবিড়ীয় ভাষাবাদী লোকের সংখ্যা ৫ কোটি ৪০ লক্ষ হইবে।

পাণ্ড্য (তামিল) ভাষা আলোচনা করিয়া দেখিলে জানা যায়, সে কালে পাণ্ড্য ভাষাবাদী লোকেরা কতকটা সভ্য ছিল। ইহাদের রাজা ছিল, সভাপণ্ডিতও ছিল, পণ্ডিতেরা রাজ-সভায়, উৎসব-সভায় কবিতা বলিতেন, আর তালপত্রে পুস্তক লিখিতেন। পাণ্ড্যরা ঈশ্বরের অস্তিত্ব মানিত, এবং মন্দির নির্ম্মাণ করিত, মন্দিরকে তাহারা ঈশ্বরের গৃহ বলিত। সোণা, রূপা, লোহা, তাঁবা, এই সকল ধাতুর ব্যবহার করিত, কিন্তু টিন, সীস, ও দস্তা বলিয়া যে তিনটী ধাতু আছে, তাহা জানিত না। কোন কোন জাতি এক শত, কোন কোন জাতি এক সহস্র পর্য্যন্ত গণিতে জানিত। তাহারা কৃষিকার্য্য উত্তম জানিত, এবং যুদ্ধ করিতে ভাল বাসিত। তাহারা সুতা কাটিতে, কাপড় বুনিতে, কাপড় রং করিতে ও মাটীর পাত্র নির্ম্মাণ করিতে জানিত।

কথিত আছে যে, অগস্ত্য মুনি সর্ব্বপ্রথমে ভারতের দক্ষিণ দেশে সংস্কৃত আর্য্য সভ্যতা প্রবর্ত্তিত করেন, এবং পাণ্ড্য ভাষার প্রথম ব্যাকরণ তিনি সংকলন করিয়াছিলেন। আজিও লোকে তাঁহাকে অগস্ত্যেশ্বর বলে, এবং কুমারিকা অন্তরীপের নিকট কোন স্থানে তাঁহার পূজা দেয়। লোকের বিশ্বাস এই যে, আজিও তিনি জীবিত আছেন এবং অগস্ত্যগিরি নামক পর্ব্বতের কোন গুহায় নিভৃতে বাস করিতেছেন।

অতি পূর্ব্ব কালে সুরীয় খ্রীষ্টীয়ানেরা দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলে আসিয়া বসতি করে। ফ্রান্সিস জেবিয়রের চেষ্টায়, ষোড়শ শতাব্দীতে বিস্তর দ্রাবিড়ীয় লোক রোমাণ কাথলিক হয়। ১৭০৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রটেষ্টান্ট মিশনরিরা দক্ষিণ-ভারতে আইসেন। ভারতবর্ষীয় খ্রীষ্টীয়ানদিগের অর্দ্ধেকের বেশী দ্রাবিড়ীয়।

আর্য্য জাতি।

পণ্ডিতেরা মনে করেন, এক্ষণে ভারতবর্ষের উত্তরাঞ্চলে যাহারা বাস করে, তাহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা মধ্য-এশিয়ার উচ্চ ভূমিতে কোন স্থানে বাস করিত। যখন তাহাদের লোক সংখ্যা এত বাড়িয়া উঠিল যে, এক স্থানে থাকিলে অন্ন বস্ত্র চলে না, তখন দলে দলে নানা দেশে যাইতে লাগিল। কতক পশ্চিম দিকে, যে দেশে সূর্য্য অস্ত যায়, সেই দেশে গিয়া এশিয়া খণ্ডের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে ও ইউরোপে বসতি করিল। আর কয়েক দল, পূর্ব্ব মুখে সিন্ধু-উপত্যকার দিকে আসিল। তাহারা স্ত্রীপুত্র, দাসদাসী, গোমেষাদি যথাসর্ব্বস্ব লইয়া আসিয়াছিল। বোধ হয়, পেশোয়ারের নিকট যে সকল গিরিসঙ্কট আছে, তাহারা সেই সকল পথ ধরিয়া আসিয়াছিল।

তৎকালে ভারতবর্ষ জঙ্গলময় ছিল, কেবল এখানে সেখানে ঘর কতক করিয়া আদিমনিবাসীরা বাস করিত। স্থানে স্থানে নগরও ছিল। আর্য্যেরা বড়ই জাত্যভিমানী। তাহারা গৌরবর্ণ ছিল, ইহাই তাহাদের অহঙ্কারের প্রধান কারণ। তাহারা এ দেশী লোকদিগকে "কৃষ্ণকায়" বলিত। আর্য্যদিগের নাসিকা "তিল-ফুল-সদৃশ," বা গরুড় পক্ষীর চঞ্চুর ন্যায়, কিন্তু এ-দেশী কৃষ্ণকায় লোকদিগের নাসিকা

ছোট ছিল, এই জন্য আর্য্যেরা এ দেশীয়দিগকে "ক্ষুদ্র-নাসিক" বা "নাসিকাশূন্য" বলিত। আর্য্যেরা এ দেশের লোকদিগকে অতিশয় হেয়জ্ঞান করিত, "দস্যু," "দাস" ইত্যাদি বলিত। অনেকে মনে করেন তৎকালে দস্যু শব্দের অর্থ শত্রু ছিল। বাহুবলে আর্য্যেরা অনেককে দাস করিয়া রাখিয়াছিল, এই কারণে চাকরকে দাস বলিত।

আর্য্যেরা এ দেশে সংস্কৃত ভাষা প্রচলিত করে। আর্য্যদিগের আসিবার পূর্ব্বে যাহারা এ দেশে বাস করিত, তাহাদের ভাষার সহিত সংস্কৃতের মিশ্রণ হওয়াতে বাঙ্গালা, উড়িয়া, হিন্দি, পাঞ্জাবী, মহারাষ্ট্রী, গুজরাতী ও সিন্ধি ইত্যাদি ভাষা উৎপন্ন হইয়াছে।

বাঙ্গালা প্রায় ৪ কোটি, আসামী প্রায় ২০ লক্ষ, উড়িয়া প্রায় ৭০ লক্ষ, হিন্দি প্রায় ৮ কোটি, পাঞ্জাবী প্রায় ১ কোটি ৬০ লক্ষ, সিন্ধি প্রায় ২০ লক্ষ, মহারাষ্ট্রী প্রায় ১ কোটি ৭০ লক্ষ, এবং গুজরাটী প্রায় ১ কোটি লোকের ভাষা। উড়িয়া ও আসামী ভাষা অনেকটা বাঙ্গালা ভাষার মতন।

হিন্দুস্থানী, বা উর্দ্দু ভাষা সংস্কৃতমূলক ভাষা বটে, কিন্তু ইহাতে বিস্তর আরবি ও পারসি শব্দ আছে। প্রায় আড়াই কোটি লোকে এই ভাষায় কথা কহে।

কাশ্মীরী সুন্দরী।

কাশ্মীরী ভাষাও সংস্কৃতমূলক। কাশ্মীর অতি সুন্দর দেশ। দেশটীর চতুর্দ্দিকে উচ্চ পর্ব্বতমালা। কাশ্মীরের জলবায়ু ফল এবং গোলাপ ফুল বড় ভাল। এ দেশের মানুষও সুন্দর।

উপরি উক্ত নানা জাতীয় লোক ছাড়া ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম দিকের পাহাড়ে এক জাতীয় লোক বাস করে। ইহাদের নাক চ্যাপটা। নেপালী, নাগা, কুকি ইত্যাদিরা এই জাতীয় লোক। ইহাদিগকে ভারতীয় চীনা বলা যায়। তাহা ছাড়া পারসি, ইউরোপীয়, যিহুদী, ফিরিঙ্গী ইত্যাদি লোক আছে।

এ স্থলে ভারতবর্ষীয় নানা জাতীয় লোকের বিশেষ বিবরণ লিখিলাম না। "ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান জাতি" নামে একখানি পুস্তক আছে, তাহাতে বিশেষ বিবরণ পাওয়া যাইবে।

মুসলমান দেশের স্ত্রীলোক।

মুসলমানধর্ম্ম।

মুসলমান দেশের স্ত্রীলোকদিগের বিবরণ লিখিবার পূর্ব্বে মুসলমান ধর্ম্মের স্থূল মর্ম্ম জানিলে পাঠকের উপকার দর্শিবে।

এশিয়া খণ্ডের পশ্চিমাঞ্চলে ও আফ্রিকা মহা দেশের উত্তরাংশে মুসলমান ধর্ম্ম প্রবল। ভারতবর্ষে পাঁচ জন লোকের মধ্যে এক জন মুসলমান। মুসলমান ধর্ম্মের উদ্ভব আরব দেশে। আরব দেশের অধিকাংশ স্থান পতিত ও জলশূন্য। অতি আদিম কাল হইতে এ দেশের অধিকাংশ লোক ডাকাইতী করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে, আর আমাদের দেশের বেদেদিগের মত ঘুরিয়া বেড়ায়, তাম্বুতে থাকে; গৃহস্থের ন্যায় বাড়ী ঘর বাঁধিয়া বাস করে না; নগরে যে সকল লোক বাস করে, তাহারা কতকটা সভ্য ভব্য।

আরবেরা বিগ্রহ, পাতর ও আকাশের নক্ষত্রগণের পূজা করিত। মক্কাতে এখনও একখান কৃষ্ণ প্রস্তর আছে, আরবেরা বলে, ঐ পাতর আকাশ হইতে পড়িয়াছে; তাহারা অতি সমারোহে এই পাতরের পূজা করিত। এই পাতরকে হিন্দুরা "মক্কেশ্বর" নামক মহাদেব বলেন। তাঁহাদের বিশ্বাস এই, এই শিবের মাথায় বিল্বপত্র আর গঙ্গাজল দিতে পারিলে তদ্দণ্ডে সমস্ত মুসলমান্ মরিয়া যাইবে। এই জন্য মুসলমানেরা উক্ত শিবকে বড় সাবধানে রাখিয়াছে, কাহাকেও নিকটে যাইতে দেয় না। এই পাতর কাবার এক বাটীর দেওয়ালে রক্ষিত হইয়াছিল। ইহার নিকটে জম্ জম নামক কূপ (হিন্দুরা এটাকে জ্ঞানবাপি বলেন না কেন?)। কাবার চতুর্দ্দিকে ৩৬০ টী বিগ্রহ সাজাইয়া রাখা হইত। তিনটী বিগ্রহ মক্কার রক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত ছিল (ইহাদিগকে হিন্দুরা কালভৈরব বলিতে পারেন?)। এক দেবতা বৃষ্টি বর্ষাইত। কতকগুলি গ্রহনক্ষত্রকেও লোকে দেবতা বলিয়া মানিত। তৎকালে আরব দেশের নানা স্থানে কতকগুলি যিহুদী ছিল, খ্রীষ্ট-ধর্ম্মাবলম্বীও ছিল, কিন্তু তাহারা আবিসিনিয়া দেশে প্রচলিত বিকৃত খ্রীষ্ট-ধর্ম্ম মানিত।

৫৭০ খ্রীষ্টাব্দে মক্কা নগরে মহম্মদের জন্ম হয়। তাঁহার মাতা পিতা ভদ্র বংশীয়, কিন্তু দরিদ্র ছিলেন। ২৫ বৎসর বয়সে তিনি এক ধনবতী বিধবাকে বিবাহ করেন। এই নারীর নাম ছিল খাদিজা। যখন বয়ঃক্রম ৪০ বৎসর, তখন মহম্মদ লোকের কাছে বলিতেন, আমি ঈশ্বরের দর্শন পাই, এবং নানা স্বপ্ন দেখি। তাঁহার নূতন ধর্ম্ম মত এই, "ঈশ্বরই ঈশ্বর, আর মহম্মদই তাঁহার ভাববাদী।" প্রথম প্রথম মহম্মদ নিজ ধর্ম্ম মত বড় একটা প্রচলিত করিয়া উঠিতে পারেন নাই। সুতরাং ৬২২ সালে পলাইয়া মেদিনাতে যান। এই হইতে হিজিরা সাল গণনা হইয়াছে। মুসলমান দেশে এই সাল প্রচলিত। মেদিনার লোকেরা তাঁহাকে ভাববাদী বলিয়া অভ্যর্থনা করাতে তিনি বাহুবলে ধর্ম্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। তিনি ঘোষণা করিতেন, যাহারা এই ধর্ম্ম প্রচার করিতে গিয়া যুদ্ধে হত হইবে, তাহারা বৈকুণ্ঠে যাইবে, অতি সামান্য বিশ্বাসীও সেখানে ৭২ টী নিত্য-ষোড়শী রূপসী পাইবে। মহম্মদ নিজে উত্তম যোদ্ধা ছিলেন। বেদর নামক স্থানে যুদ্ধ হইলে মহম্মদ মক্কার লোকদিগকে হারাইয়া দেন। ৬৩০ সালে মহম্মদ মক্কা নগর দখল করত নগরস্থ সমস্ত বিগ্রহ নষ্ট করিয়া ফেলেন। ইহার দুই বৎসর পরে মেদিনায় তাঁহার মৃত্যু হয়।

আরবেরা যুদ্ধ করিতে বড় ভাল বাসে; যুদ্ধেচ্ছার সঙ্গে নূতন ধর্ম্মানুরাগ মিশ্রিত ও লুঠ দ্রব্য পাওয়ার লোভ থাকাতে মহম্মদের শিষ্যেরা ধর্ম্ম প্রচার করত কৃতকার্য্য হয়েন। তাঁহারা ধর্ম্ম প্রচার করিতে

করিতে আফগানিস্থান পর্য্যন্ত আইসেন। পশ্চিম দিকে আটলান্টিক সমুদ্রের তীর পর্য্যন্ত লোক মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিল।

দিবসে পাঁচ বার ঈশ্বরের উপাসনা করা কোরাণের আদেশ। ইহাকে "নেমাজ পড়া" বলে। নেমাজ পড়া ছাড়া বৎসরের মধ্যে এক বার ৩০, আর এক বার ১০ দিন উপবাস করিতে হয়। এই উপবাসকে "রোজা" বলে। কোরাণে দান ধ্যান করারও আদেশ আছে। যিহুদা, ও তৎকালে প্রচলিত বিকৃত খ্রীষ্ট ধর্ম্মের খানিকটা খানিকটা লইয়া মহম্মদ নিজ নূতন ধর্ম্ম উৎপন্ন করেন। কোরাণ মতে পুরাতন নিয়মকে তৌরেত ও জব্বুর এবং নূতন নিয়মকে ইঞ্জিল বলে।

মুসলমানদের উপাসনা।

পৌত্তলিক ধর্ম্ম অপেক্ষা মুসলমান ধর্ম্ম বহু গুণে শ্রেষ্ঠ হইলেও এবং কোরাণে অনেক উৎকৃষ্ট শিক্ষা থাকিলেও ইহাতে দোষ আছে বিস্তর, এই জন্য এ ধর্ম্মকে ঈশ্বর-প্রকাশিত সত্য ধর্ম্ম বলা যাইতে পারে না। এ ধর্ম্মের প্রধান শিক্ষাকে "ইশ্লাম" বলে, ইহার অর্থ বশ্যতা স্বীকার, এই বশ্যতা স্বীকারের ফল অদৃষ্ট-বাদ। "নসিব," অদৃষ্ট মানিয়া চলাতেই যত রাজ্যের স্বাভাবিক পীড়া মুসলমানদেরই হইয়া থাকে। এ ধর্ম্মের শিক্ষা এই, যাহারা মুসলমান ধর্ম্ম না মানে, তাহারা কাফের, সুতরাং তাহাদিগের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে হইবে। যুদ্ধে পরাজিত লোকেরা যদি মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করে, ত ভালই, নহিলে তাহাদিগকে কাটিয়া ফেলিতে হইবে, তাহাদের স্ত্রীপুত্ত্রগণ মুসলমানদিগের দাস দাসী হইয়া থাকিবে। যিহুদী আর খ্রীষ্টীয়ানেরা প্রতিমাপূজক নহে। এই জন্য তাহাদিগের নিকট হইতে কর আদায় করিতে হইবে। অবিশ্বাসিরা বহুসংখ্যক ও বলবান হইলে কোরাণের এই আজ্ঞা মতে কাজ হইতে পারে না। মুসলমান রাজ্যে অবিশ্বাসীদিগের বড় দুরবস্থা। তুরস্ক রাজ্যে কোন খ্রীষ্টীয়ান মুসলমানের বিরুদ্ধে আদালতে সাক্ষ্য দিতে পারে না, ঘোড়ায় চড়িয়া পথে যাইতেও পায় না।
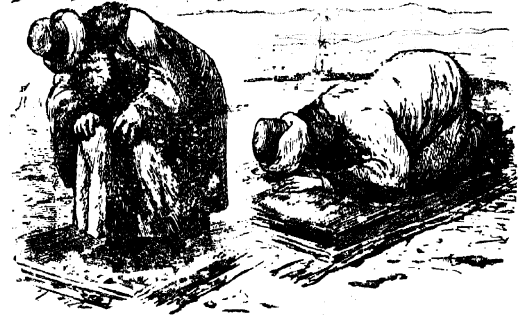
বহুবিবাহের পোষকতাই মুসলমান ধর্ম্মের প্রধান দোষ। কোন বিবাহিতা স্ত্রী যদি অন্য পুরুষকে বশ করিতে পারে, স্বামীর মুখ দিয়া "তালাক" (ত্যাগ করিলাম) কথাটী বাহির করিতে পারিলেই উক্ত ব্যক্তির স্ত্রী হইতে পারে। এই জন্য মুসলমানেরা স্ত্রীদিগকে অন্দর মহলে আট্‌কাইয়া রাখে, নহিলে সমাজে বড় গণ্ডগোল উপস্থিত হয়। কোরাণ মতে মুসলমান চারিটী বিবাহ করিতে পারে, এই চারিটী ছাড়া যে যত ইচ্ছা, বাঁদী রাখিতে পারে। বিবাহ না করিলেও এই বাঁদীরা তাহার স্ত্রী। মুসলমান রাজ্যে বাঁদী বিক্রয় হইয়া থাকে।

গরিব মুসলমানে একটীর বেশী স্ত্রী রাখে না। কারণ বেশী স্ত্রী ও সন্তানের ভরণ পোষণ করা দুষ্কর। তবে যদি স্ত্রীরা খাটিয়া খাইতে পারে, তাহা হইলে একটীর বেশীও স্ত্রী রাখে। কিন্তু স্বামী ইচ্ছা করিলে যখন তখন স্ত্রীত্যাগ করিতে পারে। স্বামী যদি স্ত্রীকে তিন বার "তালাক" বলে, অমনি বিবাহের বন্ধন

কাটিয়া গেল। এই প্রকার স্ত্রীত্যাগের নিয়ম থাকাতে স্ত্রীজাতির বড় কষ্ট হয়। কেহ স্ত্রীত্যাগ করিলে, আবার গ্রহণ করিতে পারে, এই প্রকার দুই বার পারে, কোন প্রকার অনুষ্ঠানের প্রয়োজন নাই। তৃতীয় বার স্বামী যদি তাহাকে ত্যাগ করে, তাহা হইলে যত দিন না অন্য পুরুষে তাহাকে বিবাহ করিয়া ত্যাগ করে, তত দিন পূর্ব্ব স্বামী তাহাকে আবার গ্রহণ করিতে পারে না। স্বামী ইচ্ছা করিলে এক বারেই "তালাক" শব্দ তিন বার উচ্চারণ করিতে পারে।

এক্ষণে পৃথিবীতে মুসলমান লোকেরাই দাসত্ব প্রথার পোষক।

ভারতবর্ষে হিন্দু ধর্ম্মের বাতাস লাগিয়া মুসলমানধর্ম্ম আরও খারাপ হইয়া গিয়াছে। তুরস্ক দেশে মুসলমানে ও খ্রীষ্টীয়ানে এক টেবিলে আহার করে, এ দেশে মুসলমানে খ্রীষ্টীয়ানের হাতে জল পর্য্যন্ত খায় না। এ দেশের মুসলমানেরা আগে হিন্দু ছিল, সুতরাং হিন্দুআনী আচার ব্যবহার অনেকটা করিয়া থাকে।

আরব দেশ।

আরব দেশ এশিয়া খণ্ডের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে, এক প্রকাণ্ড উপদ্বীপ। ইহার এক দিকে পারস্য উপসাগর, অপর দিকে লোহিত সাগর। ভারতবর্ষকে পাঁচ ভাগ করিয়া এক ভাগ বাদ দিলে যত বড় হইবে, আরব দেশ তত বড়। কিন্তু লোকের বসতি খুব কম। নিবাসীর সংখ্যা ৬০ লক্ষ মাত্র।

উপকূল বালুকাময় জলাভূমি। তৎপরে ভূমি বিলক্ষণ উচ্চ, দেশের মধ্যস্থলে পাহাড়ময় দেশ। উর্ব্বরা ভূমিও আছে, কিন্তু দেশের অধিকাংশই বালুকাময় মরুভূমি। আরব দেশের তুল্য গরম ও শুষ্ক দেশ পৃথিবীতে অল্পই আছে।

আরব দেশের মানচিত্র।

আরব দেশীয় লোক।
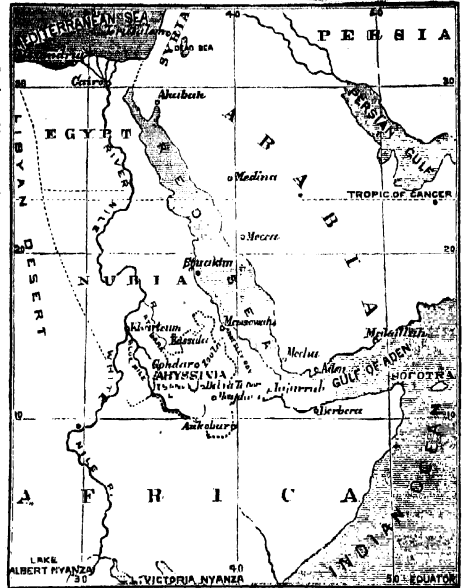
দুই প্রকার লোক এই দেশে বাস করে। যাহারা ঘর বাড়ী বাঁধিয়া বাস করে, তাহারা কতকটা সভ্য। অস্থায়ী নিবাসীদিগকে বেদুইন বলে, ইহার অর্থ মরুবাসী। ইহারা অসভ্য, অত্যাচারী, পশুপালন ও ডাকাতি ইহাদের উপজীবিকা। প্রথম হইতেই আরবেরা দস্যু। আরবের "হস্ত" চিরকালই সকলের প্রতিকূল এবং সকলের হস্তই আরবদের প্রতিকূল। সওদাগরেরা আরব দেশে দস্যুর ভয়ে দল বাঁধিয়া পথ চলে।

আরব দেশের উৎকৃষ্ট ঘোটক জগৎবিখ্যাত। আরবেরা আপন আপন ঘোড়াকে বড় ভাল বাসে। ঠিক ছেলের মত দেখে। কিন্তু জলক্লিষ্ট আরব দেশে উষ্ট্রই বেশী কাজে লাগে। জল না খাইয়া উষ্ট্র দীর্ঘ পথ চলিতে পারে।

আরবেরা নাতি দীর্ঘ, নাতিখর্ব্ব, কৃশ, কিন্তু বলবান। তাহাদের চক্ষু ও কেশ কৃষ্ণবর্ণ, তাহাদের বর্ণ কটা।

বেদুইনদিগের পোষাক। ইহাদিগকে গরম কাপড় পরিতে হয় না। ইহারা প্রথমে একটা কামিজ পরে, তাহার উপরে চোগা পরে। বেদুইনেরা মাথায় হরিদ্রা বা সবুজ বর্ণের কাপড় বাঁধে; তাহা দুই কাণের উপর দিয়া ঝুলিতে থাকে; তাহাতে কপালে রৌদ্র লাগে না। ধনী লোকেরা জরির কাজ করা টুপি পরে।

স্ত্রীলোকে একটা কামিজ পরে। আর মাথায় কাল, নীল, মেটে বা আর কোন রঙ্গের কাপড় দেয়। তাহারা পায়ে জুতা পরে না, কিন্তু অলঙ্কার বড় ভাল বাসে। কাণে রূপার মাকড়ি, ও নাকে রূপার নৎ পরে, সকলেই ওষ্ঠে নীল বর্ণের উল্কি আঁকে। অনেকে গালে ও অন্যান্য অঙ্গেও উল্কি পরিয়া থাকে। ভ্রূতে ও পক্ষ্মে শুরমা লাগায়। আরব রমণীর মুখ চন্দ্র সূর্য্য ক্বচিৎ দেখিতে পায়। বাড়ীতে লোক আসিলে এক প্রকার শব্দ করিয়া স্ত্রীলোকদিগকে সাবধান করিয়া দেওয়া হয়। তাহারা অমনি পালায়।

অতি অল্প আহার করিয়াই বেদুইন জীবন ধারণ করিতে পারে; উষ্ট্রের দুধ, আর শুষ্ক, বা ঘিয়ে ভাজা গণ্ডা কতক খেজুর হইলেই যথেষ্ট হইল। ইহারা মাখন বড় ভাল বাসে। মোটা আটা দিয়া হাত রুটী তৈয়ার করিয়া আগুনে সেঁকিয়া লয়। বড় বড় মাছ টুকরা টুকরা করিয়া শুকাইয়া রাখে।

বেদুইনেরা তাম্বুতে বাস করে। ছাগলের লোম দিয়া কাপড় বুনিয়া ইহারা তাম্বু তৈয়ার করে। তাম্বুর মধ্যস্থলে পশমী কাপড়ের একটা পরদা থাকে; অপর দিকে মকমল, সেইদিকে স্ত্রীলোকেরা বাস করে।

বহুবিবাহের বিধি থাকিলেও অধিকাংশ লোকে একটী বৈ বিবাহ করে না। কেহ যদি বিবাহ করিতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলে তাহার মনোনীত কন্যার পিতার কাছে এক জন লোককে কথা চালাইবার জন্য পাঠাইয়া দেয়। পিতা এ বিষয়ে ঘটককে উত্তর দেয়। কন্যার অমতে বিবাহ হইতে পারে না। পিতা ও কন্যা উভয়ের মত হইলে ঘটক কন্যার পিতাকে জিজ্ঞাসা করে, "তুমি স্বীকার করিতেছ যে, অমুকের সঙ্গে তোমার কন্যার বিবাহ দিতে সম্মত আছ?" কন্যার পিতা ইহাতে "হাঁ" বলে। বিবাহের দিন ধার্য্য হইলে বর একটী মেষশাবক লইয়া কন্যাকর্ত্তার তাম্বুতে আসিয়া পাঁচ জনের সাক্ষাতে সেটীকে কাটে। মেষশাবকের রক্ত মাটীতে পড়িলেই বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হইয়া যায়। তৎপরে ভোজ ও গীত বাদ্য হয়। একটু দূরে একটা তাম্বু খাটান থাকে, সূর্য্যাস্ত হইলেই বর সেই তাম্বুতে গিয়া কন্যার আগমন প্রতিক্ষায় পথ চাহিয়া থাকে। কন্যাটী এমন ভাণ করে যেন বরের তাম্বুতে যাইবার মন নাই; এই জন্য পিতার তাম্বু হইতে বাহির হইয়া পাড়া প্রতিবাসীর তাম্বুতে গিয়া লুকায়। অবশেষে কয়েক জন স্ত্রীলোকে তাহাকে ধরিয়া বরের তাম্বুতে দিয়া আইসে। বর কন্যাকে হাত ধরিয়া তাম্বুর ভিতরে লইয়া যায়। তখন স্ত্রীলোকেরা চলিয়া যায়। সে কালে পুরুষে স্ত্রীলোকদিগকে জোর করিয়া ধরিয়া লইয়া গিয়া বিবাহ করিত, বর্ত্তমান প্রথা সেই প্রথার নিদর্শন।

স্ত্রী ব্যভিচার করিলে স্বামী তাহাকে তাহার পিতা ও ভ্রাতার কাছে লইয়া যায়। দোষ প্রমাণিত হইলে পিতা নিজে, বা আর কেহ ব্যভিচারিণীকে কাটিয়া ফেলে

আরবেরা একই সময়ে একাধিক স্ত্রী প্রায়ই রাখে না বটে, কিন্তু ঘন ঘন স্ত্রী ত্যাগ ও নূতন স্ত্রী গ্রহণ

করিয়া থাকে। কোন পুরুষ কোন কারণে স্ত্রীর প্রতি অসন্তুষ্ট হইলে "তালাক" অর্থাৎ "ত্যাগ করিলাম" বলিয়া একটা যাদি উষ্ট্র দিয়া তাহাকে তাহার পিতার তাম্বুতে পাঠাইয়া দেয়। ত্যাগ করিবার কারণ দর্শাইতে হয় না। স্ত্রী এই রূপে ত্যক্তা হইলে সে নিজে, বা তাহার আত্মীয় জনেরা অপমান বোধ করে না। "সে ওকে ভাল বাসে না, তাই ছাড়িয়া দিয়াছে," এই বলিয়া আত্মীয় জনেরা কন্যার পিতা মাতাকে প্রবোধ দেয়। পুরুষ হয় ত সেই দিনই আর এক জনকে বিবাহ করিয়া বৈসে। কিন্তু ত্যক্তা স্ত্রী তাহা করিতে পারে না; পূর্ব্ব স্বামীর দ্বারা তাহার গর্ভ হইয়াছে কি না, তাহা জানা আবশ্যক। এই জন্য ৪০ দিন অপেক্ষা করিতে হয়। চারি পাঁচটী সন্তান হইলে পরও অনেকে স্ত্রীত্যাগ করিয়া থাকে। অনেকে ৪৫ বৎসর বয়স হইতে না হইতেই ৫০টী স্ত্রী গ্রহণ ও ত্যাগ করিয়া থাকে। যাহার যত উষ্ট্র থাকে, সে তত বার স্ত্রীত্যাগ করিতে পারে।

সন্তান জন্মিলে অমনি তাহার নামকরণ হয়। জন্মকালের কোন সামান্য ঘটনা, সূতিকাগৃহে উপস্থিত কোন স্ত্রীলোকের নাম, কোন ভালবাসা জিনিষের নাম অনুসারে সন্তানের নাম রাখা হয়। ঘটনাক্রমে একটা কুকুর কাছে থাকিলে সন্তানের নাম কেলাব রাখা হয়, কেলাব মানে কুকুর। নিজ নাম ছাড়া আরবদিগকে লোকে পিতার নামানুসারে অমুকের ছেলে, বা বংশের নামানুসারে, খাঁয়ের পো, সেখের পো বলিয়া ডাকে।

আরব জাতীয় বালকেরা, কেহ জিজ্ঞাসা করিলে, কেবল নামটী বলে, পদবি বলে না। পদবি বলিলে এই হয়, যদি সেই বংশের প্রতি কাহারও রাগ থাকে, তবে প্রতিশোধ লইবার জন্য ছেলেটাকে মারিয়া ফেলে।

ছেলেরা যাহা খুশি করিয়া বেড়ায়। পিতা মাতা ছেলেদিগকে ধীর শান্ত হইতে ও লোকের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করিতে শিক্ষা দেয় না। বরং অপরিচিত লোক তাম্বুর কাছ দিয়া গেলে তাহাদিগকে ঢিল মারিতে, ও তাহাদের জিনিষ চুরি করিতে, অথবা তামাসা করিয়া লুকাইয়া রাখিতে শিখায়। ছেলেরা যত দুরন্ত, যত অশান্ত হয়, পাড়া প্রতিবাসী ও পথিকদিগকে যত জ্বালাতন করে, ততই তাহাদের প্রশংসা। লোকে মনে করে, ইহারা বড় হইলে সাহসী যোদ্ধা হইবে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মুসলমান ধর্ম্মের জন্ম আরব দেশে।

তুর্কীস্থান।

মধ্য-এশিয়ায় আফ্‌গানিস্থানের উত্তরে তুর্কীস্থান নামক দেশ। এ দেশের অধিপতিকে খাঁ বলে। তুর্কীস্থান পূর্ব্বে তিনটী রাজ্যে বিভক্ত ছিল। পূর্ব্ব দেশীয় রাজ্যের নাম খোকান, মধ্য প্রদেশের নাম বোখারা এবং পশ্চিম প্রদেশের নাম খিবা। রুশীয় সম্রাট সমস্ত খোকান, বোখারা ও খিবা রাজ্যের অধিকাংশ দখল করিয়া লইয়াছেন। বাকি অংশও প্রকৃত পক্ষে রুশের অধীন।

তুর্কীস্থানকে বহুজাতীয় মানুষের জন্মভূমি বলা যায়। এই দেশ হইতে লোকেরা দলে দলে পৃথিবীর নানা দিকে গিয়া বহু রাজ্য জয় ও বড় বড় সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছে।

ইউরোপ-এশিয়ার তুরস্ক রাজ্যের স্থাপনকর্ত্তা এই তুর্কী দেশের লোকেরা। বাবর যেমন আসিয়া মোগল সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন, তেমনি তুরস্কেরাও এই দেশ হইতে গিয়াছিল।

তুর্কীস্থানের নিবাসীরা পশুপ্রকৃতি, দয়ামায়াশূন্য, বিশ্বাসঘাতক এবং নিষ্ঠুর দাসব্যবসায়ী ছিল। ইহারা সুন্নি মুসলমান, এই জন্য পারস্য দেশীয় লোকদিগকে দুই চক্ষে দেখিতে পারে না।—তাহারা শিয়া। এক্ষণে তুর্কী লোকদিগের বিবরণ লিখিতেছি।

তুর্কীদিগের দেশ মরুভূমিময়। তিন চারি দিন চলিয়া যাও, পথে জলও নাই, একটী গাছও নাই। শীত কালে মাটীর উপর বরফ জমিয়া থাকে, গ্রীষ্ম কালে ভয়ানক গ্রীষ্ম। কেবল কোন কোন নদীর তীরবর্ত্তী ভূমিতে যে কিছু কৃষিকার্য্য হইয়া থাকে। অধিকাংশ তুর্কীর মোঙ্গলদিগের ন্যায় চ্যাপটা মুখ, ছোট ছোট চক্ষু, কৃষ্ণবর্ণ কেশ। ককেশীয় মুখ, তিল-ফুল-সদৃশ নাসিকা ও আকর্ণ বিভ্রান্ত চক্ষু তাহাদের মতে অতি বিশ্রী।

তুর্কী।

পুরুষে পশুলোমজাত জামা ও টুপি পরে। ইহারা সুদক্ষ অশ্বারোহী। স্ত্রীপুরুষ উভয়েই লাল কাপড়ের জামা পরে। স্ত্রীলোকে গৃহে কেবল এই জামা পরিয়াই থাকে। বাহিরে যাইতে হইলে একটা লম্বা জামা পরে। চুল বেণী করিয়া পৃষ্ঠে ঝুলাইয়া দেয়, জামাতে তাহা ঢাকা পড়ে। ইহারাও গহনা বড় ভাল বাসে। গলায়, কাণে, নাকে ইহারা নানা প্রকার গহনা পরিয়া থাকে। তাহা ছাড়া কবজ ও মাদুলিও ধারণ করে। তুর্কীরা উষ্ট্র, মেষপাল এবং ঘোড়া লইয়া নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়। ঐ সকলের মাংস ও দুধ উহাদের প্রধান খাদ্য। উহারা ঘোটকী দুহিয়া তাহার দুধ খায়। ঘোটকীর দুধ ফেণাইয়া উঠিলে তাহাকে "কৌমিজ" বলে, ইহাই উহাদের প্রিয় পানীয়। ইহারা উষ্ট্র ও ঘোড়ার মাংস খায়; কিন্তু মেষমাংসেরই বেশী আদর। পোলাও ইহাদের অতি উপাদেয় সামগ্রী।

ইহাদের তাম্বু অতি চমৎকার। কাষ্ঠের কাঠাম উষ্ট্রের লোমজাত মোটা কাপড়ে আবৃত। এই তাম্বু অতি সহজে ও অল্প সময়ে খাটাইতে এবং তুলিয়া লইতে পারা যায়। যে সকল লোক স্থায়ী বাড়ী ঘর

ঘোটকী দোহন।

বাঁধিয়া নগরে বাস করে, অপর লোকে তাহাদিগকে পাগল বলিয়া উপহাস করে। এক জন অপর জনকে এই বলিয়া অভিশাপ দেয়—"তোকে যেন এক স্থানে স্থায়ী হইয়া থাকিতে ও রুষের মত খাটিয়া খাইতে হয়।"

তুর্কীস্থানে বংশমর্য্যাদার বড় আদর। পথে দুই জনের পরস্পর সাক্ষাৎ হইলে সাত পুরুষের নাম জিজ্ঞাসা করা হয়। আট বৎসরের ছেলেও এই সকল জিজ্ঞাসা করা মাত্র বলিয়া ফেলে। অন্যান্য দেশের লোকের ন্যায় তুর্কীরাও দেশাচারের দাস।

বরকন্যা।

যুবকেরা নিজে নিজে স্ত্রী মনোনীত করিয়া লয়। এ জন্য আত্মীয় জনকে কষ্ট পাইতে হয় না। কোন যুবতীর উপর কোন যুবকের মন পড়িলে যুবক সে যুবতীর মাতা পিতাকে জানায়। জিজ্ঞাসা করা হয়,

এই কন্যার পণ স্বরূপ নয়টা উষ্ট্র, নয়টা মেষ ও নয়টা ঘোড়ার কয় গুণ দিতে হইবে। নয়টা হইতে ৯৯ টা পর্য্যন্ত পণ ধার্য্য হইয়া থাকে। কেবল খাঁ নিজে ৯৯ টা করিয়া পশু দিয়া থাকেন। বর কন্যাকে এক প্রস্ত গহনাও দিয়া থাকে। বিবাহ উপলক্ষে দিন কতক ধরিয়া ভোজ, নৃত্য গীত ও ঘোড় দৌড় হইয়া থাকে। কোন কোন স্থলে বর কন্যাকে ঘোড়ায় চড়াইয়া লইয়া যায়, যাইতে যাইতে বন্দুক ছোড়ে।

স্ত্রীলোকে উষ্ট্র ও ঘোটকী দোহে, তাম্বু খাটায় ও অন্যান্য শ্রমসাধ্য কর্ম্ম করিয়া থাকে, উষ্ট্রে চড়িয়া ভ্রমণ কালে তাহারা উষ্ট্রের লোম দিয়া সুতা কাটে।

তুর্কীরা নামে মাত্র সুন্নি মুসলমান। ভারতবর্ষীয় সাধারণ মুসলমানদের ন্যায় উহারা ধর্ম্মটীর কিছুই জানে না। পারস্য দেশের লোকেরা শিয়া, তাহাদিগের প্রতি হিংসা ভাবই উহাদের ধর্ম্মের এক প্রধান অঙ্গ। যাদু টোট্‌কা ইহারা বড় মানে। কোরাণের বচন কাগজে লিখিয়া কবচে করিয়া ধারণ করিলে পীড়া আরোগ্য হয়, ইহাই তাহাদের বিশ্বাস। হিন্দুদের কাছে গঙ্গা-মৃত্তিকার যেমন, উহাদের কাছে মক্কার ধুলির তেমনি, বা ততোধিক আদর। লোকে পীড়া হইলে ঔষধ না খাইয়া ঐ ধুলা খায়।

তুর্কীরা পূর্ব্ব কালে পারস্য দেশের লোকদিগকে ধরিয়া লইয়া গিয়া গোলাম ও বাঁদী করিয়া রাখিত। তাহাদিগের উপর যার পর নাই অত্যাচার করিত। এক্ষণে তুর্কীস্থানের অধিকাংশ রুষের অধীন হওয়াতে আর বাঁদী গোলাম রাখিবার যো নাই।

পারস্য দেশ।

ভারতবাসীর পক্ষে পারস্য দেশের বিবরণ বিশেষ মনোরম, কারণ ভারতের উত্তরাংশে যে আর্য্যেরা বসতি করিয়াছিলেন, তাঁহারা পারস্য দেশের নিকটবর্ত্তী কোন স্থান হইতে আসিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়। পারসিকেরা আপনাদের দেশকে "ইরাণ" বলে।

পারস্য দেশের পূর্ব্ব সীমানা আফগানিস্থান এবং পশ্চিম সীমানা তুরস্ক দেশীয় সুলতানের এশিয়াস্থ এলাকা। পারস্য দেশ ভারতবর্ষের দেড়া। কিন্তু নিবাসীদিগের সংখ্যা ৭০ লক্ষ মাত্র।

দেশের মধ্যবর্ত্তী অঞ্চল উচ্চ সমভূমি, চতুর্দ্দিকে পর্ব্বতমালা। দেশের অধিকাংশ স্থান লোণা ও বালুকাময় মরুভূমি; উর্ব্বরা ভূমি অল্প পরিমাণে আছে। পারস্য দেশে বিস্তর লবণ হ্রদ আছে।

উষ্ট্রই প্রধান বাহন; পারস্য দেশের ঘোড়াও বলবান ও দ্রুতগামী; মেষগুলির লাঙ্গূল চৌড়া (যেমন দুম্বার), এক একটা লাঙ্গূল ওজনে দশ বার সের।

পারস্যের শাঃ।

পুরাকালে পারস্য অতি ক্ষমতাশালী সাম্রাজ্য ছিল। ভারতবর্ষের কতকটাও পারস্য সাম্রাজ্যের অধীন ছিল। পারস্য দেশের সম্রাটকে "শাঃ" বলে, লোকে

তাঁহাকে "শাঃ-ইন-শাঃ" বলে, ইহার অর্থ "রাজাধিরাজ।" কিন্তু আজ কাল তাঁহার ক্ষমতা খুব কমিয়া গিয়াছে।

পারস্য দেশের প্রজারা নানা জাতীয়। আসল পারসিকেরা ছাড়া লক্ষ লক্ষ তুর্কী, বেলুচি, হিন্দু (বোধ হয় জৈন) ও আর্ম্মাণী আছে। তুর্কীরা সে দেশেও এক স্থানে স্থায়ী হইয়া থাকে না, ঘুরিয়া বেড়ায়। ভারতবর্ষে আমরা যাহাদিগকে পার্শী বলি, তাহারা আদৌ পারস্য দেশ হইতে আসিয়াছিল। এখনও অগ্নির উপাসক পার্শী পারস্য দেশে আছে, কিন্তু অল্প।

সুর্ম্মা দেওয়া চক্ষু ও জ্র।

পারসিকেরা দেশের শাসনকর্ত্তা। তাহারা দীর্ঘকায়, সুন্দর ও অনেকটা গৌরবর্ণ। তাহাদের কেশ ঘন কৃষ্ণবর্ণ, চক্ষু বড় বড়। তাহাদের নাসিকা বড়, নাসিকার অগ্রভাগ গরুড় পক্ষীর চঞ্চুর ন্যায় ঈষৎ বক্র। পুরুষেরা লম্বা দাড়ি রাখে। স্ত্রীলোকেরা স্বভাবতঃ সুন্দরী। কিন্তু বড় ঘরের সুন্দরীরা মুখে রং মাখিয়া মুখশ্রী নষ্ট করিয়া ফেলেন। জ্র যদি জোড়া না হয়, জ্রতে সুর্ম্মা দিয়া যুক্ত করিয়া লওয়া হয়। গণ্ড-দেশে ফুল বা তারা আঁকিয়া দেওয়া হয়। গরিব লোকেরা উল্কি পরে। স্ত্রীলোকে চুলগুলিকে বেণী পাকাইয়া বেণীর ডগা রং দিয়া লালবর্ণ করে।
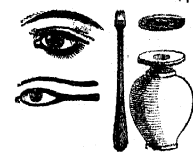
পুরুষে ইজের ও জামা পরে, জামার উপর চাপকান, তাহার উপর চোগা। চোগা বড় দামী। যাহার যত টাকা, সে তত দামী চোগা পরিয়া থাকে। ইজের পরাতে এক সুবিধা এই, মাটীতে চাপিয়া বসা যায়। পাতলুন পরিলে চৌকি, বা আর কোন প্রকার উচ্চ আসন নহিলে বসা যায় না। উৎসব উপলক্ষে পোষাকী কাপড় পরা হয়, তখন পোষাকের বড় বাহার। ছেলেদের ন্যায় পারসিকেরা পোষাকটা বড় আবশ্যকীয় মনে করে। ইহাদের চোগার আস্তিন খুব বড়। আমরা যেমন ধুতির খোঁটে ও চাদরে এটা সেটা বাঁধিয়া ল[illegible] উহারা তেমনি চোগার আস্তিনে জিনিষ পত্র র[illegible]।

পারস্য দেশের কেরাণী বাবু।

কেবল মোল্লারা বড় বড় পাগড়ি পরে, অপর লোকে কাপড়ের বা মেষচর্ম্মের বড় টুপি ব্যবহার করিয়া থাকে। স্ত্রীপুরুষ উভয়ে জুতা ও মোজা পরে।

ভদ্র মহিলারা কোথায়ও যাইতে হইলে ঘন নীল-বর্ণ কাপড়ে আপাদ মস্তক ঢাকিয়া থাকেন। কিন্তু গৃহে বেশী কাপড় পরেন না। ইহাঁরাও বিস্তর গহনা পরিয়া থাকেন। নিম্ন শ্রেণীর স্ত্রীলোকেরা আপাদ মস্তক ঢাকিয়া

পারস্য-মহিলা।

ময়দাই ইহাদের প্রধান খাদ্য। ময়দা দিয়া ইহারা নানা প্রকারের রুটী করিয়া খায়। ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের লোকে যে চাপাতি খায়, সেই প্রকার রুটীই পারস্য দেশে বেশী প্রচলিত। উহারা চাপাতিতে মাখন মাখিয়া খায়। হাঁস, মুরগীর ডিম, দধি, পনির, এ সকলও বিলক্ষণ প্রচলিত। ধনী লোকেরা পোলাও, কালিয়া, কোরমা ইত্যাদি খায়। হিন্দুরা দেবতার নামে গোটা কতক অন্ন ফেলিয়া দিয়া ভাত খাইতে আরম্ভ করেন, কিন্তু পারস্য দেশী মুসলমানেরা ঈশ্বরের ধন্যবাদ দিয়া আহার করিতে আরম্ভ করে। ইহারা আমাদের মত হাতে খায়, চামচ কাঁটার ব্যবহার করে না। আহারান্তে হাত মুখ ধুইয়া ফেলে।

দিল্লী অঞ্চলে পল্লীগ্রামে যেমন মাটীর ঘর, পারস্য দেশের পল্লীগ্রামেও ঘর কেবল মাটীর। ধনী লোকদের বাড়ী প্রায়ই বড়, কিন্তু গৃহে তৈজস পত্র বড় কম। আমাদের দেশের ন্যায় গরিব লোকে ঘরের মেঝেতে বিছানা পাতিয়া শোয়। দিনের বেলা বিছানা গুটাইয়া তুলিয়া রাখে।

গরিব লোকে অতি ময়লা কাপড় পড়ে, কিন্তু ঘন ঘন স্নান করিয়া থাকে। গ্রামে গ্রামে স্নান করিবার ঘর আছে।

কলিকাতার দক্ষিণস্থ দাক্ষিণাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণ সমাজের ন্যায়, পারস্য দেশে শিশু কালেই বাগ্‌দান হইয়া থাকে। কিন্তু বরকে কন্যা কখনও দেখিতে পায় না। বর কন্যা উভয়ে বড় হইলে মোল্লার কাছে গিয়া বিবাহিত হয়। তৎকালে ইচ্ছা করিলে কন্যা অসম্মত হইতে পারে। আমাদের দেশে যেমন, পারস্য দেশেও তেমনি বিবাহে খরচ পত্র বড় বেশী। গরিব লোকদিগের তত ব্যয় নাই, ধনী লোকেরাই অনেক সময়ে পুত্র কন্যার বিবাহ দিয়া নিঃসম্বল হইয়া পড়ে। বিবাহে তিন দিন আত্মীয় জনকে না খাওয়াইলেই নয়, অনেকে চল্লিশ দিন পর্য্যন্ত লোক জন খাওয়াইয়া থাকে। প্রথম দিবস পাঁচ দিক হইতে পাঁচ জন বিবাহ বাটীতে আসিয়া একত্রিত হয়। দ্বিতীয় দিবস, গায়ে হলুদ—অর্থাৎ মেঁদি পাতার রস দিয়া কন্যার হাত পা লাল করা হয়। তৃতীয় দিনে আসল বিবাহ হয়। বরকে প্রথমে আয়নাতে কন্যার মুখ দেখিতে হয়। মুখ দেখা হইলে বর এক খণ্ড মিস্রী মুখে দিয়া কামড়াইয়া দুই খণ্ড করে, এক খণ্ড আপনি খায়, অপর খণ্ড কন্যাকে দেয়। বিবাহ হইয়া গেল।

কোরাণ মতে পারস্য দেশীয় লোকে চারিটী বিবাহিত ও যত ইচ্ছা বাঁদী রাখিতে পারে। স্ত্রীরা এক প্রকার দাসী হইলেও তাহাদের অনেকটা ক্ষমতা চলে। অনেকে বড় রাগী। তাহারা অবহেলে যেখানে খুশি যায়, বাধা দিলে স্বামীকে জুতা ছুড়িয়া মারে। স্ত্রী ত্যাগ করিলে তাহাকে দেন মোহরের টাকা ধরিয়া দিতে হয়। কিন্তু স্ত্রী যদি ইচ্ছা করিয়া চলিয়া যায়, তবে দিতে হয় না। স্ত্রী ব্যভিচারিণী হইলে স্বামী অমনি তাহাকে ধরিয়া কাটিয়া ফেলিতে পারে, বিচারকের কাছে লইয়া যাইবার প্রয়োজন নাই। ইহাতে বিনা দোষে অনেক স্ত্রীলোকের প্রাণ যায়।

পারস্যের শাহার অন্তঃপুরে বিস্তর স্ত্রী লোক। তাহারা যে বড় সুখে আছে, তাহা নহে। সন্তানের মা হইতে কেহই চাহে না। যদি কাহারও সন্তান হয়, তাহা হইলে তাহাকে আর ইহজন্মে অন্দর মহল হইতে বাহির হইতে দেওয়া হয় না, সে স্বতন্ত্র দাসদাসী পায়। নূতন শাহা সিংহাসনে বসিলে, উক্ত অভাগিনীদিগের ছেলেদিগকে প্রায়ই কাটিয়া বা তাহাদের চক্ষু তুলিয়া ফেলা হয়। যাহাদের সন্তান থাকে না, শাহা তাহাদিগকে বিলাইয়া দেন।

পারসিকেরা শিয়া সম্প্রদায়স্থ মুসলমান। শিয়া মানে "শিষ্য"। ইহারা আলীর মতাবলম্বী, এবং আলীকেই মহম্মদের প্রধান উত্তরাধিকারী বলিয়া মানে। ইহারা হাসেন ও হোসেনের স্মরণার্থ মহরম করে। সুন্নি নামে আর এক সম্প্রদায় মুসলমান আছে, সুন্নি অর্থে সত্য পথাবলম্বী বুঝায়। অধিকাংশ মুসলমানই এই সম্প্রদায়স্থ। তাহারা মহম্মদের দুই জন শ্বশুর ও ওস্মানকে সত্য কালিফা বলিয়া মানে। মহম্মদকে নবী বলিয়া মানিলেও, তুর্কী ও পারসিকদিগের মধ্যে যে প্রকার বিদ্বেষভাব, তেমন আর কোথায়ও নাই।

পারসিকেরা ভদ্র, আতিথেয়; পিতা মাতার অনুগত। সন্তানসন্ততিদিগকে ইহারা বড় ভাল বাসে। কিন্তু ইহারা বিখ্যাত মিথ্যাবাদী। অনেকে কথায় কথায় বলিয়া থাকে, "যদিও আমি পারসিক, তবু আমার কথা বিশ্বাস কর।" ইহারা কথা দেয়, কিন্তু কথা রক্ষা করে না। রাজকর্ম্মচারিরা ঘুষখোর।

তুরস্ক দেশ।

তুরস্ক দেশীয় সুলতানের সাম্রাজ্য, এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপ, এই তিন দেশেই আছে। সাম্রাজ্যটী প্রায় ভারতবর্ষের সমান। নিবাসীর সংখ্যা তিন কোটি ২০ লক্ষ।

তুরস্ক দেশী মুসলমান ও তাহার স্ত্রী।

এশিয়া খণ্ডের একান্ত পশ্চিম প্রান্তে সুলতানের এলাকা। রাজ্যটী ভারতবর্ষের অর্দ্ধেক। উত্তর-পশ্চিমাংশে উচ্চ ভূমি, পর্ব্বতময়; দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকটা বালুকাময় মরুভূমি ও নদীময়ী সমভূমি। এশিয়াস্থ তুরস্কের পশ্চিম দিকে ইউরোপস্থ তুরস্ক। মধ্যস্থলে সমুদ্র থাকাতে পৃথক হইয়াছে। ইউরোপস্থ তুরস্ক এক্ষণে আমাদের মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সি যত বড়, তত বড় হইবে। রাজধানীর নাম কন্‌ষ্টান্টিনোপল, নগরটী এক সরু খাড়ির ধারে স্থাপিত, এই নগরকে ভারতবর্ষীয় মুসলমানেরা রুম ও সুলতানকে রুমের বাদশা বলে।

রাজ্য মধ্যে উর্ব্বরা ভূমি বিস্তর, কিন্তু কৃষিকার্য্যের উন্নতি হয় নাই। রাস্তা ঘাট খুব কম। করভারে প্রজারা অত্যন্ত পীড়িত, তাহা ছাড়া রাজকর্ম্মচারীদিগের পীড়ন আছে। ঘুষ না দিলে রাজপুরুষদিগের দ্বারা কোন কার্য্য উদ্ধার হয় না। রাজ্যের কোন কোন অংশে চোর ডাকাইতের ভয়ে প্রজাদিগকে প্রাণ হাতে করিয়া থাকিতে হয়। একটী প্রবাদ আছে, তুরস্ক দেশীয় লোক যে দেশে পা দেয়, সে দেশের জমিতে ঘাসও গজায় না। এশিয়া খণ্ডের মধ্য প্রদেশে, আফগানিস্থানের উত্তরে তুর্কীস্থান নামে যে দেশ আছে, তুরস্ক দেশীয় মুসলমানেরা সেই দেশ হইতে আদৌ আসিয়াছিল।

ওৎমান, বা ওস্মান্ নামে এক ব্যক্তি বর্ত্তমান সুল্‌তান বংশের স্থাপয়িতা; ১৩০০ খ্রীঃ অব্দে ইনি রাজ্য স্থাপিত করেন। ১৪৫২ সালে মুসলমানেরা কনষ্টান্টিনোপল দখল করত রোম সাম্রাজ্যের পূর্ব্বাংশ আত্মসাৎ করে। প্রায় দুই শত বৎসর কাল মুসলমানদের ভয়ে ও দৌরাত্ম্যে ইউরোপীয় খ্রীষ্টীয়ানদিগের প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়াছিল। উহারা দুই দুই বার অষ্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনা নগর অবরোধ করিয়াছিল। গত দুই শত বৎসর ধরিয়া তুরস্ক সাম্রাজ্যের অধোগতি হইয়া আসিতেছে, এক্ষণে উক্ত রাজ্যের নিতান্ত দুর্দ্দশা। সুলতানকে এক্ষণে ইউরোপীয় ষড়শক্তির মন যোগাইয়া চলিতে হয়। এক্ষণে শয্যাগত পীড়িত লোকের সঙ্গে তুরস্ক সাম্রাজ্যের তুলনা হইয়া থাকে। অন্য খ্রীষ্টীয়ান রাজারা বাধা না দিলে রুষের সম্রাট কোন্ কালে কনষ্টান্টিনোপল নগর দখল এবং সেন্ট সফিয়া নামক গির্জার চূড়ায় ক্রুশ খাড়া করিয়া দিতেন।

তুরস্ক দেশের শাসন প্রণালী চিরকালই রাজতন্ত্র। কিন্তু সুল্‌তানকে কোরাণের নিয়মানুসারে দেশের শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হয়। শেখ্-উল ইস্লাম্ নামে এক জন প্রধান ব্যবস্থাপক আছেন, তাঁহার পরামর্শ মানিয়া সুলতানকে চলিতে হয়। সুলতান যে কোন বিষয়ের মীমাংসা করেন, তদ্বিষয়ে আপত্তি করিবার অধিকার উক্ত ব্যবস্থাপকের আছে। সুলতান ইচ্ছা করিলে চাপরাসিকে রাজমন্ত্রী করিতে পারেন। ৩১টী জেলাতে সাম্রাজ্যটী বিভক্ত। এক এক জেলাকে "বিলায়ত" বলে। এক এক জেলায় দুই চারিটী করিয়া মহকুমা আছে। রাজ্য মধ্যে কোন মুসলমান ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিলে, অর্থাৎ খ্রীষ্টীয়ান হইলে, তাহার প্রাণদণ্ড হইত। ১৮৫৬ সালে এ নিয়ম রহিত হইয়াছে।

আহার প্রণালী।

তুরস্ক দেশীয় মুসলমানেরা বলপূর্ব্বক অনেক ইউরোপীয় স্ত্রীপুরুষকে মুসলমান করিয়াছিল। তাহাদের সহিত বৈবাহিক আদান প্রদান হওয়াতে মুসলমানদের মুখাকৃতি অনেকটা ইউরোপীয়দিগের মত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহারা গৌরবর্ণ, অনেকে ইউরোপীয়দিগের মত শ্বেতবর্ণ। ইহাদের ভাব গম্ভীর, আচার ব্যবহার সৌজন্যযুক্ত। ইহারা শ্রমশীল নহে। নিষ্কর্ম্মে দিন কাটাইতে ভাল বাসে। ইউরোপীয়দিগের মত ইহারা কর্ম্মঠ নহে। ইহারা যুদ্ধপ্রিয়, এবং ইহাদের মত যুদ্ধনিপুণ লোক পৃথিবীতে খুব কম আছে। সাধারণ লোকেরা নিরামিষ-ভোজী; তামাক ও কাফি খুব খায়, কিন্তু মদ স্পর্শ করে না। বড় লোকে নানা উপাদেয় সামগ্রী ভোজন করেন, এবং কোরাণে নিষেধ থাকিলেও সুরাপান করিয়া থাকেন। কোন কোন সুলতান অপরিমিত সুরাপায়ী ছিলেন।

অনেকেই একাধিক স্ত্রী রাখিতে পারে না। বড় লোকেরা সর্কেশীয় ও জর্জ্জীয় সুন্দরীদিগকে বিবাহ করেন; এই দুই জাতীয় স্ত্রীলোক জগদ্বিখ্যাত সুন্দরী। ইহাদিগকে বিবাহ করিয়া অন্তঃপুরে এমন সাবধানে রাখা হয় যে, চন্দ্র সূর্য্যও ইহাদের মুখ দেখিতে পায় কি না, সন্দেহ। রাস্তা ঘাটে এই সুন্দরীরা সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া চলেন; তিন পুরু কাপড়ে মুখ ঢাকা থাকে। ইহাদের বাসস্থানকে হারেম বা অন্দরমহল বলে।

সর্কেশীয়া সুন্দরী।

অন্দরমহলে বড় মানুষের স্ত্রীরা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কক্ষে থাকেন, মধ্যে মধ্যে এক এক জনের কক্ষে ভোজ হইয়া থাকে। ইহাঁরা মস্‌জিদে পর্য্যন্ত যাইতে পান না; অন্দরমহলেই সকলে মিলিয়া আমোদ আহ্লাদ করেন। বড় মানুষদের স্ত্রীরা অন্দরমহলে শুইয়া বসিয়া দিন কাটান, কোন কর্ম্ম করিতে হয় না। কিসে করিয়া স্বামীর প্রিয়পাত্র হইবেন, ইহাই তাঁহাদের প্রধান লক্ষ্য। এক এক জনের স্বতন্ত্র কক্ষ থাকিলেও বাটীস্থ নির্দ্দিষ্ট কক্ষে সকলে মিলিয়া একত্র আহার করেন, গান বাজনা ও আমোদ আহ্লাদে সময় কাটান। ইহাঁরা তামাক খাইয়া থাকেন।

কন্‌ষ্টান্টিনোপল নগরে স্ত্রীলোকেরা অনেকটা স্বাধীনা। মুখে আবরণী থাকে বটে, কিন্তু এত সূক্ষ্ম যে, তাহাতে মুখের সৌন্দর্য্য বর্দ্ধিত হয়।

শিশুকে কাপড় দিয়া এমন করিয়া জড়াইয়া রাখা হয় যে, তাহার হাত পা খেলিতে পায় না। কাপড়ে জড়াইয়া দোলায় ফেলিয়া বাঁধিয়া রাখা হয়। ছেলের কাছে সদাই কেহ না কেহ থাকে, একা [illegible] পায়। [illegible] ছেলের কাছে বসিয়া থাকিলে গরিব স্ত্রীলোকদের সংসারের

মুখাবরণী।
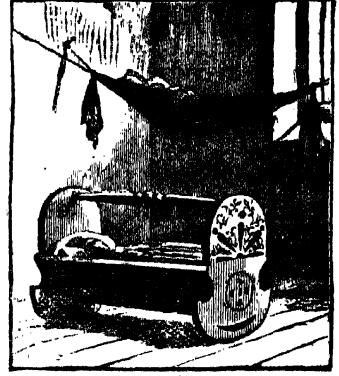
দোলনা।

কাজ চলে না; সুতরাং ছেলেকে একাকী রাখিয়া তাহাদিগকে গৃহকার্য্য করিতে হয়; কিন্তু দোলনার গায়ে এক গাছা ঝ্যাঁটা খাড়া করিয়া রাখিয়া দেওয়া হয়; ঝ্যাঁটাই ছেলের রক্ষক।

আত্মীয় লোকের গৃহে গেলে শিশুর দিকে তাকাইয়া দেখিতে নাই; শিশুকে সুন্দর বলিয়া প্রশংসা করিতে নাই; বলিতে হয়, বিশ্রী, কদাকার, পাজি, দুষ্ট ছেলে। কেহ ছেলের দিকে তাকাইয়া দেখিলে অমনি ছেলের মুখে থুথু দিতে হয়। অন্যান্য দেশের মুসলমানদের ন্যায় তুরস্ক রাজ্যের মুসলমানেরাও কুসংস্কারের দাস। "কুদৃষ্টির" ভয়টাই বড় বেশী। গাছের ফল শুকাইয়া গেলে, লোকে বলে, কেহ নজর লাগাইয়াছিল। কোন জিনিষ ভাঙ্গিয়া বা হারাইয়া গেলে লোকের নজরের দোষ। লোকে স্বপ্ন, যাদু ও মন্ত্র মানে।

ছেলে বড় হইয়া দুধ ছাড়া আর কিছু খাইতে পারিলে, সে যাহা চায়, তাই দেওয়া হয়। এই কারণে প্রতি বৎসর বিস্তর ছেলে মারা পড়ে।

মাদ্রাসা।

বহি বগোলে বালক।

বালকেরা মাদ্রাসায় (বিদ্যালয়ে) যায় বটে, কিন্তু পড়ে কেবল কোরাণ। সকল মস্জিদেই এক একটা মাদ্রাসা আছে। আমাদের দেশে ছেলেরা পাঠশালে গিয়া যেমন করিয়া বসিয়া লেখা পড়া করে, এই বালকেরাও তেমনি করে। মাদ্রাসা ছাড়া সরকারি স্কুলও আছে, তাহাতে নানা বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয়। ছেলেরাও বহি বগোলে করিয়া স্কুলে যায়।

প্রজারা সুলতানের মাকে সুলতানের তুল্য সমাদর ও মায়ের ন্যায় জ্ঞান করিয়া থাকে। তাঁহার উপাধি নারী-শ্রেষ্ঠা, রাণীদিগের রাণী, যাঁহা হইতে সুখ ও সম্মান প্রবাহিত হয়, যাঁহার সতীত্ব অনন্তকাল স্থায়ী।

অতি অল্প বয়সেই দেশের বড় লোকদের সঙ্গে রাজবংশীয়া কন্যাদিগের বিবাহ হইয়া থাকে। রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করিলে নানা সম্মান ও উপাধি লাভ হয়। পূর্ব্ব কালে রাজকন্যাগণের পুত্র সন্তান হইলে অমনি মারিয়া ফেলা হইত, পাছে বড় হইয়া তাহারা সিংহাসন দাবি করে। এই প্রথা বহুকাল চলিয়া আসিয়াছিল। সুখের বিষয় এই, এখন আর এ প্রকার শিশুহত্যা হয় না।

মিসর দেশ।

আমরা যে দেশকে এক্ষণে মিসর বা ইজিপ্ত বলি, প্রাচীন কালে সে দেশের নাম ছিল "মিজ্রাইম।" আফ্রিকা মহা দেশের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তভাগে এই দেশ। নীল নদের নিম্ন উপত্যকা এই দেশের অন্তর্গত। যে অঞ্চল দিয়া নীল নদ বহিয়া যায়, সে অঞ্চলে খুব শস্য জন্মে, কিন্তু অন্যান্য অঞ্চল রৌদ্রে পোড়া মরুভূমি মাত্র।

অতি প্রাচীন কালে মিসরের যে রাজাদিগকে ফরৌণ বলিত, সেই রাজাদের রাজত্ব কালে মিসর দেশের লোকেরা বিলক্ষণ সভ্য ছিল। তাহাদিগের আমলে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মন্দির, পীরামিদ ও [illegible]র নির্ম্মিত হইয়াছিল। ফরৌণ রাজাদের প্রাদুর্ভাব খর্ব্ব হইয়া আসিলে নানা জনে গিয়া মিসর দেশ [illegible]কার করেন। ১৫১৭ সালে তুরস্কের স্থলতান এই দেশ পরাজিত করেন, আজি পর্য্যন্ত স্থলতান ক[illegible]াইয়া থাকেন। দেশের রাজাকে খিদিব্ বলে। মহম্মদ আলির বংশীয়েরা দেশের খিদিবত্বের অধিকারী।

কপ্ত নামে এক জাতীয় লোক আছে, তাহারাই মিসরের আদিমনিবাসী। তাহারা ছাড়া আরব ও তুর্কী লোকও আছে। এক্ষণে মিসরে বিস্তর ইউরোপীয় আছে, তাহাদিগকে দেশীয় লোকে ফ্রাঙ্ক বলে। দেশের ভাষা আরবি। কপ্ত জাতীয় লোকেরা খ্রীষ্ট ধর্ম্ম মানে, কিন্তু তাহারা প্রায়ই পৌত্তলিক। দেশের অধিকাংশ নিবাসী মুসলমান।

মিসর দেশীয় লোকেরা নাতিদীর্ঘ নাতিখর্ব্ব; বিলক্ষণ বলবান। উত্তরাঞ্চলে যে সকল লো[illegible] রৌদ্রে খাটিয়া খায় না, তাহারা অনেকটা গৌরবর্ণ। আর সকলে, বিশেষ দক্ষিণাঞ্চলের লোক তত [illegible]রবর্ণ নহে, বরং শ্যামবর্ণ। প্রায় সকলেরই মুখে বসন্তের দাগ, ছেলে বেলা বসন্ত হওয়াতে বিস্তর লে[illegible] কাণা ও অন্ধ। যৌবন কালে স্ত্রীলোকদিগকে বিলক্ষণ লাবণ্যময়ী দেখায়, কিন্তু ৪০ বৎসর বয়স হইলে [illegible]ড়ী ও কদাকার হইয়া যায়। স্ত্রীলোকেরা চক্ষে সুর্ম্মা পরে, মেঁদি পাতার রস দিয়া হাত পা রঙ্গায়। [illegible]কর ব্যবহারও বিলক্ষণ। অনেকে নীল রঙ্গের উল্কি পরিয়া থাকে। সীতাঁর চুল কাটিয়া ছোট করা হ[illegible]ন্তু মুখের দুই দিকে বাকি চুল বেণী পাকাইয়া ঝুলাইয়া দেওয়া হয়।

কোথায়ও যাইতে হইলে স্ত্রীলোকে একটা ঢিলা আলখেল্লা পরে। মুখে আবরণী দেয়। সাদা ম[illegible]ন কাপড় দিয়া এই আবরণী তৈয়ার হয়। চক্ষু দুটী ছাড়া বাকি মুখ ঢাকা থাকে। আবরণী এত ল[illegible]য, পা পর্য্যন্ত পড়ে।

যথেষ্ট বয়স হইলেও যদি পুরুষে বিবাহ না করে, মিসর দেশীয় লোকের বিবেচনায় সেটী বড় অন্যায়। এক জন ইংরেজ ভদ্র লোক কাইরো নগরের কোন স্থানে একটী বাটী ভাড়া করেন। পাড়ার লোকেরা শুনিতে পাইল যে, ভদ্র লোকটী অবিবাহিত, একাকী ঐ বাটীতে বাস করিবেন, তখন আপত্তি করিল। বাড়ীওয়ালা বলিল, নিতান্ত পক্ষে একটী বাঁদী যদি রাখ, এ বাটীতে বাস করিতে পাইবে। তিনি বলিলেন, বৎসর খানেকের মধ্যেই দেশে চলিয়া যাইব, সুতরাং বিবাহ করিতে চাই না। তাহাতে বাড়ীওয়ালা বলিল, এক জন সুন্দরী যুবতী বিধবা এক বৎসরের জন্য তোমার স্ত্রী হইতে রাজি আছে, তাহাকে বিবাহ কর, যখন যাইবে, ছাড়িয়া দিও।

বিধবা, বা কোন ত্যক্তা (তালাক দেওয়া) স্ত্রীকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করিতে গেলে বেশী অনুষ্ঠানের প্রয়োজন নাই। পুত্রের বিবাহ দিতে ইচ্ছা হইলে স্ত্রীলোকে সচরাচর ঘট্‌কী নিযুক্ত করিয়া থাকে। সে ফরমাইস বুঝিয়া পাত্রী স্থির করিয়া দেয়। কন্যা যত দিন বয়ঃপ্রাপ্তা না হয়, পিতা মাতার মতে তাহার বিবাহ হইয়া থাকে। বড় হইলে সে আপনি যাহাকে ইচ্ছা, তাহার সহিত বিবাহিতা হইতে পারে। বিবাহের পূর্ব্বে বর কন্যার মুখ দেখিতে পায় না। সামান্য লোকদের সমাজে দেখা শুনা হইয়া থাকে।

"দেন মোহর" না দিলে হয় না। কিন্তু বিধবা বিবাহ করিলে দেন মোহর বেশী দিতে হয় না। বিবাহের চুক্তি অতি সাদা সিধা। বর ও কন্যাপক্ষের উকিল (ঘটক) সম্মুখাসম্মুখী হইয়া বৈসে, এবং উভয়ে উভয়ের ডাইন হাত ধরিয়া, বুড়া আঙ্গুল চাপিতে থাকে। কন্যাপক্ষের উকিল বলে, "এত টাকা দেন মোহর ধার্য্য করত আমি এই কন্যা অমুককে তোমার সহিত বিবাহ দিলাম।" বর বলে, "আমি অমুককে বিবাহ করিয়া নিজ রক্ষণাধীনে গ্রহণ করিলাম।"

এই রূপ বন্দোবস্ত হইয়া গেলে আট দশ দিন পরে কন্যা বরের বাড়ী যায়। দেন মোহরের টাকা ও নিজ হইতে কিছু টাকা খরচ করিয়া কন্যাকর্ত্তা কন্যার জন্য কাপড় ও গহনা ইত্যাদি কিনিয়া দেয়। এ সমস্ত কন্যার নিজের। স্বামী যদি তাহাকে তালাক দেয়, এ সকল লইয়া সে চলিয়া আইসে।

ভারতবর্ষের ন্যায় মিসর দেশেও বিবাহে লোকে বিস্তর ধুম ধাম করিয়া থাকে। বর যে গৃহে থাকে, সে গৃহ সাজান হয়, রাত্রে তাহাতে বিস্তর আলো দেওয়া হয়। ভোজ ও নৃত্য গীত হয়। এই দেশের ন্যায় বাই খ্যামটার নাচ হইয়া থাকে। বিবাহের পরে কন্যা যখন বরের বাড়ী নীতা হয়, তখনও খুব জাঁক হইয়া থাকে। চারি জন স্ত্রীলোক একটী চাঁদোয়া ধরিয়া যায়, কন্যা এই চাঁদোয়ার নীচে থাকে। সঙ্গে বাদ্যকর ও বিস্তর লোক যায়। বাড়ী কাছে হইলেও কন্যাযাত্রগণ ঘুরিয়া দেরি করিয়া বরের গৃহে পঁহুছে।

বরযাত্রা।

বর কন্যার গৃহে গেলেই স্ত্রীলোকেরা একখানি শাল দিয়া কন্যাকে ঢাকিয়া দেয়। বর এই সময়ে কন্যার হাতে কয়েকটী টাকা দেয়, তাহাকে "শুভ দৃষ্টির টাকা" বলে। এই বার বর কন্যার মুখ দেখিতে পায়। কন্যার মুখ দেখিয়া বর যদি সন্তুষ্ট হয়, তাহা হইলে সমাগত স্ত্রীলোকদিগকে সঙ্কেতে জানায়। তখন তাহারা আনন্দধ্বনি করিয়া উঠে। কন্যাকে মনে না ধরিলে দিন কতক রাখিয়া বিদায় করিয়া দেয়।

এ গেল শহরের কথা। পল্লীগ্রামে শাল দিয়া ঢাকিয়া উষ্ট্রে বসাইয়া দেওয়া হয়। এই রূপে তাহাকে স্বামীগৃহে লোকে লইয়া যায়।

বিবাহের দিন সকাল বেলা ব্যবসাদার নর্ত্তক নর্ত্তকীরা আসিয়া বরের বাড়ীর দরোজায়, বা উঠানে নাচিতে গাহিতে থাকে। ইহা ছাড়া ভোজ ত আছেই। ফলে ভারতবর্ষের ন্যায় মিসর দেশেও লোকে বিবাহ উপলক্ষে বিস্তর অর্থ নষ্ট করিয়া থাকে।

যে সকল স্ত্রীলোককে খাটিয়া খাইতে হয়, তাহারা মুখে আবরণী দিতে পারে না। ভদ্রকন্যাগণ বাহিরে গেলে মুখে আবরণী দিয়া থাকে। যদি দৈবাৎ কেহ মুখ দেখিয়া ফেলে, তবে অমনি স্ত্রীলোকে বলে, "আমার দুর্ভাগ্য।" অন্দর মহলে আবদ্ধ থাকে বলিয়া, ভদ্রকন্যাগণ অসন্তুষ্ট নহে। মিসর দেশে কোন পুরুষ যদি স্ত্রীলোককে স্বাধীনতা দেয়, তাহা হইলে স্ত্রী মনে করে, কর্ত্তা আমার তত্ত্ব লয়েন না।

ভারতবর্ষের ন্যায় মিসর দেশেও বাই ও খ্যামটাওয়ালী আছে। তাহাদের নৃত্য, গীত, হাব ভাব অশ্লীল। বেশীর ভাগ, তাহারা রাস্তায় পর্য্যন্ত নাচিয়া থাকে।

ভারতবর্ষীয় রমণীদিগের ন্যায় মিসরের নারীরাও সন্তানের মা হইতে বড় আকাঙ্ক্ষা করেন। বন্ধ্যা হওয়া অপমানের বিষয়। আরও এক কারণ আছে, সন্তান হইলে, সে স্ত্রীকে পুরুষে সহজে ত্যাগ করে না। সন্তানহীনা স্ত্রীকে পুরুষে প্রায়ই ত্যাগ করিয়া থাকে।

ভদ্রসমাজের স্ত্রীপুরুষে যে প্রকার পোষাক পরে, ছেলে মেয়েরাও সেই প্রকার পোষাক পরিয়া থাকে; কিন্তু পরিপাটী পরিচ্ছন্ন নহে। আমাদের দেশের মত, পল্লীগ্রামের ছেলেরা প্রায়ই পাঁচ ছয় বৎসর বয়স পর্য্যন্ত উলঙ্গই থাকে। ছোট ছোট মেয়েরা ছোট একখানি কাপড় দিয়া মাথাটী ঢাকিয়া রাখে, বাকি দেহটা অনাবৃত থাকে। লোকে ছোট ছোট ছেলেকে কাঁধে করে, কখন কখনও কোলে করিয়াও থাকে।

মিসর দেশের ছেলেরা বড় অপরিষ্কার, আর তাহাদের পোষাকও বিশ্রী। কোন স্ত্রীলোক নিজে হয় ত অতি পরিষ্কার, রেশমী কাপড় পরিয়া বিলক্ষণ সাজিয়া আছেন, আর তাঁহার ছেলে মেয়েরা হয় ত অতি অপরিষ্কার, হাতে মুখে কালি, আর ময়লা কাপড় পরা। যে স্ত্রীলোকে ছেলে মেয়েকে নিতান্ত ভাল বাসে, তাহারাও ইহা করিয়া থাকে। ছেলে মেয়েদিগকে সাজাইয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিলে পাছে লোকে নজর লাগায়, এই ভয়। ছেলেগুলির চক্ষে পিচুটি ভরা, মাছি ভন্ ভন্ করে। মায়ে মনে করে, ছেলেকে পরিষ্কার রাখিলে অনিষ্ট হইবে, কিন্তু অপরিষ্কার রাখাতেই অনিষ্ট হইয়া থাকে।

৭ হইতে ১৪ বৎসর বয়সের মধ্যে বালকের ত্বকচ্ছেদ হয়। উক্ত অনুষ্ঠানের দিন, যদি পিতার টাকা থাকে, তবে তাহাকে দামী পোষাক পরাইয়া, ঘোড়ায় চড়াইয়া, রাস্তায় রাস্তায় বেড়াইয়া আনা হয়।

ছেলে বেলাই ছেলে মেয়েদিগকে মুসলমান ধর্ম্মের মুল মত শিক্ষা দেওয়া হয়। তখন হইতেই সে ধর্ম্ম বিষয়ে অহঙ্কারী হয়; এবং খ্রীষ্টীয়ানদিগকে হিংসা করিতে শিখে। ছেলেরা মৌলবির কাছে কোরাণের বচন সকল মুখস্থ করিতে শিখে। সেই সকল আবার আবৃতি করিতে হয়। পরে জমা খরচ, তেরিজ ইত্যাদি শিখে। মেয়ে ছেলেকে প্রায়ই লেখা পড়া শিক্ষা দেওয়া হয় না। অনেক বড় ঘরের মেয়েরাও নেমাজ পড়িতে জানে না।

ছেলেদের টুপির ডগায় কবচ থাকে, তাহা থাকিলে তাহাদিগকে ভূতে পায় না, বা তাহারা লোকের কু-নজরে পড়ে না। ঘোড়ার গলায়ও কবচ বাঁধা থাকে।

আসন্নকালে হিন্দুরা লোককে ঘরের বাহিরে লইয়া যায়। কিন্তু ইহারা আসন্নমৃত্যু ব্যক্তিকে মক্কার দিকে মাথা করিয়া শোয়াইয়া চক্ষু দুটী বন্ধ করিয়া দেয়। পুরুষেরা প্রায়ই বলে, "আমরা ঈশ্বরের, তাঁহার কাছেই যাইতে হইবে; ঈশ্বর ইহাকে দয়া কর।" স্ত্রীলোকেরা চীৎকার করিয়া কাঁদিতে থাকে।

স্ত্রীলোকের রোদন।

সচরাচর স্ত্রীলোকে এই বলিয়া কাঁদে;—"ও আমার কর্ত্তা," "ও আমার উষ্ট্র," "ও আমার সিংহ," ইত্যাদি। উষ্ট্র বলিবার কারণ এই, উষ্ট্রে করিয়া যেমন লোকে জিনিষ পত্র আনে, তেমনি মৃত ব্যক্তি সকলের অন্ন বস্ত্র যোগাইত। আত্মীয় স্ত্রীলোকেরা দাসী বাঁদী ও প্রতিবাসিনীরা বুক চাপড়াইয়া আলুলায়িত কেশে কাঁদিতে থাকে।

অন্যান্য দেশের ন্যায়, মিসরেও মুসলমানদিগের কবর হয়। মুনকির ও নাকির নামক দুই জন দূত কবরে আসিয়া মৃত ব্যক্তির পরীক্ষা করিয়া থাকেন। এই জন্যে কবরের ভিতরে অনেকটা জায়গা রাখিতে হয়। আবার জায়গা না থাকিলে মৃত ব্যক্তি পাশ ফিরাইয়া আরাম করিতে ও উঠিয়া বসিতে পারে না।

কবর হইয়া গেলে নিয়মিত দিবসে নানা অনুষ্ঠান হইয়া থাকে।

মরোক্কো।

আফ্রিকা মহা দেশের উত্তরাংশে যে সকল রাজ্য আছে, সে সকলই ন্যূনাধিক পরিমাণে ইউরোপীয়-দিগের অধীন। পশ্চিম দিকস্থ কেবল মরোক্কো দেশই স্বাধীন। নগরবাসীরা প্রায়ই মুর, বার্বের, আরব ও যিহুদী।

শাসনপ্রণালী রাজতন্ত্র। দেশের রাজাকে সুলতান বলে। ২৮টী জেলায় রাজ্যটী বিভক্ত। এক এক জেলায় এক এক জন শাসনকর্ত্তা আছেন, তাঁহারা যাহা খুশি, করিতে পারেন; কেবল সুলতানের কাছে তাঁহাদিগকে জবাবদিহি করিতে হয়। সুলতান বিনা বিচারে তাঁহাদের চাকুরি বা মাথা লইতে পারেন। রাজকর্ম্মচারীদিগের বেতন যৎসামান্য, কাজেই তাঁহারা ঘুষ লয়েন ও প্রজার প্রতি অত্যাচার করিয়া থাকেন। রাজস্ব আদায় করণার্থ ৮০০০ হাজার সৈন্য নিযুক্ত আছে। সমুদ্রতীরবাসী কতক লোক ডাকাতি করিয়া খাইত। মারামারি করিয়া, বা যুদ্ধে মরা বড় গৌরবের বিষয়। "তোর বাপ বিছানায় শুইয়া শুইয়া মরিয়াছে," বা "গরুর মত মরিয়াছে," এই সকল মরোক্কো দেশের গালি।

মুর জাতীয় লোকেরা মুর্খ ও অত্যন্ত অহঙ্কারী। তাহাদের বিবেচনায় তাহাদের মত উত্তম লোক আর পৃথিবীতে নাই। তাহারা বলে, রেলপথ, টেলিগ্রাফ, এবং ধুয়াঁর কল "অবিশ্বাসীদিগের" প্রয়োজনীয়, মুসলমানের এ সকলে কোন প্রয়োজন নাই। কোরাণের গোটা কতক বচন মুখস্থ করিতে পারিলেই ইহারা মনে করে, যথেষ্ট বিদ্যা হইয়াছে। আর কিছু শিখিবার প্রয়োজন নাই।

মিসর দেশের ন্যায় মরোক্কো দেশের স্ত্রীলোকেও চক্ষে সুরমা পরে, উল্কি দেয় এবং হাতে পায়ে মেঁদি পাতার রস দিয়া থাকে। মোটা স্ত্রীলোকই সুন্দরী বলিয়া গণ্য। যে স্ত্রীলোক এত মোটা যে, ভাল করিয়া হাঁটিতে পারে না, তাহার বড়ই আদর। বিবাহের কথা হইলেই মাতা কন্যাকে মোটা করিবার জন্য উষ্ট্রের দুধ, মোহনভোগ ইত্যাদি পুষ্টিকর জিনিষ খাওয়াইতে আরম্ভ করে।

স্ত্রীলোকে মুখে আবরণী দিয়া নানা স্থানে যাওয়া আসা করে। শরীরের অন্য অংশ কেহ দেখিলে ক্ষতি নাই, মুখ দেখিলেই সর্ব্বনাশ!

সুলতানের শাসনের দোষে দেশ বনময় ও নগর সকল লোকশূন্য হইতেছে।

মুসলমান কাফ্রি।

পৃথিবীতে আর কোন জাতীয় লোক-সমাজে মুসলমান ধর্ম্মের আদর নাই, কেবল আফ্রিকার কাফ্রি-দিগের কাছে আছে। অনেক জাতীয় কাফ্রিরা মুসলমান হইয়াছে, কিন্তু কেবল নামে। আফ্রিকার পশ্চিম অংশে মান্দিঙ্গো নামে এক জাতীয় কাফ্রি আছে, তাহাদের বিবরণ লিখিত হইল।

মান্দিঙ্গোরা ব্যবসা বাণিজ্য করিতে করিতে দেশের নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়ায়। এক স্থানে অধিক কাল থাকিতে পারে না। তথাপি ইহাদের দেশে কয়েকটী নগর আছে; প্রত্যেক নগরের চারি দিকে প্রাচীর। এই সকল নগরে মাটীর ঘরে বাস করত লক্ষাধিক লোকে নানা কাজ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে।

আফ্রিকার অন্যান্য কাফ্রিরা স্ত্রীলোকদিগকে গরু ছাগলের মত দেখে, কিন্তু মুসলমান মান্দিঙ্গোরা তেমন করে না। স্ত্রী স্বামীকে হাজার জ্বালাতন করিলেও স্বামী যদি তাহাকে ত্যাগ করে, পাড়ার সমস্ত স্ত্রীলোক আসিয়া, তাহার হইয়া তাহার স্বামীর সঙ্গে বিবাদ করে। এরূপ করাতে অনেককে ত্যক্তা স্ত্রীকে পুনরায় গ্রহণ ও দণ্ড স্বরূপ তাহাকে, অবস্থা বুঝিয়া, একটা বলদ বা এক জন দাসী দিতে হয়। বহুবিবাহ বিলক্ষণ প্রচলিত। স্ত্রীলোকেরা স্বামীর সঙ্গে আহার করে না, কিন্তু নিজ হাতে স্বামীর আহার প্রস্তুত করা তাহারা আপনাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম মনে করে। কাহারও চারি জন স্ত্রী থাকিলে চারি জনই রাঁধিবার জন্য ব্যস্ত; যাহাতে স্বামী সন্তুষ্ট ও সতীনদের হিংসা হয়, তাহাই আনন্দের বিষয়। বিবাহ শুক্রবারে হইয়া থাকে। কেবল প্রহার করিলে স্ত্রী স্বামীত্যাগ করিয়া যাইতে পারে না, কিন্তু সেই প্রহারে যদি দাঁত কি হাত পা ভাঙ্গিয়া যায়, স্ত্রী স্বামী ছাড়িয়া দিতে পারে। ইহাদের ত্বকচ্ছেদ উপলক্ষে ভারী আড়ম্বর হইয়া থাকে।

প্রায় সকল গ্রামেই সামান্য রকমের মস্‌জিদ আছে। তাহাতে মোল্লা থাকে। মোল্লাকে মারাবুট বলে। ইহারা উত্তম রূপে রমজান মানে। রোজার (উপবাস) সময়ে সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কেহ

জলগ্রহণ করে না। গোঁড়ারা থুথু পর্য্যন্ত গিলে না। আর পাছে মাছি পড়ে, এই জন্য মুখ ঢাকিয়া চলে। এত করিলেও কতকগুলি সে কালের কুসংস্কার ছাড়িতে পারে নাই। দ্বিতীয়ার চন্দ্রকে লোকে বড় মানে। অনেকে চাঁদ দেখিয়া হাতের তালুতে থুথু ফেলে, এবং মাথার উপরে তিন বার হাত ঘুরায়।

কতক মোল্লা কবিরাজী জানে। কতক শিক্ষকতা করিয়া থাকে। মন্ত্র তন্ত্র ও কবচ বিক্রয় করিয়া মোল্লারা বিলক্ষণ টাকা উপার্জ্জন করে। ইহাদের কবচে কোরাণের বচন লেখা থাকে। পৌত্তলিক কাফ্রিদের কবচে তাহা থাকে না। অনেকের গলায় বিস্তর কবচ দেখিতে পাওয়া যায়। কবচ ধারণ করিলে ভূতে ধরে না। কোন কোন পীড়ায়, খড়িমাটী দিয়া তক্তায় কোরাণের বচন লেখা হয়, পরে জল দিয়া তক্তা ধুইয়া সেই জল রোগীকে খাওয়াইয়া দেওয়া হয়।

মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করাতে একটী উপকার এই হইয়াছে যে, উহারা আর মদ খায় না। কিন্তু দাসত্ব প্রথা যেমন ছিল, তেমনি আছে। মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন যাহারা করে, তাহারা আর সকল ধর্ম্মাবলম্বী লোককে কাফির (বিধর্ম্মী) বলিয়া ঘৃণা করে।

খ্রীষ্টীয় দেশে স্ত্রীলোকের অবস্থা।

পৃথিবীতে খ্রীষ্টীয়ানদের সংখ্যা ৪৫ কোটি। কিন্তু অধিকাংশই নামে খ্রীষ্টীয়ান। এই নামধারী খ্রীষ্টীয়ানদিগকে যীশু খ্রীষ্ট জগতের শেষ দিনে বলিবেন, "আমি তোমাদিগকে কখনও চিনি না, হে অধর্ম্মাচারিরা, আমার নিকট হইতে দূর হও।"

খ্রীষ্টীয়ান সমাজে প্রধান তিনটী মণ্ডলী আছে; রোমাণ কাথলিক, প্রাচ্য বা গ্রীক মণ্ডলী, ও প্রটেষ্টান্ট মণ্ডলী। সকল মণ্ডলীরই মূল মত একই। তাহা এই,

"স্বর্গ ও পৃথিবীর স্বষ্টিকর্ত্তা সর্ব্বশক্তিমান পিতা ঈশ্বরে আমি বিশ্বাস করি এবং তাঁহার একমাত্র পুত্র আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টে। যিনি পবিত্র আত্মা দ্বারা গর্ভস্থ হইলেন, মারিয়া কুমারী হইতে জন্মিলেন, পন্তিয় পিলাতের অধীনে দুঃখ ভোগ করিলেন, ক্রুশার্পিত, মৃত ও কবরস্থ হইলেন, পরলোকে নামিলেন, তৃতীয় দিবসে মৃতদের মধ্য হইতে পুনরায় উঠিলেন, স্বর্গে আরোহণ করিলেন, এবং সর্ব্বশক্তিমান পিতা ঈশ্বরের দক্ষিণ পার্শ্বে বসিয়া আছেন, তথা হইতে জীবিত ও মৃতদের বিচার করিতে আসিবেন। আমি পবিত্র আত্মাতে বিশ্বাস করি, পবিত্র সার্ব্বমণ্ডলীতে, সাধুদের সহভাগিতায়, পাপ মোচনে, শরীরের পুনরুত্থানে ও অনন্ত জীবনে। আমেন্।"

প্রটেষ্টান্ট মণ্ডলীতে বাইবেলের যে যে পুস্তক প্রচলিত আছে, রোমাণ কাথলিক ও গ্রীক মণ্ডলীও সে সকল ঈশ্বরনিশ্বসিত গ্রন্থ বলিয়া মানেন।

মূল বিষয়ে ঐক্য থাকিলেও, যে সকল বিষয়ে মানুষের মতামত চলিতে পারে, সেই সকল বিষয়ে উক্ত তিন মণ্ডলীর মধ্যে মতান্তর আছে। ইহা হওয়াই সম্ভব। ধর্ম্ম অতি গুরুতর বিষয়, এ বিষয়ে লোকে বিশেষ চিন্তা করিয়া থাকে, সুতরাং মতান্তর হইয়াই থাকে। এ প্রকার মতভিন্নতা হিন্দু, মুসলমান ও অন্যান্য সম্প্রদায়েও আছে। ব্রাহ্মরা ত নুতন সম্প্রদায়, তাঁহাদের মধ্যে ইহারই মধ্যে নানা দল হইয়া উঠিয়াছে।

রোমাণ কাথলিক খ্রীষ্টীয়ানেরা পোপকে মণ্ডলীর প্রধান বলিয়া মানেন। ধর্ম্মের মূলশিক্ষা বিষয়ে এক্ষণে তাঁহাকে অভ্রান্ত বলিয়া জ্ঞান করা হয়। অর্থাৎ তিনি ধর্ম্মশিক্ষা বিষয়ে ভুল করিতে পারেন না। পরলোকস্থ সাধুদিগের নিকট প্রার্থনা এবং তাঁহাদের প্রতিমূর্ত্তি গির্জ্জার মধ্যে রাখা হয়। গ্রীক মণ্ডলী পোপের কর্ত্তৃত্ব মানেন না; গির্জ্জার ভিতরে প্রতিমা রাখা হয় না বটে, কিন্তু ছবি টাঙ্গাইয়া দেওয়া হয়। রোমাণ কাথলিক মণ্ডলীর কোন কোন মূলশিক্ষার বিষয়ে protest অর্থাৎ আপত্তি করাতে তাঁহাদিগকে প্রটেষ্টান্ট বলা যায়।

কোন মণ্ডলী যদি খ্রীষ্টের শিক্ষার বিরুদ্ধে কোন মতের পোষকতা করে, সমগ্র খ্রীষ্ট মণ্ডলীকে সে জন্য দোষ দেওয়া উচিত নহে। কোন সম্প্রদায়ের লোকে মনে করেন, ধর্ম্মের জন্য লোককে তাড়না

করা পুণ্য কর্ম্ম। পৌত্তলিকেরা মনে করেন, সকল খ্রীষ্টীয়ানেরই এই মত। ফলে কিন্তু এ প্রকার তাড়না করার ভাব সাবেক পৌত্তলিক ধর্ম্মের ফল। সকল দেশেই ধর্ম্মের জন্য লোকে কতই না অত্যাচার করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু এ প্রকার তাড়না করা খ্রীষ্টের শিক্ষার বিরুদ্ধ।

যে জন প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে প্রেম ও ভক্তি করে, এবং তাঁহার পদচিহ্নে চলে, সেই ব্যক্তিই যথার্থ খ্রীষ্টীয়ান।

ইউরোপের পূর্ব্ব দিকে গ্রীক মণ্ডলী, দক্ষিণে রোমাণ কাথলিক এবং উত্তরে প্রটেষ্টান্ট মণ্ডলী। আমেরিকার উত্তারাঞ্চলে প্রটেষ্টান্ট ও দক্ষিণে রোমাণ কাথলিক মণ্ডলী। অষ্ট্রেলিয়া দেশেরও অধিকাংশ লোক প্রটেষ্টান্ট।

পৃথিবীর সর্ব্বদেশে খ্রীষ্টীয়ান আছে। নানা জাতীয় লোকে খ্রীষ্ট ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে। কেবল কয়েকটী বড় জাতির বিবরণ লিখিব।

আবিসিনিয়া।

আফ্রিকাখণ্ডের, নবিয়া দেশের দক্ষিণ পূর্ব্ব দিকে আবিসিনিয়া দেশ। দেশে বিস্তর উচ্চ সমভূমি, তাহা পর্ব্বতময়। লোক সংখ্যা ৩০ লক্ষ। এ দেশেও নানা জাতি লোকের বাস। কোন কোন জাতীয় লোক আদৌ আরব দেশ হইতে আবিসিনিয়া দেশে গিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। আরবি ভাষাতে উহাদিগকে হাব্‌সি বলে, ইহার অর্থ বর্ণ-সঙ্কর। ভারতের পশ্চিম দিকে কোন স্থানে কতক হাব্‌সি আছে।

আবিসিনিয়ার সৈন্য।

আবিসিনিয়ার লোকেরা বলে যে, শিবা দেশের রাণী, যিনি শলোমনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন, তিনি আবিসিনিয়ার রাণী ছিলেন। অনেক যিহূদিও তাহাদের দেশে গিয়া বাস করিয়াছিল। ৩৩০ খ্রীঃ অব্দে ফ্রুমেন্সিয়স্ আবিসিনিয়ার প্রথম বিশপ নিযুক্ত হয়েন; পঞ্চম শতাব্দীতে কতকগুলি খ্রীষ্টীয় উদাসীন গিয়া আবিসিনিয়ায় বাস করেন।

কাফ্রি অপেক্ষা আবিসিনীয়েরা অনেকটা ফর্শা। তাহাদের কপাল উচ্চ, নাক সোজা, চুল কুঞ্চিত। কিন্তু দাড়ি বিরল, অনেকে আবার কাফ্রিদিগের মত কৃষ্ণবর্ণ।

গৃহে কোন স্ত্রীলোকের প্রসব সময় উপস্থিত হইলে, পুরুষেরা চলিয়া যায়। নহিলে তাহারা অশুচি হয়। পুত্র সন্তান হইলে, তাহাকে জানালার কাছে নইয়া গিয়া, তরবালের অগ্রভাগ তাহার মুখে ছোঁয়াইয়া দেওয়া হয়। লোকের বিশ্বাস এই, ইহা করিলে বালক বড় হইলে সাহসী যোদ্ধা হইবে। পরে স্ত্রীলোকেরা এক প্রকার হুলুধ্বনি করে। পুত্র সন্তান হইলে ১২ বার, কন্যা হইলে ৩ বার হুলুধ্বনি করিতে হয়। অনন্তর তাহারা পুরুষদিগকে তাড়া করিয়া বেড়ায়, ধরিতে পারিলে তাহাদের নিকট হইতে কিছু কিছু আদায় করে। অষ্টম দিবসে বালকের ত্বকচ্ছেদ ও ৪০ দিনের দিন বাপ্তিস্ম হইয়া থাকে।

বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইয়া গেলে, কন্যা আর ঘরের বাহির হয় না। যাহার সঙ্গে বিবাহ হইবে, তাহার সঙ্গেও দেখা করিতে পায় না। বিবাহের পূর্ব্বে খুব ভোজ হয়, তাহাতে বিস্তর লোক নিমন্ত্রিত হইয়া থাকে। বিবাহ হইয়া গেলে কন্যাকে লোকে পিঠে করিয়া বহিয়া বরের বাড়ীতে লইয়া যায়।

কথায় কথায় বিবাহ ভঙ্গ হইয়া থাকে। বিবাহ ভাঙ্গিয়া গেলে স্ত্রী পুরুষে ছেলে গুলি ভাগ করিয়া লয়। এক জন ইংরেজ ভ্রমণকারী বলেন, তিনি কোন বড় লোকের কন্যাকে দেখিয়াছিলেন, সাত জনের সঙ্গে তাঁহার পরে পরে বিবাহ ও বিবাহ ভঙ্গ হইয়াছিল।

আবিসিনিয়ার লোকেরা কাঁচা মাংস খায়। বড় মানুষেরা আপন হাতে খায় না। স্ত্রীলোকেরা মাংস কাটিয়া, মরিচ ও লবণ দিয়া রুটিতে জড়াইয়া ভোজনোপবিষ্ট ব্যক্তির মুখে তুলিয়া দেয়। মানুষ যত উচ্চপদস্থ, মাংসের টুকরাও তত বড় করিয়া কাটিতে হয়; আর আহারের সময়ে সে যত শব্দ করিয়া মাংস চিবাইবে, তত ভদ্র বলিয়া গণ্য হইবে। প্রচলিত কথা এই, "গরিব লোকেরা ও চোরেরা কেবল ছোট ছোট টুকরা" নিঃশব্দে চিবাইয়া খায়।

আবিসিনিয়ার লোকেরা যে প্রকার খ্রীষ্ট ধর্ম্ম মানে, তাহাতে পৌত্তলিক ভাব বিস্তর। এ দিকে যেমন লোকে কাঁচা মাংস ও অন্যান্য জিনিষ অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে খায়, আবার নানা পর্ব্ব উপলক্ষে তেমনি উপবাস করিয়া থাকে। দেশে গির্জা বিস্তর। কাশীতে মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেওয়া যেমন হিন্দুরা অতি পুণ্য কর্ম্ম জ্ঞান করেন, তেমনি আবিসিনিয়ার লোকে ভাবে, গির্জা নির্ম্মাণ করিয়া দিলে, বা গির্জা নির্ম্মাণের জন্য টাকা রাখিয়া মরিলে সমস্ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়। কাশীতে যেমন ছোট বড় নানা প্রকার মন্দির আছে, আবিসিনিয়ায় গির্জাও সেই রূপ। অনেক পুরোহিতে লেখাপড়া জানে না। অনেকে সামান্য জানে, যাহা পড়ে, বুঝিতে পারে না। ইহাদের বাইবেল হাতের লেখা। কিন্তু সাধুদের কাহিনীই ইহাদের প্রিয় পাঠ্য। সে সকল কাহিনী ভারতবর্ষীয় পুরাণের কাহিনীর মত "আজগুবি" গল্পে পরিপূর্ণ। বর্ত্তমান হিন্দু ধর্ম্ম যেমন বৈদিক, বৌদ্ধ ও পৌরাণিক ধর্ম্মের মিশ্রণ, আবিসিনিয়ার খ্রীষ্ট ধর্ম্মও তেমনি যিহূদী, খ্রীষ্টীয়ান ও আদিমনিবাসীদিগের পৌত্তলিক ধর্ম্মের মিশ্রণ। কাফ্রিদিগের অনেক কুসংস্কার আবিসিনিয়ার খ্রীষ্টীয়ান সমাজে প্রচলিত আছে। কোন স্ত্রীলোকের যদি পরে পরে তিনটী সন্তান হইয়া মরিয়া যায়, তাহা হইলে নিজ বাম কানের পাতার খানিকটা কাটিয়া রুটীতে জড়াইয়া খাইয়া ফেলে। ইহা করিলে আর সন্তান নষ্ট হইবে না, এই তাহাদের বিশ্বাস।

রুষ—ইউরোপে।

এশিয়া খণ্ডের তিন ভাগের এক ভাগ ও ইউরোপের অর্দ্ধেকটা রুষ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত। এশিয়াস্থ রুষ রাজ্যের কয়েক জাতীয় লোকের বিবরণ লিখিয়াছি। এক্ষণে ইউরোপস্থ রুষ রাজ্যের লোকদিগের বিবরণ লিখিব। ইউরোপীয় রুষেতেই লোক বেশী। রুষ সাম্রাজ্য আয়তনে, প্রায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সমান, কিন্তু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে রুষের তিন গুণ বেশী লোকের বসতি।

ইউরোপস্থ রুষরাজ্য আয়তনে ভারতবর্ষের দেড়া। কিন্তু ভারতবর্ষের নিবাসী সংখ্যা রুষ অপেক্ষা তিন গুণ বেশী।

মোটের মাথায় রুষরাজ্য এক প্রকাণ্ড সমভূমি খণ্ড, এই দেশ দিয়া কয়েকটী বড় বড় নদী বহে। এই সকল নদী মন্দগমনে সমুদ্রে গিয়া পড়িয়াছে। দেশের দক্ষিণাংশ উষ্ণ। উত্তরাংশ শীতল। গ্রীষ্মকালে বিষম গরম, আর শীতকালে বিষম শীত হয়। উত্তরাংশে বাদা বনের মত জলা আছে। বৎসরের মধ্যে কয়েক মাস এই জলার জল জমিয়া বরফ হইয়া থাকে। মধ্যস্থলে বিস্তীর্ণ নিবিড় বন। কথায় বলে যে, কাঠমার্জ্জার সেন্টপিতরবর্গ হইতে মস্কাউ নগর পর্য্যন্ত মাটী স্পর্শ না করিয়া কেবল গাছের উপর দিয়াই যাইতে পারে। ব্যবধান ২০০ শত ক্রোশ। দক্ষিণাঞ্চলের অনেক ভূমি খুব উর্ব্বরা, বিস্তর গোম জন্মে। আবার দেশের দক্ষিণ-পূর্ব্ব ভাগ তৃণ লতাশূন্য বালুকাময় মরুভূমি।

রুষদিগকে শ্লাবনিক জাতীয় বলে। জর্ম্মণেরা শ্লাবী জাতীয় লোকদিগকে লইয়া গিয়া দাস করিয়া রাখিত। Slave (দাস) শব্দ উক্ত শ্লাবী শব্দ হইতে হইয়াছে। শ্লাবনিকেরা আর্য্য বংশীয়, কিন্তু মোঙ্গলদিগের সহিত মিশিয়া যাওয়াতে বর্ত্তমান রুষ জাতির উদ্ভব হইয়াছে। একটা প্রবাদ আছে, "রুষীয়কে চাঁচিয়া ফেলিলে তুর্কী হইয়া যায়।" ইহারা ইংরেজদের মত সাদা নহে; গৌরবর্ণ। ইহাদের কেশ কৃষ্ণবর্ণ ও দীর্ঘ, চক্ষু ছোট, নাক হ্রস্ব, দাড়ি লম্বা। ইহারা প্রায় দাড়ি কামায় না।

ইহারা মাথায় এক প্রকার ছোট টুপি পরে, তাহাতে চক্ষু প্রায় ঢাকিয়া যায়। গায়ে একটা চোগার মত ঢিলা কোট পরে, সেটা কাঁধ হইতে পা পর্য্যন্ত পড়ে। এই চোগা প্রায়ই কৃষ্ণবর্ণ। ইহারা কোমরে কোমরবন্ধ পরে, পায়ে প্রকাণ্ড বুটজুতা পরে, তাহাতে হাঁটু পর্য্যন্ত ঢাকা থাকে। শীত কালে ইহারা মেষ-

রুষীয় গৃহস্থ পরিবার।

চর্ম্মের চোগা পরে। রুষ দেশের বড় লোকেরা ইংরেজদিগের মত পোষাক পরে। রুষের সৈন্য সংখ্যা বিস্তর—৫০ লক্ষের উপর। এই জন্য সৈনিকদিগের পোষাক যৎসামান্য রকমের।

গ্রীষ্মকালে স্ত্রীলোকেরা বিলক্ষণ বাহারে পোষাক পরে। সমস্ত ছিটের কাপড়ে প্রস্তুত। ব্রহ্ম-দেশের পুরুষের ন্যায় রুষের স্ত্রীলোকেরা মাথায় লাল রুমাল বাঁধে। শীতকালে স্ত্রীলোকেও পুরুষের মত মেষ-চর্ম্মের কোট পরে। রাই নামক এক প্রকার শস্য দিয়া চাষারা রুটী তৈয়ার করে, তাহা কৃষ্ণবর্ণ; তাহাই তাহাদের প্রধান খাদ্য। মেষমাংস, কপি, বার্লি, মধু ও লবণ দিয়া এক প্রকার ব্যঞ্জন পাক করে, তাহা বড়ই প্রিয় সামগ্রী। ইংরেজদিগের অপেক্ষাও রুষেরা চা খায় বেশী। গৃহস্থ মাত্রেরই ঘরে চায়ের হাঁড়ি চড়ান থাকে। ইহারা চায়েতে চিনি খায় না। মিশ্রীর মত চিনির টুকরা বাম হাতে রাখে, এক চুমুক করিয়া চা খায়, আর এক এক বার চিনিতে কামড় দেয়। রাই নামক শস্য জলে দিয়া

পচাইয়া এক প্রকার বিয়ার মদ তৈয়ার করিয়া ইহারা খায়। ঐ রাই হইতেই চোলাই করিয়া এক প্রকার মদ তৈয়ার করে, তাহার নাম বোস্কা। অনেকে এই মদ বড় বেশী করিয়া খায়। ব্রহ্মদেশের ন্যায় রুষে স্ত্রীপুরুষ উভয়ে তামাক খায়।

কৃষকেরা পল্লীগ্রামে কাষ্ঠের ঘরে বাস করে, ঘরের জানালা বড় ছোট ছোট। একটা খুঁটির ডগায় দোল্‌না টাঙ্গাইয়া স্ত্রীলোকেরা তাহাতে শিশুদিগকে রাখিয়া দোল দেয়। বড় মানুষের বাড়ী বড় বড়। সম্রাটের বাসের জন্য কয়েকটী প্রকাণ্ড অট্টালিকা আছে, পৃথিবীতে তেমন ভাল বাড়ী খুব কমই দেখিতে পাওয়া যায়।

স্ত্রীলোকের বিবাহ প্রায় ১৭ বৎসর বয়সেই হইয়া থাকে। নিম্নশ্রেণীর লোকেরা রূপগুণের বেশী আদর করে না। তাহারা ভাল বাসে শারীরিক বল। যে স্ত্রী খুব শক্ত সমর্থ, খুব খাটিতে পারে, পুরুষে তাহাকেই সাদরে বিবাহ করিয়া থাকে।

নূতন সৈনিক।

অন্যান্য অনেক দেশের ন্যায় রুষের স্ত্রীলোকদিগকে পুরুষ অপেক্ষা বেশী খাটিতে হয়। অন্য কাজ না থাকিলে স্ত্রীলোকেরা গৃহে বসিয়া সূতা কাটে, বা তাঁতে মোটা কাপড় বোনে।

চা-দানী।

ইউরোপের সভ্যতা হইতে রুষেরা এখনও ঢের দূরে পড়িয়া আছে। ১৮৬১ সাল পর্য্যন্ত রুষে মানুষ বিক্রয় হইয়াছে, জমিদার জমিদারী বিক্রয় করিলে প্রজারাও সেই সঙ্গে বিক্রীত হইত; তাহারা এক প্রকার গোলাম ছিল। সম্রাট দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার এ নিয়ম রহিত করিয়া দিয়াছেন।

শাসন প্রণালী রাজতন্ত্র। সম্রাটকে "জার" বলে, অর্থাৎ কৈসর। সম্রাট যাহা ইচ্ছা, করিতে পারেন। রুষ রাজ্যে বিস্তর যিহুদীর বাস। বর্ত্তমান সম্রাটের পিতা যিহুদিদিগের উপর যার পর নাই অত্যাচার করিয়াছিলেন, তাহাতে সভ্য জগতের লোকে তাঁহার উপর বড় বিরক্ত হইয়াছিল। তুরস্ক দেশের ন্যায় রুষেও রাজকর্ম্মচারিরা বড় ঘুষখোর। ইহারা গরিবদিগকে পায়ে মাড়ায় কিন্তু বড় লোকদিগের খোসামোদ করিয়া চলে। এক জন ইংরেজ পণ্ডিত রুষ-রাজ্যকে প্রকাণ্ড অসভ্য রাজ্য বলিয়াছেন। নিম্নশ্রেণীর লোকেরা সম্রাটকে দেবতার ন্যায় মান্য করে বটে,

কিন্তু এক দল শিক্ষিত লোক আছে, যাহাদিগকে নিহিলিষ্ট বলে, তাহারা তাঁহার প্রাণবধ করণার্থ ব্যস্ত। সম্রাটকে সতত প্রাণ হাতে করিয়া থাকিতে হয়।

আইকন।

রুষেরা গ্রীক মণ্ডলীভুক্ত। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, গ্রীক মণ্ডলীর গির্জ্জাতে প্রতিমা রাখিতে নিষেধ, কিন্তু ছবি রাখিতে দোষ নাই। শিশু মাত্রেরই গলায় একটী করিয়া ক্রুশ থাকে। প্রতি গৃহস্থের গৃহেই কুমারী মরিয়মের, বা আর কোন সাধুর ছবি আছে, সে ছবিকে আইকন বলে, আইকন গ্রীক শব্দ, অর্থ প্রতিকৃতি। রুষেরা এই ছবিকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিয়া থাকে। এই সকল ছবির সাক্ষাতে প্রার্থনা আওড়ায়। রুষীয় পুরোহিতদিগকে "পিতা" বলে। মণ্ডলীর নিয়ম এই যে, পুরোহিতেরা মাথার চুল ছাঁটিতে ও দাড়ি গোঁপ কামাইতে পারিবেন না। সুতরাং পুরোহিতদিগের মাথায় লম্বা চুল থাকে। ইহাঁদের বুকে বড় বড় ক্রুশ থাকে, সে ক্রুশ শিকল দিয়া গলায় বাঁধিয়া রাখা হয়। উদাসীনদিগের পোষাক কৃষ্ণবর্ণ। তাঁহাদের বিবাহ করিবার নিয়ম নাই। তাঁহাদিগকে কৃষ্ণপুরোহিত বলে। গ্রাম্য পুরোহিতেরা সাদা পোষাক পরেন, এই জন্য তাঁহাদিগকে সাদা পুরোহিত বলে। গ্রাম্য পুরোহিতদিগকে বিবাহ করিতে হয়। কিন্তু স্ত্রী মরিয়া গেলে দ্বিতীয় বার বিবাহ করিবার নিয়ম নাই।

গ্রাম্য গির্জ্জাগুলি যৎসামান্য। কিন্তু সহরের কোন কোন গির্জ্জা প্রকাণ্ড ও অতি উত্তম রূপে সাজান। এক একটা গির্জ্জার অনেক চূড়া, চূড়াগুলি নানা বর্ণে চিত্রিত, বা গিল্টি করা, গির্জ্জার মধ্যে বসিবার আসন নাই, লোকেরা দাঁড়াইয়া থাকে। পল্লীগ্রামের গির্জ্জায় পুরুষেরা সম্মুখে ও স্ত্রীলোকেরা তাহাদের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া থাকে। ইহারা মাটীতে কপাল ঠুকিয়া প্রণাম করে।

লাপ্‌লাণ্ড।

লাপ্‌লণ্ড ইউরোপের সর্ব্ব উত্তরস্থ দেশ। এই দেশের কতক নরওয়ে, কতক সুইডেন ও কতক রুষিয়ার অন্তর্গত। গ্রীষ্মকালে প্রায় আড়াই মাস সতত আলোক পাওয়া যায়, আবার শীতকালে প্রায় দুই মাস কাল সূর্য্যের মুখ দেখিতে পাওয়া যায় না। দেশটী অতিশয় শীতপ্রধান, বৎসরের অধিকাংশ কাল ভূমি বরফে ঢাকা থাকে। কোন শস্য জন্মে না; কেবল জঙ্গলি ফল ও এক প্রকার শেওলা জন্মে।

এ দেশের লোককে লাপ্ বলে। লাপেরা খর্ব্ব-কায়, তাম্রবর্ণ; তাহাদের নাক চ্যাপ্‌টা ও ছোট, মুখের হাঁ বড়, চুল খুব দীর্ঘ। কিন্তু দাড়ি এত কম যে নাই বলিলেই হয়। শীতকালে ইহারা হরিণ বা ভল্লুকের চর্ম্মের জামা পরে, লোম ভিতর দিকে থাকে। গলায় পালকের গলাবন্দ পরে, মাথায় পালকের টুপি থাকে; হাতে দস্তানা পরে। পোষাকের সমস্তই প্রায় বল্‌গা হরিণের চর্ম্ম ও লোম দ্বারা হইয়া থাকে। স্ত্রীলোকের পোষাকও প্রায় এইরূপ, তবে একটু বাহারে।

এক প্রকার দোল্‌না, বা থলিয়ার ভিতরে করিয়া স্ত্রীলোকে ছেলে বহিয়া বেড়ায়। থলিয়ার ভিতরে পশম।

লোকেরা ছোট ছোট ঘরে বাস করে, ঘরের

হইয়া পড়িয়াছে। ইহারা অধ্যবসায়শীল। নিজ তুরস্ক দেশে ও মিসরে বিস্তর গ্রীক আছে, পৃথিবীর সর্ব্ব দেশে গ্রীক সওদাগরেরা বাণিজ্য ব্যবসায় করিতেছেন। ইহারা খুব চালাক, ক্রয় বিক্রয় কার্য্যে বিলক্ষণ পটু। ফরাশী দেশে দুষ্ট বদমায়েশ লোককে "গ্রীক" বলে। সুতরাং ফরাশী দেশে গ্রীক বলিলে গালি হয়।

এ দেশে যেমন এক জন অপরকে ভাই বলিয়া সম্বোধন করিয়া থাকে, গ্রীস্ দেশে তেমনি ছোট বড় সকলকে "ভাই" বলা হয়। গ্রীকেরা বিদ্যানুরাগী। চাকর চাকরাণীরা অবকাশ সময়ে লেখা পড়া করে। স্কুলে বা কলেজে বেতন দিয়া লেখা পড়া শিখিতে হয় না। বঙ্গদেশের ন্যায়, উকিল, মোক্তার, কেরাণী, ডাক্তার বিস্তর, অন্যান্য ব্যবসায়ীও অনেক, কিন্তু অতি অল্প লোকেই কৃষিকর্ম্ম করিয়া খায়। অনেক এম এ পাস করা লোক আছে, যাহাদের আয় সামান্য সূত্রধর বা কর্ম্মকারের অপেক্ষা বেশী নহে। ভারতবর্ষীয় পাস করা বাবুদিগের ন্যায় সরকারি চাকুরিই লেখা পড়া শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য। এই চাকুরির জন্য লোকেরা লালায়িত হওয়াতেই দেশের মঙ্গলকর কিছু করিতে পারে না।

সে কালের গ্রীকদিগের ধর্ম্ম ও দেবকাহিনী ঠিক আমাদের দেশীয় পৌরাণিক হিন্দু ধর্ম্মের মত। হিন্দু ও গ্রীক অনেক দেবতার একই নাম। গ্রীকদের যুপিতর আমাদের পিতর, অর্থ স্বর্গপিতঃ। গ্রীকদের উরাণোঃ আমাদের অগ্নি। গ্রীক দেবতাদিগের চরিত্র ঠিক হিন্দু দেবচরিত্রের মত। তাহারা জুয়া খেলিত, মিথ্যা কথা বলিত, চুরি করিত, মারামারি কাটাকাটি করিত, আবার কৃষ্ণের ন্যায় ব্যভিচারও করিত। যে দেশের মানুষের চেহারা যেরূপ, তাহাদের দেবতার চেহারাও সেইরূপ হয়। তাহার সাক্ষী পুরীর জগন্নাথ, আর বৌদ্ধদিগের শাক্যসিংহের মূর্ত্তি। গ্রীকেরা বড় সুন্দর, এই জন্য তাহাদের কল্পিত দেবতারাও বড় সুন্দর। গ্রীকদিগের দেবমন্দিরও বড় চমৎকার ছিল। আথীনি নগরস্থ প্রধান মন্দিরে যে বিগ্রহ ছিল, সেটীর নাম মিনার্ব্বা। এই দেবতার মাকে তাহার পিতা খাইয়া ফেলিয়াছিল, পরে মিনার্ব্বা পিতার মস্তক হইতে উদ্গত হয়।
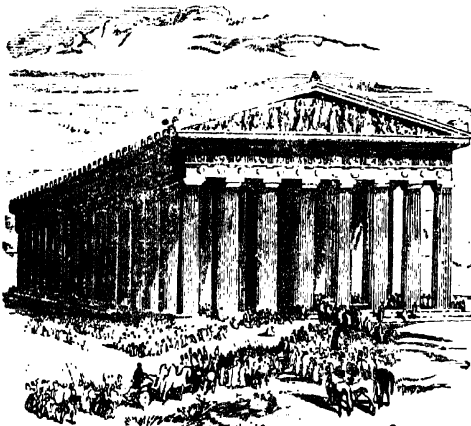
মিনার্ব্বা-দেবতার মন্দির।

সর্ব্বপ্রথমে প্রেরিত পৌল গ্রীকদিগের নিকট সুসমাচার প্রচার করেন। এত বড় সভ্য জাতি হইলেও গ্রীকেরা জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বরকে চিনিত না। পৌল আথীনি নগরের নিবাসিদিগের নিকট এই রূপে বক্তৃতা করেন,—

"হে আথীনির লোকেরা, আমি দেখিতেছি, তোমরা সর্ব্ববিষয়ে বড়ই দেবতাভক্ত। বিশেষতঃ বেড়াইবার সময়ে তোমাদের পূজ্য বস্তু সকল নিরীক্ষণ করিতে করিতে এক যজ্ঞবেদিও দেখিলাম, যাহার উপরে "অবিদিত ঈশ্বরের উদ্দেশে" এই কথা লিখিত আছে। অতএব তোমরা না জানিয়া যাঁহার ভজনা করিতেছ, তাঁহাকে আমি তোমাদিগের নিকটে প্রচার করি। ঈশ্বর, যিনি জগতের ও তন্মধ্যস্থ যাবতীয় বস্তুর নির্ম্মাণকর্ত্তা, তিনি স্বর্গের ও পৃথিবীর প্রভু বলিয়া হস্তকৃত মন্দিরে বাস করেন না; কোন কিছুর অভাব প্রযুক্ত মনুষ্যদের হস্তদ্বারা সেবিতও হন না, কেননা তিনি আপনি সকলকে জীবন ও শ্বাস প্রভৃতি সমস্তই দিতেছেন। আর তিনি সমস্ত ভূমণ্ডলে বাস করাইবার জন্য এক ব্যক্তি হইতে মনুষ্যদের যাবতীয় জাতিকে উৎপন্ন করিয়া তাহাদের নিরূপিত কাল ও নিবাসের সীমা স্থির করিয়া দিয়াছেন। যেন তাহারা ঈশ্বরের অন্বেষণ করিতে করিতে হাতড়িয়া হাতড়িয়া কোন মতে তাঁহার উদ্দেশ পায়। তথাপি তিনি আমাদের কাহারও হইতে দূরে নহেন; বস্তুতঃ তাঁহাতেই আমাদের জীবন, গতি ও সত্তা; যেমন তোমাদের এক জন কবিও বলিয়াছেন, যথা, 'আমরাও তাঁহার বংশ।' অতএব আমরা যখন ঈশ্বরের বংশ, তখন ঈশ্বরের স্বরূপকে মনুষ্যদের কৌশল ও কল্পনা অনুসারে খোদিত স্বর্ণের কি রৌপ্যের কি

প্রস্তরের সদৃশ জ্ঞান করা আমাদের কর্ত্তব্য নহে। আর ঈশ্বর সেই অজ্ঞানতার কাল উপেক্ষা করিয়াছিলেন; কিন্তু এখন সর্ব্বস্থানের সকল মনুষ্যকে মনঃপরিবর্ত্তন করিতে আজ্ঞা দিতেছেন; যেহেতুক তিনি এমন এক দিন স্থির করিয়াছেন, যে দিনে আপনার নিরূপিত ব্যক্তির দ্বারা ন্যায়ে জগৎসংসারের বিচার করিবেন; এবং তাঁহার বিষয়ে সকলের বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ দিয়াছেন, ফলতঃ মৃতগণের মধ্য হইতে তাঁহাকে উত্থাপন করিয়াছেন।"

কালক্রমে গ্রীস্ দেশের লোকেরা খ্রীষ্ট ধর্ম্ম অবলম্বন করে। এক্ষণকার গ্রীকেরা রোমাণ কাথলিক নহে, প্রাচ্য মণ্ডলীভুক্ত।

ইতালি।

ইউরোপের দক্ষিণস্থ যে দেশ ইতালি নামে খ্যাত, সেটী একটী অপ্রশস্ত উপদ্বীপ। দেশটীর আকার এক পাটী বুট জুতার মত, সম্মুখের দিকে সিসিলি দ্বীপ, দেশের উত্তরাংশে আল্প গিরি-শ্রেণী বক্রভাবে রহিয়াছে। আপেকিন পর্ব্বতমালা লম্বভাবে দেশের এক দিক হইতে অপর দিক পর্য্যন্ত গিয়াছে। ইতালি দেশের ভূমির পরিমাণ ৫৭০০০ হাজার বর্গ ক্রোশ। আমাদের বোম্বাই প্রেসিডেন্সি অপেক্ষাও ছোট। এই দেশে তিন কোটি লোকের বাস।

ইতালীয় লোক।

রোম সাম্রাজ্যের ন্যায় বহুবিস্তৃত সাম্রাজ্য পৃথিবীতে আর হয় নাই। এই সাম্রাজ্যের রাজধানী রোম নগর ইতালি দেশে। এই কারণে এক সময়ে রোম দেশ জগদ্বিখ্যাত ছিল। কথিত আছে যে, খ্রীঃ পূঃ ৭৫৩ সালে রোম নগরের স্থাপন হইয়াছিল। এক সময়ে ভূমধ্যসাগরের কূলবর্ত্তী সমস্ত দেশ রোম সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। ৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দে উত্তরাঞ্চলীয় অসভ্য লোকেরা গিয়া দেশটী ছাইয়া ফেলে। পঞ্চাদশ শতাব্দীতে ইতালিতে বিদ্যাচর্চ্চার পুনরারম্ভ হয়। কিছু দিন পূর্ব্বে ইতালি দেশ নানা ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত ছিল। সম্প্রতি জর্ম্মাণ দেশের ন্যায় সমস্ত ক্ষুদ্র রাজ্য লইয়া ইতালি রাজ্য হইয়াছে। ইতালি এক্ষণে ইউরোপীয় ষড়শক্তির এক শক্তি।

সাবেক রোমকদিগের বংশজাত হইলেও ইতালীয় লোকেরা গ্রীকদিগের মত মিশ্রজাতি। ইউরোপের দক্ষিণাঞ্চলস্থ অন্যান্য লোকদিগের ন্যায় ইতালীয়েরাও ইংরাজদের মত সাদা নহে; বিশুদ্ধ গৌরবর্ণ। ইহাদের কেশ কৃষ্ণবর্ণ।

অনেক পুরুষ পিরনের উপর গলায় কম্ফর্টর জড়ায়, এবং কোমরে কোমরবন্দ পরে। তাহাদের টুপির এক দিক লাল, অপর দিক কাল। প্রায় জামার উপরে কোট পরে না, সৌখীন ফতুই পরে। ইংরাজ-দিগের ন্যায় ইতালীয়েরা পায়ে বুট জুতা পরে না, খড়ম পরে; সে খড়মে বৌলা নাই, চামড়ার ফিতা দিয়া তাহা পায়ে আটকাইয়া রাখা হয়। তাহারা পায়ে মোজাও পরে না, কিন্তু কলিকাতার পাহারাওয়ালাদিগের ন্যায়, পঞ্জাবী ও গুরখাদিগের ন্যায় পায়ে হাঁটু পর্য্যন্ত গরম বা ঠাণ্ডা ফিতা জড়ায়। মেষপালকেরা লম্বা চুল রাখে, তাহাদের চুল কোঁকড়ান, গায়ে উলের ঢিলা চোগা পরে। মাথায় বড় টুপি ও পায়ে খড়ম। অনেকে কাণে মাকড়ি পরে।

দেশের ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে স্ত্রীলোকে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার পোষাক পরে। সকলেই চুলের খুব যত্ন করে। ক অঞ্চলে স্ত্রীলোকে মাথায় কিছু দেয় না, মাথা খোলা থাকে। আর এক অঞ্চলে বালিকারা রূপার বা লম্বা কাঁটা দিয়া মাথায় চুল বাঁধিয়া রাখে। অনেকে মাথায় কাল বা সাদা মিহি কাপড়ের আবরণী রে। রোম নগরে স্ত্রীলোকে একখানি সাদা কাপড় মাথায় এমন ভাবে জড়াইয়া রাখে যে, মাথায় ও াড়ে রৌদ্র লাগিতে পায় না। ধনবানের কন্যারা দামী কাপড়ের জাকেট, নীল বা সাদা ঘাগরা পরে। লায় সুন্দর হার ও কাণে ইয়ারিং দেয়।

স্ত্রীলোকেরা শিশু সন্তানকে এমন করিয়া কাপড় দিয়া জড়াইয়া রাখে যে, ছেলেরা হাত পা খেলাইতে পায় না। অথবা মাটীতে হামাগুড়ি দিতেও পারে না। স্ত্রীলোকেরা মনে করে, এইরূপ করিলে ছেলে ঠিক সোজা হয়, কোমর বা পা বাঁকিয়া যায় না। ফলে কিন্তু এরূপ করাতে তাহারা বাঁকা ও দুর্ব্বল হয়।

গরিব লোকের প্রধান খাদ্য ভুট্টা। ভুট্টার জাউ রাঁধিয়া খায়। ময়দা ছানিয়া পাটিবেলা পিঠার মত এক প্রকার রুটী করে, তাহা লোকদের বড় উপাদেয় জিনিষ। ভারতবর্ষের বিস্তর গোম ইতালি দেশে প্রেরিত হয়। এই রুটীর নাম মাকারণী। রাস্তার ধারে ধারে লোকে ইহা বিক্রয় করে। গরিব লোকে গৃহে রাঁধিয়া খায় না, বাজার হইতে রাঁধা জিনিষ কিনিয়া খায়। ইতালীয়েরা পণিরও খুব খায়। গরিব লোকে কদাচিৎ মাংস খাইতে পায়। ইতালি দেশে ফল বিস্তর জন্মে।

আমাদের দেশের স্ত্রীলোকদিগের ন্যায় ইতালীয়া রমণীরা ঘর কন্নার সমস্ত কাজ করে; রাঁধে, কাপড় সেলাই করে। আগে আমাদের দেশের স্ত্রীলোকদিগের ন্যায় স্ত্রীলোকে লেখা পড়া জানিত না; এক্ষণে স্ত্রীশিক্ষার বিলক্ষণ উন্নতি হইতেছে। বালিকারা যখন নিতান্ত ছোট, তখন হইতেই তাহাদের বিবাহে আবশ্যকীয় কাপড়ের আয়োজন হয়। ইতালি দেশের লোকেরা গান বাদ্য, চিত্রকার্য্য ও ভাস্কর বিদ্যার বড় অনুরাগী। তাহারা সুন্দর জিনিষ খুব ভাল বাসে, কিন্তু ইংরেজেরা ভাল বাসে কাজের জিনিষ। ইতালীয়েরা টাকার জন্য তাস ইত্যাদি খেলে; ইতালি দেশে জুয়া খেলার বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব।

ইতালি দেশের লোক ভদ্র, সদালাপী, পরিশ্রমী, দয়ালু। কিন্তু তাহাদিগকে রাগান ভাল নহে। আমাদের গুরখাদের মত ইতালীয় পুরুষ মাত্রেরই পকেটে ছুরি থাকে, কাহারও উপর রাগ হইলে ছুরি মারিয়া বসে। আবার পেশোয়ারীদিগের মত, আবশ্যক হইলে রাগ চাপিয়া যায়, শেষে সুযোগ পাইলে শত্রুকে মারিয়া ফেলে।

ইতালি দেশের লোকেরা রোমাণ কাথলিক। কাথলিক মণ্ডলীর কর্ত্তা পোপ রোম নগরে বাস করেন। রোম নগরে সাধু পিতরের গির্জ্জা নামে একটী গির্জ্জা আছে। এত বড় ও এত সুন্দর গির্জ্জা পৃথিবীতে আর নাই।

স্পেন্ দেশ।

স্পেন্ দেশ ইউরোপের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে। মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির দেড়া হইবে, কিন্তু লোকসংখ্যা মান্দ্রাজের অর্দ্ধেক।

দেশের মধ্যস্থলের ভূমি উচ্চ। তাহার মধ্য দিয়া পর্ব্বতমালা। সমুদ্রের কূলবর্ত্তী ভূমি খুব উর্ব্বরা; মধ্যস্থলে মরুভূমির ন্যায় প্রান্তর আছে। স্পেনে কৃষিকার্য্যের উন্নতি হয় নাই; দেশের অনেক পরিমাণ ভূমিতে লোকে কেবল পশুপাল চরায়। গোম, ভুট্টা, ধান, এই সকল প্রধান শস্য। দ্রাক্ষা ফল, অলিব্ ও নানা প্রকার জাম দক্ষিণ ও পূর্ব্ব অঞ্চলে বিস্তর জন্মে। স্পেনে অনেক পরিমাণে মিষ্ট সুরা জন্মিয়া থাকে।

স্পেন দেশের ঘোড়া, অশ্বতর ও গর্দ্দভ বিখ্যাত। এ দেশে মেষও বিস্তর, অনেক পরিমাণে পশম উৎপন্ন হইয়া থাকে। গ্রীষ্মকালে লোকে মেষপাল সকল লইয়া গিয়া উচ্চ পাহাড়িয়া প্রদেশে চরায়। আর সুবিধা হইলে শীতকালে সমভূমিতে লইয়া যায়। এ দেশে গুটি পোকাও জন্মে।

এ দেশে অতি প্রাচীন কালে যাহারা বাস করিত, তাহারা আর্য্যবংশীয় ছিল না। পরে রোমক, গোথ্ ও মুরেরা যাইয়া দেশটী অধিকার করে। মুরেরা দেশের অধিকাংশ স্থান শত শত বৎসর কাল আপনাদের অধীনে রাখিয়াছিল। ১৪৯১ সালে মুরেরা তাড়িত ও ১৪৯২ সালে ইতালীয় কলম্বস্ কর্ত্তৃক মার্কিণ দেশ আবিষ্কৃত হইলে পর শতাধিক বৎসর কাল স্পেন্ দেশ ইউরোপে সর্ব্বপ্রধান ছিল।

ষাঁড়কে খোঁচা মারে। ষাঁড়েরা তাড়া করিলে অশ্বারোহিরা থামাইতে চেষ্টা করে; তাহাতে ঘোড়াকেই ষাঁড়েরা আক্রমণ, আহত বা হত করে। চকমকে চোগা গায় দিয়া তীর হাতে করিয়া লোকে পদব্রজে যায়, গিয়া ষাঁড়ের কাঁধে সেই তীর বিঁধাইয়া দেয়। অবশেষে কেহ তরোয়াল হাতে করিয়া গিয়া ষাঁড়ের পৃষ্ঠে আঘাত করে। তাহাতে ষাঁড় অমনি পড়িয়া যায়। পরে গাড়ীতে করিয়া মৃত ষাঁড় স্থানান্তর করা হয়। গাড়ীর অশ্বতরের গলায় ঘন্টা আর গাড়ীতে নিশান বাঁধা থাকে। ক্রীড়া স্থলে এক এক দিন আট দশটা করিয়া ষাঁড় বধ করা হয়। গণনা করিয়া দেখা গিয়াছে, প্রতি বৎসর ২৫০০ হাজার ষাঁড় ও ৩৮০০ ঘোড়া এই ষাঁড়ের যুদ্ধে নষ্ট হইয়া থাকে।

স্পেনী লোকেরা প্রাণটাকে অতি সামান্য মনে করে। সামান্য কারণে প্রাণ দেয় ও প্রাণ লয়। কথায় কথায় লোকেরা মারা-মারি ও রক্তা-রক্তি করে। একটী প্রবাদ আছে, "আকাশও ভাল, পৃথিবীও ভাল, তবে এই দুইয়ের মধ্যে মন্দ কি?" অর্থাৎ মানুষ।

স্পেনী লোকেরা রোমাণ কাথলিক খ্রীষ্টীয়ান। অল্প কাল পূর্ব্বে রোমাণ কাথলিক মত ছাড়া অন্য কোন মত অবলম্বন করা আইনবিরুদ্ধ ছিল।

স্পেনের পশ্চিম দিকে পর্ত্তুগাল। উভয় দেশের লোকের ভাষা ও আহার ব্যবহার প্রায় এক রূপ। কিন্তু পরস্পর সদ্ভাব নাই।

স্পেনী ও পর্ত্তুগিজ আমেরিকা।

ইতালী দেশীয় কলম্বস্ আমেরিকা দেশ আবিষ্কার করেন। ইনি ইতালীয় হইলেও, স্পেনের রাজসরকারে কাজ করিতেন, এবং স্পেনের খরচেই আমেরিকা আবিষ্কার করণার্থ যাত্রা করিয়াছিলেন। আমেরিকার যুক্তরাজ্যের দক্ষিণস্থ প্রায় সমস্তই এক সময়ে স্পেনের ও পর্ত্তুগালের ছিল। এই দেশের লোকেরা যে সকল দেশ দখল ও শাসন করিয়াছিল, এক্ষণে সে সকল স্বাধীন হইয়াছে। তথাপি অনেক রাজ্যের লোকেই পর্ত্তুগিজ ভাষায় কথা কহে। আবার উক্ত দুই দেশের আচার ব্যবহারও ঐ সকল দেশে বিলক্ষণ প্রচলিত।

ঐ সকল দেশ এক্ষণ প্রজাতন্ত্র। কিন্তু অস্থির। স্বায়ত্ত্ব-শাসন-প্রণালীর পক্ষে লোকেরা যথেষ্ট শিক্ষিত নহে।

মেক্সিকো।

আমেরিকার যুক্তরাজ্যের দক্ষিণেই মেক্সিকো; ভারতবর্ষের অর্দ্ধেক। সমুদ্রের কুলবর্ত্তী অঞ্চল গ্রীষ্মপ্রধান ও অস্বাস্থ্যকর; দেশের মধ্যবর্ত্তী অঞ্চল কতক পরিমাণে ঠাণ্ডা ও স্বাস্থ্যকর। মেক্সিকো দেশের রূপার খনিতে বিস্তর রূপা আছে, কিন্তু দেশে অশান্তি থাকাতে রূপা উদ্ধার করা হইতেছে না। ভুট্টা লোকদের প্রধান শস্য। যে সকল প্রদেশ গরম, সে সকল প্রদেশে কলা, আলু, কাপাস বিস্তর জন্মে।

মেক্সিকো দেশে প্রাচীন কালে যাহারা বাস করিত, তাহাদিগকে তল্‌তেক্ বলা যাইত। তাহারা কোমলস্বভাব ও অপেক্ষাকৃত সভ্য ছিল। তাহারা রাস্তা ঘাট প্রস্তুত ও প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিল; সেই সকল মন্দিরের ভগ্নাবশেষ এখনও রহিয়াছে। অজ্‌তেক নামে এক জাতীয় লোক অতি যুদ্ধপ্রিয়, ও ভয়ানক ছিল, তাহারা নরবলি দিত। এই লোকেরা আসিয়া তল্‌তেক জাতীয় লোকদিগকে পরাভূত করে। অজ্‌তেক্ জাতীয় লোকদিগের প্রধান উপাস্য দেবতা যুদ্ধদেব। মানুষের বুক চিরিয়া হৃৎপিণ্ডটা বাহির করিয়া লইয়া এই দেবতার কাছে উৎসর্গ করা হইত। গণনা করিয়া দেখা হইয়াছে, তাহারা প্রতি বৎসর ২০ হাজার লোককে বধ করিত। পূজা হইয়া গেলে সেই মানুষটার মাংস তাহারা খাইত। এক এক স্থানে স্তূপাকারে মানুষের মাথার খুলি পড়িয়া থাকিত।

১৫১৯ সালে কুর্ত্তেস্ নামে এক জন স্পেনী সসৈন্যে মেক্সিকো দেশে গিয়া দেশটী দখল করেন। প্রায় তিন শত বৎসর স্পেন্ হইতে শাসনকর্ত্তারা নিযুক্ত হইয়া গিয়া মেক্সিকো দেশ শাসন করিতেন, কিন্তু ১৮২১ সালে দেশস্থ লোকেরা স্বাধীন হইয়াছে, এক্ষণে প্রজাতন্ত্র শাসনপ্রণালি প্রচলিত।

মেক্সিকায়।

দেশের নিবাসীসংখ্যা এক কোটির কিছু বেশী। ছয় আনা লোক দেশীয়, খাঁটি স্পেনী খুব কম। কম হইলেও তাহারাই দেশের কর্ত্তা। অবশিষ্ট লোক বর্ণসঙ্কর। সাধারণতঃ লোকে স্পেনী ভাষায় কথা কহে।

গরিব লোকে প্রায়ই ছেঁড়া কম্বল পরে। এক প্রকার পোষাক অতি চমৎকার। বড় একখানি কাপড়ের মধ্যস্থলে এক ছিদ্র, এই ছিদ্র দিয়া মাথাটী গলাইয়া দেওয়া হয়। ধনী লোকেরা পোষাকের বাহুল্য দেখাইতে ভাল বাসে। পুরুষে মাথায় খড়ের টুপি, ঢিলা পা-জামা ও লাল বর্ণের কোমরবন্দ পরে। স্ত্রীলোকে সুন্দর ঘাগরা, জামা ও জামার উপরে চাদর পরে।

চিলি দেশ।

চিলি (তুষার-ভূমি) আমেরিকার দক্ষিণে। আন্দিজ নামক বিশাল পর্ব্বতমালা ও প্রশান্ত মহা-সাগরের মধ্যবর্ত্তী অপ্রশস্ত ভূমিকে চিলি বলে। এই দেশে গোল আলুর জন্ম। ১৫৪১ সালে স্পেনীয়েরা এই দেশ দখল করে। কিন্তু ১৮১৮ সালে দেশটী স্বাধীন হইয়াছে। দক্ষিণ আমেরিকাতে এমন উন্নতি-শালী রাজ্য খুব কমই আছে।

চিলি দেশের রমণী।

দেশের সাধারণ লোক প্রায় সকলেই বর্ণসঙ্কর—দেশী স্পেনী বিশ্রিত। উচ্চ শ্রেণীতে খাঁটি স্পেনী যথেষ্ট আছে। এমন খাঁটি স্পেনী দক্ষিণ-আমেরিকার আর কোন রাজ্যে নাই।

ব্রেজিল।

ব্রেজিল অতি প্রকাণ্ড দেশ, ভারতবর্ষের ডবল। বলিতে গেলে দক্ষিণ-আমেরিকার প্রায় অৰ্দ্ধেক লইয়া ব্রেজিল রাজ্য। এ দেশে এক প্রকার লাল কাষ্ঠ জন্মে, নাম "ব্রেজা;" এই কাষ্ঠের নাম হইতে

দেশের নাম ব্রেজিল হইয়াছে। পর্ত্তুগিজেরা প্রথমে, ১৫০০ সালে, এই দেশ বাহির করে। পরে অনেক পর্ত্তুগিজ গিয়া এই দেশে বসতি করে। ১৮২২ সাল পর্য্যন্ত দেশটী পর্ত্তুগালের শাসনাধীন ছিল, ঐ সালেই দেশটী স্বাধীন হয়। ১৮৮৯ সাল পর্য্যন্ত ব্রেজিলের রাজাকে সম্রাট বলা যাইত। উক্ত সালে দেশের লোকেরা সম্রাটকে তাড়াইয়া দিয়া প্রজাতন্ত্র শাসন প্রণালী প্রচলিত করিয়াছে।

এই দেশে প্রায় দেড় কোটি লোকের বাস। দেশের নিবাসিরা অধিকাংশই বর্ণসঙ্কর, নিগ্রো ও আদিমনিবাসী।

ভারতবর্ষের ন্যায় ব্রেজিল দেশেও মশার বিলক্ষণ উৎপাত। এই জন্য গাছে মশারি ঘেরা দোলা ঝুলাইয়া স্ত্রীলোকেরা ছেলে শোয়াইয়া রাখে।

ব্রেজিল দেশের দোলা।

ফরাসি দেশ।

ফরাসী দেশ ইংলণ্ডের দক্ষিণে; উভয় দেশের মধ্যস্থলে অপ্রশস্ত সমুদ্র, তাহাকে ইংলিশ খাড়ি বলে। আয়তনে দেশটী আমাদের বঙ্গ দেশের প্রায় সমান। দেশে তিন কোটি ৮০ লক্ষ লোকের বাস।

ফরাসি দেশের উত্তর ও দক্ষিণ ভাগ প্রকাণ্ড সমভূমি; মধ্যস্থলে উচ্চ ভূমি, তাহাতে পর্ব্বতমালাও আছে। দক্ষিণ-পূর্ব্ব ও দক্ষিণে উচ্চ পর্ব্বত সকল আছে।

দেশের ভূমি উর্ব্বরা। দক্ষিণাঞ্চলে নানা প্রকার শস্য ও বিট পালং জন্মে। এই বিট পালং হইতে চিনি তৈয়ার হয়। দেশের মধ্য অঞ্চলে উত্তম দ্রাক্ষা-ফল জন্মে। দক্ষিণাঞ্চলে জিত ফল জন্মে; জিত ফল হইতে তৈল প্রস্তুত হয়। এই তৈল মাখমের ন্যায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আবার দক্ষিণাঞ্চলে কমলা লেবু ও তুত বিস্তর জন্মে।
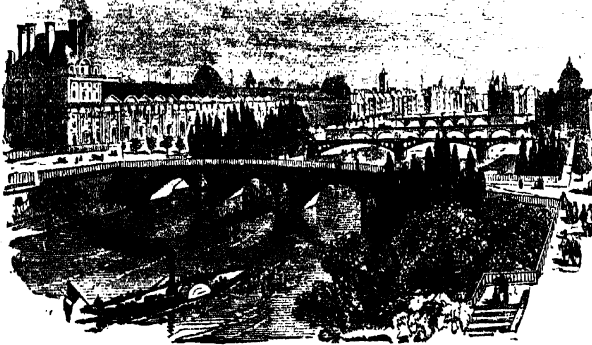
পারিস নগর।

ফরাসি দেশে আদৌ সেল্‌ত, বা গল্‌ জাতীয় আর্য্যেরা বাস করিত। ইহারা, বোধ হয়, এশিয়া খণ্ডের মধ্য প্রদেশ হইতে গিয়াছিল। খ্রীঃ পূঃ ৫০ সালে রোমকেরা দেশটী অধিকার করে। পরে ৪৫০ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রাঙ্ক নামক এক জাতীয় জর্ম্মণেরা গিয়া দখল করে। নানা বংশীয় রাজারা এই দেশে রাজত্ব করিয়াছেন। এক্ষণে দেশে প্রজাতন্ত্র শাসন-প্রণালী প্রচলিত।

ফরাসিরা ইংরেজদিগের মত শাদা নহে, স্পেনীদিগের অপেক্ষা অনেকটা শাদা বটে। উত্তরাঞ্চলের নিবাসীগণ অপেক্ষা দক্ষিণাঞ্চলের নিবাসীরা খর্ব্বাকায়। আবার দক্ষিণাঞ্চলের লোক তত ফর্শাও নহে। তাহারা মাথা খাড়া করিয়া চলে, খরপায়ে চলে, দেখিতে প্রফুল্ল। ইংরেজদের অপেক্ষা ফরাসীদের বাহ্য ভদ্রতা বেশী — কিন্তু ফরাসিরা ইংরেজদিগের মত দয়ালু নহে।

শ্রমজীবি অনেক লোকে ঢিলে পা-জামা ও কাষ্ঠের জুতা পরে। স্ত্রীলোকে টুপি, কাণে ইয়ারিং ও গলায় রুমাল পরে। স্ত্রীলোকেরা বড়ই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। কাপড় ছিঁড়িয়া গেলে গরিব লোকেরা সেলাই করিয়া লয়, কখনও ছেঁড়া কাপড় পরিয়া বেড়ায় না। ইহারা অতি সুন্দর রূপে শাল গায়ে দেয়। ধনবানের মেয়েরা খুব দামী পোষাক পরেন। এক কালে ভারতবর্ষে যেমন লক্ষ্ণৌয়ের ফ্যাশন লোকে অনুকরণ করিত, ইউরোপে তেমনি পারিস নগরের ফ্যাশন। বৎসরের নানা ঋতুতে নানা ফ্যাশনের পোষাক পারিস নগরের সুন্দরীরা পরেন, অন্যান্য দেশের রমণীরা সেই পোষাকের অনুকরণ করিয়া থাকেন। ইহাতে বিস্তর টাকা অনর্থক খরচ হয়। পারিসের কোন কোন ফ্যাশন নিতান্তই বিশ্রী। ডাং মর্ডক অতি বিচক্ষণ ইংরেজ, পৃথিবীর নানা দেশে ভ্রমণ করিয়াছেন, তিনি বলেন. ইউরোপীয় রমণীদের পোষাক অপেক্ষা ভারতবর্ষীয় রমণীদের পোষাক ঢের গুণে সুন্দর।
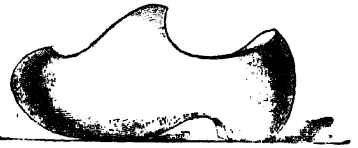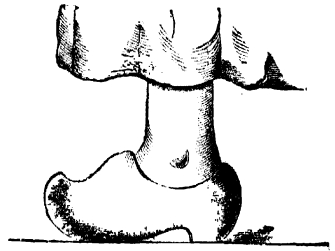
কাষ্ঠের জুতা।

পারিস নগর ফরাসী দেশের রাজধানী। এই নগরে নানা প্রকার সৌখীন জিনিষ তৈয়ার হইয়া থাকে।

ফরাসিরা বড় মিতাচারী। রুটী, আলু, ঝোল ও ডিম্ব ইহাদের প্রধান খাদ্য। উত্তম উত্তম ফলেরও অভাব নাই। সকলেই মিষ্ট সুরা অল্প পরিমাণে খায়। অনেকে কাফি খায়, কিন্তু চা খায় না। চিনি-পানা বা শরবৎ সচরাচর লোকে খাইয়া থাকে। ফরাসি দেশের পাচকেরা উত্তম পাক করিতে জানে। ইউরোপের বড় লোকদের বাড়ীতে ফরাসি পাচক রাখা হয়।

ফরাসি দেশের লোকেরা সদাই প্রফুল্ল, কথা কহিতে ভাল বাসে, আর সঙ্গী বড় ভাল বাসে। গৃহে থাকিতে যেন ইহাদের ভাল লাগে না; বাহিরে থাকিতে লাগে ভাল। সকল নগরেই লোকদের বেড়াইবার জন্য মাঠ আছে। সন্ধ্যা বেলা লোকেরা সেই মাঠে বেড়াইয়া বেড়ায়, বা গাছতলায় বেঞ্চিতে বসিয়া আলাপ করে। গরিব স্ত্রীলোকেরা বাড়ী ছাড়িয়া যাইতে পারে না। এই জন্য তাহারা যার যার দরজার বাহিরে চৌকি লইয়া গিয়া বসিয়া পাঁচ জনে মিলিয়া মোজা বা আর কিছু বুনিতে ও আলাপ করিতে থাকে।

ফরাসিরা রোমাণ কাথলিক; পুরোহিত ও ননেরা বিবাহ করেন না। নহিলে আর সকলে করে। অবস্থা ভাল না হইলে পুরুষে বিবাহ করে না। অবিবাহিত বালিকারা অন্তঃপুরে আবদ্ধ থাকে না, কারণ অন্তঃপুর নাই। কিন্তু মাতা পিতা বা অন্য গুরুজনের অসাক্ষাতে কোন অবিবাহিত পুরুষের সঙ্গে কথা কহিতে পায় না। বিবাহের বন্দোবস্ত প্রায়ই কন্যার মায়ে, বা অপর কোন আত্মীয় লোকে করিয়া থাকে। কথা স্থির হইলে বিবাহার্থী যুবকের সহিত পরিবারস্থ সকলের আলাপ পরিচয় হইলে এক মাসের মধ্যেই বিবাহ হইয়া যায়। যৌতুক দিতে হয়। আমাদের দেশের ন্যায়, ফরাসি দেশেও নিম্ন শ্রেণীর লোক-সমাজে স্ত্রীলোকে ও পুরুষে স্বাধীন ভাবে আলাপ করিয়া থাকে।

কোন কোন শ্রেণীর লোকে ছেলে মেয়েদিগকে লইয়া বেড়াইতে যায়, তামাসা দেখিয়া বেড়ায়,

পারিস নগরের মহিলা।

বেশী রাত্রে বাড়ী আইসে ; এবং অনুপকারী জিনিষ খাইতে দেয়। ছেলে মেয়েদের পোষাকের খুব বাহার, সকলকেই স্কুলে যাইতে হয়। ফরাসি দেশে ছাত্রেরা শিক্ষককে বড় মানে। পুরস্কার দানের দিন খুব আমোদ হইয়া থাকে। ছাত্রেরা শিক্ষকদিগের মাথায় মুকুট দেয়।

ইংলণ্ডে জমিদারের জ্যেষ্ঠ পুত্র জমিদারি পায়, ফরাসি দেশে, আমাদের দেশের মতন ছেলেরা জমিদারি সমানাংশে ভাগ করিয়া লয়। এই জন্য ইলংণ্ডে ২॥ বিঘা পরিমিত ভূমির অধিকারী ৩ লক্ষ, কিন্তু ফরাসি দেশে ৭০ লক্ষ। আমাদেরই মত, একটু ভূমির অধিকারী হওয়া ফরাসি দেশের লোকের নিতান্ত আকাঙ্ক্ষা। এই কারণে সকলেই বড় হিসাব করিয়া চলে। আমরা যেমন গহনায় টাকা আটকাইয়া রাখি, বা ছেলে মেয়ের বিবাহে, নাম কিনিবার জন্য টাকা উড়াইয়া ফেলি, ফরাসিরা তেমন করে না ; তাহারা টাকা ডাক ঘরে সেবিং ব্যাঙ্কে জমা রাখে। ব্যবসা বাণিজ্যে স্ত্রীলোকেরা বিলক্ষণ খাটে। দোকানে স্ত্রীলোকেই হিসাব পত্র রাখে।

ফরাসি দেশের অধিকাংস লোক রোমাণ কাথলিক। স্ত্রীলোকদের ধর্ম্মে বিলক্ষণ ভক্তি। কিন্তু পুরুষের, বিশেষতঃ পারিস নগরের পুরুষদের ধর্ম্ম-ভাব বড় কম।

পূর্ব্বে ফরাসিরা যুদ্ধ কার্য্য বড় ভাল বাসিত। নেপোলিয়ন যে সকল যুদ্ধ করেন, তাহাতে ৩০ লক্ষ লোকের প্রাণ যায়। ১৮৭০ সালে ফরাসিরা গায়ে পড়িয়া জর্ম্মণদিগের সঙ্গে যুদ্ধ করে। এই যুদ্ধে কয়েক বার ফরাসিরা হারিয়া যায়, জর্ম্মণেরা পারিস নগর অবরোধ করে, এবং ক্ষতিপূরণ বাবত নগদ দুই শত কোটি টাকা ও দুইটী প্রদেশ লয়। ভরসা করি, ফরাসিরা আর এমন পাগ্‌লামী করিবে না।

আমাদিগেরই মত ফরাসিরা "জননী জন্মভূমি" ছাড়িয়া বিদেশে গিয়া বসতি করিতে চাহে না। আবার বিবাহের বিষয়েও তাহারা বড় সাবধান। সঙ্গতি না থাকিলে বিবাহ করে না। এ বিষয়ে আমাদের দেশের লোকেরা বড় বে-হিসাবী; পরিবার প্রতিপালন করিবার সঙ্গতি থাকুক আর না থাকুক, বিবাহ করে। ইহাই দেশের দরিদ্রতার প্রধান কারণ।

জর্ম্মণ সাম্রাজ্য।

ইউরোপের মধ্য ভাগে কতকগুলি ছোট ছোট রাজ্য লইয়া জর্ম্মণ সাম্রাজ্য। সাম্রাজ্যের অধিকাংশ নিবাসী জর্ম্মণ। অষ্ট্রিয়া সাম্রাজ্যের মধ্যেও কতকগুলি ছোট ছোট রাজ্য আছে। জর্ম্মণির প্রধান রাজ্য উত্তরে প্রশিয়া ও দক্ষিণে বাবেরিয়া। কোন কোন রাজ্য আমাদের দেশের এক এক পরগণার সমান। ভূমির পরিমাণ ১০৪০০০ বর্গ ক্রোশ। এই সাম্রাজ্যে চারি কোটি ৭০ লক্ষ লোকের বাস।

উত্তরাংশ সুবিস্তীর্ণ সমভূমি; মধ্যভাগ ও দক্ষিণাঞ্চল উচ্চ ভূমি, মধ্যে মধ্যে পর্ব্বতশ্রেণী। শীতকালে বড় শীত, গ্রীষ্ম কালে একটু গরম—বিশেষ দক্ষিণাঞ্চলে। মোটের মাথায় দেশটী শস্যশালিনী। রাই (সর্ষপ নহে) নামক শস্য প্রধান শস্য; জৈ, গোম ও যবও জন্মে। দক্ষিণাঞ্চলে মিষ্ট সুরা বিস্তর প্রস্তুত হয়।

সে কালের জর্ম্মণেরা কাপড় বেশী পরিত না; অল্প স্বল্প কৃষিকার্য্য করিত, কিন্তু শিকার ও পশু-পালনই তাহাদের প্রধান উপজীবিকা ছিল—বড় মদ খাইত, আর জুয়া খেলিত। কিন্তু স্ত্রীলোকদের অবস্থা বড় ভাল ছিল। বিশেষ কার্য্য উপলক্ষে কেবল সেনাপতি মনোনীত করা হইত। দেশের কতক অংশ একদা রোমকেরা দখল করে; কিন্তু রোমক সাম্রাজ্যের পতন হইলে, জর্ম্মণেরা নানা নামে গিয়া ঐ প্রদেশ দখল করিয়াছিল। শত শত বৎসর কাল জর্ম্মণ দেশ নানা ছোট ছোট স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত ছিল। ১৮০০ সালে লোকেরা মিলিয়া এক জনকে সম্রাট করে, এবং ১৮০৬ সাল পর্য্যন্ত সম্রাট মনোনীত করা হইয়াছিল। ১৮৭১ সালে সকল রাজ্যের লোকে মিলিয়া পশিয়ার রাজাকে সমগ্র দেশের সম্রাট-পদে মনোনীত করে। এক্ষণে এই সম্রাটের উত্তরাধিকারিরা সম্রাট হয়েন।

মালিনী।

অনেক জর্ম্মণ পুরুষ দীর্ঘকায়, এবং সুন্দর। উত্তরাঞ্চলের লোকেরা সচরাচর শাদা, কটা চুল, ও নীলবর্ণ চক্ষু, দক্ষিণাঞ্চলের লোকদিগের চুল ও চক্ষু কৃষ্ণবর্ণ।

নানা প্রদেশের কৃষকেরা নানা প্রকার পোষাক পরে। অনেক স্ত্রীলোকে ঘাড়ের উপর ছোট ছোট শাদা টুপি, অনেকে কাল টুপি পরে, অনেকে মাথায় রুমাল বাঁধে। কতক স্ত্রীলোকে বড় টুপিও পরিয়া থাকে। তাহাতে মাথায় রৌদ্র লাগে না। জর্ম্মণীর কোন কোন অঞ্চলে স্ত্রীলোকের মাথা বাঙ্গালি বাবুদের মাথার মত এক বারে খোলা। তাহারা সায়া জাকেট পরে, আর গলায় রুমাল বাঁধে। সহরে স্ত্রীলোক পুরুষ উভয়েই ইংরেজদিগের মত পোষাক পরে।

জর্ম্মণেরা সকাল বেলা কাফি ও রুটী খায়। দুই প্রহরের সময়ে তাহাদের মধ্যাহ্নিক ও সন্ধ্যার পরে বৈকালিক আহার হয়। বাঁধা কপি খুব কুচি কুচি করিয়া কাটিয়া, লবণ মিশ্রিত করিয়া পিপাতে রাখিয়া দেওয়া হয়। মাধ্যাহ্নিক আহারের সময়ে খানিকটা সিদ্ধ করিয়া খাওয়া

হয়। ইহা বড় উপাদেয় বলিয়া গণ্য। চুরুট খাওয়া বড় প্রচলিত। সমস্ত দিনই জর্ম্মণ পুরুষের মুখে চুরুট থাকে। গরম হইবার জন্য জর্ম্মণেরা আমাদের মত গদি পাতিয়া লেপ গায়ে দিয়া শোয়। আমাদের লেপ তুলার, কিন্তু তাহাদের লেপ পাখির কোমল পালকের। ছোট ছেলেকে কেমন করিয়া গরমে রাখা হয়, ছবিতে তাহা দেখাইলাম। শিশু শুইয়া আছে, হাত পা নাড়িতে পারে না; কেবল খায়, ঘুমায় ও ক্রমে মোটা হয়।

শিশু।

বড় দিনে ও জন্ম দিনে জর্ম্মণ দেশে যেমন সওগাত দেওয়া লওয়া হয়, ইউরোপের আর কোন দেশে তেমন নহে। সংসারের খরচের টাকা হইতে কিছু কিছু বাঁচাইয়া স্ত্রী স্বামীকে বড় দিনে বা জন্ম দিনে কিছু কিনিয়া দেয়; আবার স্বামীও চুরুট ও বিয়ারের খরচ কমাইয়া স্ত্রীকে কিছু কিনিয়া দিবার জন্য টাকা জমা করে। বড় দিনের পূর্ব্ব দিন ছেলেদের ভারী আমোদ; তখন আত্মীয় জনেরা তাহাদিগকে নানা জিনিষ দান করেন। বিবাহের পর ২৫ বৎসর গত হইলে, "রৌপ্য বিবাহ" নামে এক উৎসব হইয়া থাকে, ইহা বড় আমোদের বিষয়। আবার ৫০ বৎসর হইলে "স্বর্ণ বিবাহ" হইয়া থাকে। তখন আত্মীয়গণ ও প্রতিবাসিরা নানা উপঢৌকন পাঠায়।

ইউরোপের মধ্যে জর্ম্মণেরা বড়ই সুশিক্ষিত। জর্ম্মণ দেশে অনেক পণ্ডিত আছেন। অনেকে সংস্কৃত জানেন। বিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত মোক্ষমূলর জর্ম্মণ। জর্ম্মণেরা আবার গীত বাদ্যও বড় ভাল বাসে। ঘড়ি নির্ম্মাণ ও অক্ষর দ্বারা ছাপার কার্য্য প্রথমে জর্ম্মণ দেশে আরম্ভ হয়।

পুরুষ মাত্রকেই তিন বৎসর কাল সৈন্যদলে থাকিতে হয়। বর্ত্তমান শতাব্দীর কয়েকটী যুদ্ধে জর্ম্মণদের রণনৈপুণ্যের বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া গিয়াছে।

জর্ম্মণ দেশের দশ আনা লোক প্রটেষ্টান্ট, অবশিষ্ট রোমাণ কাথলিক। প্রসিদ্ধ ধর্ম্মসংস্কারক লূথর জর্ম্মণ ছিলেন।

ইংলণ্ড ও আমেরিকা।

ইংলণ্ড ও আমেরিকার যুক্ত রাজ্য যেন মাতা ও কন্যা। আমেরিকার অধিকাংশ নিবাসী ইংরেজ-বংশীয় এবং তাহাদের ভাষাও ইংরেজি। অষ্ট্রেলিয়ার বিষয়েও তাই বলা যাইতে পারে—তবে আদিম নিবাসীদের বিষয়ে নহে। ইংলণ্ড ও আমেরিকার যুক্ত রাজ্য একত্র ধরিলে ভারতবর্ষের দ্বিগুণ হইবে। এই উভয় দেশে প্রায় দশ কোটি লোকের বাস। তাহাদের সংখ্যা বিলক্ষণ বাড়িয়া উঠিতেছে। কিছু দিনের মধ্যে ইংরেজি ভাষাবাদী এত লোক হইবে যে, আর কোন ভাষাবাদী তত লোক নাই।

প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে রোমকেরা, প্রথম বার ব্রিটেন দেশে যায়। তখনকার অধিকাংশ নিবাসী অতি অসভ্য ছিল, সর্ব্বাঙ্গে রং মাখিত এবং শিকার করিয়া বা মাছ ধরিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। "পূর্ব্ব পুরুষেরা যাহা করিয়াছেন, আমরাও তাহাই করিব," এই হিন্দু নিয়ম মানিয়া চলিলে ইংলণ্ডের লোকেরা এখনও অসভ্য থাকিত।

পূর্ব্ব পুরুষদিগের পদচিহ্ন ধরিয়া না চলিয়া, কিসে উন্নতি হইবে, তাই ভাবিয়া ব্রিটেনের লোকেরা ব্যস্ত। সেই জন্য আজি কালি জগতে ইংরেজেরা আশ্চর্য্য উন্নতি করিয়াছে; ফলতঃ সভ্যতায়, বাহুবলে, বিদ্যাবলে, পৃথিবীতে ইংরেজদিগের মত জাতি অতি অল্পই আছে।

আইন মতে ১৬ বৎসর বয়স না হইলে স্ত্রীলোকের বিবাহ হইতে পারে না; কিন্তু ১৭ বৎসর বয়সে অতি অল্প স্ত্রীলোকেরই বিবাহ হয়; ২০, ২২, ২৫, ৩০, ৩৫ বৎসর বয়সেই অধিকাংশ স্ত্রীলোকের বিবাহ হওয়াতে হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে, গড়ে ২৫ বৎসর বয়সে স্ত্রীলোকের বিবাহ হইয়া থাকে। যে যে কারণে ভারতবর্ষের লোক অপেক্ষা ইংলণ্ডের লোক গড়ে ১২ বৎসর বেশি বাঁচে, এইটী তাহার এক কারণ। ভারতবর্ষে দেহ সম্পূর্ণ রূপে পুষ্ট হইবার আগেই বালিকারা পুত্রবতী হয়, সুতরাং তাহারা

নিজেরা এবং তাহাদের সন্তানগণ নিতান্ত দুর্ব্বল হয়। এই কারণেই ভারতবাসি হিন্দুরা দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। হিন্দুদের বিশ্বাস এই যে, অপুত্রক মরিলে পুন্নাম নরকে যাইতে হয়; কিন্তু ইংরেজেরা পুন্নাম নরক মানে না। সুতরাং শ্রাদ্ধাদি করে না। কাজেই পুত্রলাভের জন্য হিন্দুদের মত লালায়িত নহে। ইংরেজদিগের বিশ্বাস এই যে, আপন আপন কর্ম্মগুণে মানুষকে পরকালে সুখ দুঃখ ভোগ করিতে হয়। মরিয়া গেলে পুত্রেরা হাজার দান ধ্যান করুক, তাহাতে মৃত ব্যক্তির কোন উপকার হয় না। পরিবার প্রতিপালন করিতে যখন সমর্থ হয়, তখনই পুরুষে বিবাহ করে, নহিলে করে না; ইহাই দেশের সাধারণ রীতি। মাতা পিতার সঙ্গে পরামর্শ না করিয়া কেহ বিবাহ করে না বটে, কিন্তু যুবক যুবতীরা আপনারাই বিবাহের কথা ঠিক করে। কন্যারা ২০ বৎসরের কম বয়স্কা হইলে, মাতা পিতার অনুমতি বিনা বিবাহিতা হইতে পারে না।

হিন্দুরা যেমন অনেকে একান্নভুক্ত হইয়া এক বাটীতে বাস করেন, ইংলণ্ডে সে প্রকার রীতি নাই। কোন যুবক বিবাহ করিলেই স্বতন্ত্র বাড়ীতে বাস করে; তাহার স্ত্রী বয়স্কা, সুতরাং ঘরকন্নার কর্ম্ম বুঝিয়া করে। শাশুড়ীর অধীনে থাকিয়া তাহাকে শিখিতে হয় না।

ভারতবর্ষ অপেক্ষা ইংলণ্ডে প্রসব কালে খুব কম প্রসূতি মরে, আর সূতিকাগারে শিশুও মরে কম। ইহার কারণ এই যে, ইংলণ্ডের স্ত্রীলোকেরা সম্পূর্ণ পুষ্টকায়, সুতরাং হিন্দু রমণী অপেক্ষা অধিক বলবতী; ইংরেজ প্রসূতিকে সূতিকা গৃহে আগুনের কাছে শোয়াইয়া রাখা হয় না; আর চাউল চিঁড়া ভাজা খাইতে দেওয়া হয় না; তাহারা উত্তম গৃহে থাকে ও পুষ্টিকর জিনিষ খায়।

ভারতবর্ষের লোকেরা ইংলণ্ডে গেলে ছেলে মেয়ে গুলি দেখিয়া চমৎকৃত হয়েন। তাহারা হৃষ্টপুষ্ট ও বলবান। মাইকেল মধুসূদন দত্ত ইংলণ্ডে গিয়া এডুকেশন গেজেটে লিখিয়াছিলেন যে, তথাকার ছেলেমেয়ে গুলি জীবন্ত গোলাপ ফুলের মত সুন্দর। ইংরেজ রমণীরা মন্ত্র তন্ত্র, তুক তাক মানে না; কেহ নজর লাগাইলে অনিষ্ট হইবে বলিয়াও ভীতা হয় না। ছেলের পীড়া হইলে তাহারা ঔষধ দেয়; জলপড়া, বা গলায় মাদুলি দেয় না। তাহারা সিতলার নামও শুনে নাই। ছেলেকে টীকা দেওয়ায়, সুতরাং কোন ভয় থাকে না। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতাই তাহারা বুঝে বেশি; সাবান, জল, বিশুদ্ধ বায়ু, পুষ্টিকর খাদ্য, আর চলিয়া ফিরিয়া বেড়ান, ইহাই তাহাদের সুস্থ ও সবল হইবার কারণ।

মাতা ও কন্যা।

ছেলে মেয়েরা প্রথমে মায়ের কাছে লিখিতে পড়িতে শিখে। কিন্তু শিক্ষা যাহাকে বলে, তাহা কেবল ক খর সঙ্গে আরম্ভ হয় না। ছেলের জন্মদিন হইতেই তাহার শিক্ষা আরম্ভ হয়। মায়ের মুখাকৃতিই ছেলের প্রথম পাঠ্য পুস্তক। পিতার মৃদু হাস্য বা অসন্তোষভাব পাঠ্য পুস্তকের দ্বিতীয় ভাগ। গৃহের শিক্ষাই সকল প্রকার শিক্ষা অপেক্ষা প্রয়োজনীয়।

ঐ দেখ, একটা রাজহাঁসের ছবি দেখাইয়া এক জন স্ত্রীলোক স্বীয় ছেলেদিগকে শিক্ষা দিতেছেন। ছেলেদের শিক্ষার ছবি অতি আবশ্যকীয় উপকরণ। ছেলেরা ছবি ভাল বাসে। ছবি দেখিলে অনেক বিষয় ভাল করিয়া বুঝিতে পারে।

ছবি দেখাইয়া শিক্ষা।

প্রথম প্রথম পড়িতে শিক্ষা করাতে ছেলেদের আমোদ বোধ হয় না, বরং বিরক্তি বোধ হয়। মায়ে যদি কোন ভাল বহি পড়িয়া ছেলেদিগকে শুনান, তাহা হইলে ভাল হয়। তাহাতে তাহাদের পড়িতে প্রবৃত্তি জন্মে।

বড় হইলে ছেলেরা স্কুলে যায়। ইংলণ্ডে ছেলে মেয়েদিগকে স্কুলে না পাঠাইলেই নয়; কারণ না পাঠাইলে ছেলের মাতা, পিতা, বা আর যে অভিভাবক থাকে, তাহাদিগের জরিমানা হয়। ছেলে মেয়েদিগকে লেখা পড়া শিক্ষা দেওয়া মাতাপিতার অতীব কর্ত্তব্য। পিতা অমনোযোগী হইয়া যদি স্বীয় পুত্র কন্যাকে অন্ধ করে, তাহা হইলে এমন পিতাকে বড়ই নিষ্ঠুর বলিতে হইবে। যে পিতা আপন সন্তানদিগকে লেখা পড়া না শিখাইয়া মুর্খ করে, সেও তদ্রূপ নিষ্ঠুর। ছেলেদিগকে যদি ভাল করিয়া লেখা পড়া শিখাইতে পার, তাহা অগাধ ঐশ্বর্য্য অপেক্ষাও ভাল।

ইংলণ্ডে বালক বালিকা উভয়ই স্কুলে যায়। ভারতবর্ষে অনেকে বলিয়া থাকেন, স্ত্রীলোকেরা ত আর মাথায় পাগড়ি দিয়া আপিসে চাকুরি করিতে যাইবে না, তবে আর তাহাদিগের লেখা পড়া শিখিবার প্রয়োজন কি? এ কথা বলিতে পারেন। কারণ ভারতবর্ষে লোকে লেখা পড়া শিখে টাকা উপার্জ্জন করিবার নিমিত্ত। কিন্তু ইংলণ্ডে এমন লোক বিস্তর, যাহারা লেখাপড়ার অনুরোধে, জ্ঞানোপার্জ্জনের জন্য লেখা পড়া শিক্ষা করে। ভারতবর্ষে স্ত্রীলোকদিগকে চাকুরি করিতে হইবে না বটে, কিন্তু লেখা পড়া শিখিলে তাহারা জ্ঞান লাভ করিয়া উত্তমা গৃহিণী হইতে পারে। ছেলে মেয়েদিগকে সুশিক্ষিত করিয়া তুলিতে পারিলে বড় সুখের বিষয় হয়। কুশিক্ষা পাইলে তাহারা মাতাপিতার অতি কষ্টদায়ক হইয়া থাকে। সুশিক্ষা পাইয়া যদি ছেলেরা মাতা পিতার অনুগত, সমাজের ভুষণ ও সম্মানের পাত্র হয়, তাহা হইলে আনন্দের সীমা থাকে না। মাতা সুশিক্ষিতা হইলে সন্তানদের সুপালন ও সুশিক্ষালাভ হইয়া থাকে। কেবল এই এক কারণেই বালিকাদিগকে শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। এক্ষণে বঙ্গদেশে স্ত্রীশিক্ষার কতক আদর হইয়াছে—ভদ্র লোকে বালিকাদিগকে লেখা পড়া শিখাইতেছেন। কিন্তু সে অতি সামান্য, কেবল খ্রীষ্টীয়ান ও ব্রাহ্ম যুবতীরা উচ্চ শিক্ষা পাইতেছেন।

শিক্ষিতা জননী।

অন্ধ অন্ধকে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইতে পারে না। যে নারী নিজে অশিক্ষিতা, সে সন্তানদিগকে সুশিক্ষা দিয়া উন্নত করিয়া তুলিতে পারে না। সুশিক্ষিত স্বামী ও অশিক্ষিতা স্ত্রীতে জ্ঞানপ্রদ বিষয়ে কথোপকথন হইতে পারে না। পরনিন্দার প্রসঙ্গ করিলে অশিক্ষিতা বাঙ্গালি নারীর মুখে খই ফুটিতে থাকে। সাত ছেলের মা হইলেও অশিক্ষিতা নারীর ছেলে মানুষী যায় না; কথায় কথায় রাগ, কথায় কথায় অভিমান; মনটা ত কুসংস্কারে ভরা, সুতরাং সুশিক্ষিত স্বামীর সুখের সুখী, দুঃখের দুঃখী হইতে পারে না।

হিন্দুরা নারী জাতিকে শিক্ষা না দিয়া স্ত্রীজাতির অবনতি ঘটাইয়াছেন। ভারতবাসীর হীনতার এক কারণ স্ত্রীলোকদিগের মূর্খতা। কুসংস্কারাপন্না প্রাচীনাদের দ্বারা চালিত হইয়া পুরুষে নানা নীচ কর্ম্ম করে,

অনেক বি, এ, এম এ এখনও মায়ের অনুরোধে দুর্গোৎসব করেন, গুরুমন্ত্র লয়েন; অথচ নিজে এ সকল মানেন না। ইংলণ্ডে বালিকাদিগকে সেলাই করিতে শিক্ষা দেওয়া হয়। অনেক পরিবারে গৃহিণী একাই পুত্রকন্যাদিগের সমস্ত কাপড় সেলাই করেন, দরজিকে দিয়া সেলাই করাইয়া লইবার প্রয়োজন হয় না। এ দেশে যখন ছেলে মেয়েরা কাটা কাপড় পরিতে শিখিয়াছে, তখন গৃহিণীদিগের সেলাই শিক্ষা করা আবশ্যক। এক্ষণে বালিকারা স্কুলে জামা সেলাই শিখিতেছে। গৃহিণীরা সেলাই করিতে পারিলে দরজি খরচ বাঁচিয়া যায়।

সেলাই।

ছেলেরা কি প্রকার আমোদ প্রমোদ ও খেলা ধুলা করে, না করে, তৎপ্রতি মাতার দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। যাহাতে তাহাদের বলবৃদ্ধি, স্বাস্থ্যের উন্নতি, বুদ্ধির চালনা ও মন প্রফুল্ল হয়, এমন খেলা করিতে দেওয়া উচিত। নহিলে অলস হইবে, বাজি ধরিয়া নানা খেলা খেলিতে শিখিবে। ছেলেদিগকে শুইয়া বসিয়া আলস্যে অবকাশ সময় কাটাইতে দিতে নাই, দিলে যৌবনেই জড়ভরত হইয়া পড়িবে। তাহাদিগকে পরিষ্কার মাঠে, বা রাস্তায় বেড়াইতে দিবে। ভারতবর্ষে অনেকে মনে করেন, বালকদের অষ্ট প্রহর বই কোলে করিয়া থাকাই উচিত। এ বড় ভুল। বাড়ীর বাহিরে গিয়া হাওয়া খাইয়া খানিক ক্ষণ বেড়াইলে তাহাদের পড়া শুনা আরও ভাল হয়। ইংরেজেরা বড় কর্ম্মিষ্ঠ, এই কারণেই তাহারা পৃথিবীর পাচ ভাগের এক ভাগ লোকের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতেছে।

বালিকাদের খেলা।

ভারতবর্ষে কোন কোন জাতীয় লোকদের স্ত্রীরা চন্দ্র সূর্য্যের মুখ দেখিতে পায় না; অন্তঃপুরে অবরুদ্ধ থাকে। ঈশ্বরের সৃষ্ট চন্দ্র সূর্য্যের আলোকে ও বিশুদ্ধ বায়ুতে সকলেরই সমান অধিকার। এই অধিকারে স্ত্রীলোকদিগকে বঞ্চিত করাতে তাহারা নিজেরা ও তাহাদের গর্ভস্থ সন্তান রুগ্ন ও দুর্ব্বল হইয়া থাকে। ইংলণ্ডে স্ত্রীলোকেরা অবরুদ্ধ থাকে না। বালকদিগের ন্যায় বালিকারাও নানা প্রকার খেলা করিয়া থাকে। তাহাতে তাহাদের মনে স্ফূর্ত্তি হয়।

শিশু পালন।

পৃথিবীর সকল দেশেই পাপস্বভাব লইয়া শিশুরা জন্মে। কথা কহিতে শিখে নাই, এমন শিশুকেও রাগিয়া আপনার মাকে আঁচড়াইতে দেখিয়াছি। ইংলণ্ডে শিক্ষিতা জননীরা ছেলে মেয়েদিগকে শিশু কাল হইতেই সুশিক্ষা দিয়া থাকেন।

ছেলেকে প্রথমে শিখাইবে আজ্ঞাবহতা, বা বাধ্যতা। এটী প্রায়ই আমাদের দেশে শিক্ষা দেওয়া হয় না। ভারতবর্ষে মাতা পিতার আদরে অনেক ছেলে, ছেলে বেলা হইতেই মাটী হয়।

মাতা পিতাকে দেখিতে হইবে, ছেলে মেয়েদের চলন চালন, ধরণ ধারণ ও আচরণ যেন ভাল হয়। মনে যেন থাকে, ছেলেরা মাতা পিতার অনুকরণ করিয়া থাকে। অতএব মাতাপিতার আচরণ ভাল হইলে ছেলেদেরও আচরণ ভাল হয়।

সুদৃষ্টান্ত ত দেখাইতে হইবেই, তাহা ছাড়া কোনটী ভাল, কোন্‌টী উচিত, তাহা শিখাইতে হইবে। ছেলেদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া উচিত যে, ঈশ্বর সর্ব্বদা তাহাদিগকে দেখিতেছেন, তাহাদের সব কথা ঈশ্বর শুনিতে পান, তাহাদের মনের ভাবও তিনি জানেন।

ভারতবর্ষে দুইটী দোষ বড় প্রবল ;—মিথ্যা বলা আর খারাপ কথা বলা। দুঃখের বিষয় এই, ছেলেরা মাতা পিতার কাছে এই দোষ শিখিয়া থাকে। মাতা পিতা বা পরিবারস্থ আর পাঁচ জনে ছেলেদিগকে অতি খারাপ কথা আদর করিয়া, বা রাগ করিয়া বলে, মিথ্যা কথা বলে, এমন কি, মিথ্যা কথা বলিতে শিখায় পর্য্যন্ত। ইহা বড় দুঃখের বিষয়।

এক বার একটী ছেলে কোন খারাপ কথা বলিয়াছিল। এই ছেলের মা বুদ্ধিমতী ছিলেন। তিনি অমনি কহিলেন, "ছি, কি নোঙ্‌রা মুখ! পরিষ্কার মুখ দিয়া এ প্রকার কথা কখনও বাহির হইতে পারে না। এস, মুখ ধোয়াইয়া দি।" এই বলিয়া সাবন ও জল দিয়া বেশ করিয়া মুখ ধোয়াইয়া দিলেন। দিয়া বলিলেন, "এই বার দেখিও, আর যেন মুখ নোঙ্‌রা করিও না।"

রাত্রের বৈঠক।

ছেলেরা দোষ করিলে, দোষটী যে কত গুরুতর, তাহা তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিবে। বুঝিলে তাহারা দোষ করিয়াছে বলিয়া দুঃখিত হইবে ; আর দোষ করিলে, যাহাতে তাহারা দোষ স্বীকার করে, তাহা করিবে। দোষ স্বীকার করিয়া দুঃখিত হইলে, নিজে ক্ষমা করিবে, এবং তাহাদিগকে লইয়া প্রার্থনা করতঃ ঈশ্বরের নিকটেও ক্ষমা চাহিবে।

ইংলণ্ডে লোকের বাড়ীতে অন্দর মহল নাই ; পিতামাতা, স্বামী স্ত্রী, ভাই ভগিনী সকলে এক সঙ্গে থাকে ; একই বসিবার ঘরে উপবেশন করে, একই আহারের ঘরে এক বৈঠকে আহার করে, একসঙ্গে সকলে গির্জায় বা গৃহে ঈশ্বরের আরাধনা করে। ছবিতে বসিবার ঘরে ছেলে মেয়েদিগকে লইয়া মাতা পিতা একটা টেবিল ঘেরিয়া বসিয়াছেন। ছেলেদিগকে লইয়া কি করিতেছেন? একটী ছেলে কাষ্ঠের ইট দিয়া বাড়ী বানাইতেছে। গৃহিণী ছোট মেয়েটীকে কাছে বসাইয়া সেলাই শিখাইতেছেন। এক পাশে একটা পুতুল বসাইয়া রাখা হইয়াছে, কি সুন্দর! ভারতবর্ষে এই প্রকার হওয়া চাই।

ছেলেরা ঘুমাইয়া পড়িলে, গৃহিণী কোন বহি পড়িতে থাকেন। আর স্বামী সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর বসিয়া শুনেন।

কখনও গৃহিণী গান বাদ্য করেন। ভারতবর্ষে যুবতীরা যদি গান বাদ্য জানিত, তাহাদের স্বামীরা গান শুনিবার জন্য কুস্থানে যাইত না।

স্বামী স্ত্রী।

প্রার্থনা শিক্ষা।

ধর্ম্মশিক্ষা।—ইংলণ্ডে প্রতিমা বা বিগ্রহ নাই। আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি কর্ত্তা স্বর্গস্থ ঈশ্বরের ভজনা করিতে ছেলে-দিগকে প্রথম হইতেই শিক্ষা দেওয়া হয়। পাপীকে পাপ হইতে উদ্ধার করণার্থ প্রভু যীশু খ্রীষ্ট জগতে আসিয়া প্রাণদান করিয়াছিলেন, তাঁহার বিষয়ও ছেলেরা শিক্ষা পায়।

কথা কহিতে শিখিলেই মায়েরা ছেলেদিগকে প্রার্থনা করিতে শিক্ষা দেন। ছেলে হাত জোড় করিয়া মায়ের কোলে বসিলে, মা তাহাকে শিখান, "হে স্বর্গস্থ পিতঃ, আমাকে আশীর্ব্বাদ কর, আর কুশলে ঘুমাইতে দেও ও রক্ষা কর। আমার বাবাকে আশীর্ব্বাদ কর।" যদি ভাই‌ভগিনী থাকে, তবে "আমার ভাই ভগিনীকে আশীর্ব্বাদ কর," ইহাও যোগ করা হয়, সকলের শেষে "প্রভু যীশুর অনুরোধে", ইহা বলা হয়।

পদ্যময় ছোট ছোট প্রার্থনাও অনেকে ছেলেদিগকে শিখাইয়া থাকেন।—

প্রাতঃকালের প্রার্থনা।

সকালে উঠিয়া, পিতঃ, প্রণমি তোমায়,
সুখে ছিনু সারা নিশি তোমার কৃপায়।
সারা দিন চক্ষে চক্ষে রাখিও আমারে,
ভাল রেখ, ভাল পথে, মিনতি তোমারে।

সায়ংকালের প্রার্থনা।

আবার হইল রাতি, শুইনু শয্যাতে,
আমার আত্মাটী, প্রভো, সঁপি তব হাতে।
এই নিদ্রা চির-নিদ্রা যদি মম হয়,
তব কাছে মম আত্মা, রেখো দয়াময়।

প্রার্থনা।

জননীর প্রার্থনা।

বড় বড় ছেলে মেয়েরা শুইবার আগে আপনারাই প্রার্থনা করে। সকলের আগে বাড়ীর সকলে মিলিয়া প্রার্থনা করে, তাহাকে পারিবারিক উপাসনা বলে। কেহ বাইবেল পাঠ করে, কেহ কেহ গান করে, কেহ প্রার্থনা করে।

হিন্দু ধর্ম্ম ভয়ের ধর্ম্ম; কিন্তু খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম প্রেমের ধর্ম্ম। ঈশ্বর স্বর্গস্থ পিতা, সকলকে প্রেম করেন, সকলের মঙ্গল করেন; এ কথা হিন্দু ছেলেদিগকে শিক্ষা দিলে ভাল হয়। কালী, দুর্গা ইত্যাদি দেবতাদিগের ভয় দেখাইয়া ও শিখা-ইয়া হিন্দু ছেলেদের মন ছোট করিয়া দেওয়া হয়।

খ্রীষ্টভক্ত পরিবারে দুই বেলা ঈশ্বরের উপাসনা হইয়া থাকে। বাইবেল শাস্ত্র পাঠ, গান এবং প্রার্থনা, ইহাই উপাসনা। ঈশ্বর ইহাই চান; ফুল, নৈবেদ্য, চিনি সন্দেশ চান না। পরিবারস্থ সকলে আবার রবিবারে গির্জায় গিয়া ঈশ্বরের ভজনা করে।

ভারতবর্ষীয় ছেলেদের অপেক্ষা ইংলণ্ডস্থ ইংরেজ ছেলেরা বেশী সুস্থশরীর ও বলবান হইলেও, তাহাদেরও পীড়া এবং মৃত্যু হয়। পীড়া গুরুতর হইলে, উত্তম ডাক্তার দেখান হয়, মাতা পিতা ঈশ্বরের নিকট সন্তানের আরোগ্য প্রার্থনা করেন। কিন্তু ভারতবর্ষীয় হিন্দুদিগের মত দেবতার কাছে মানত বা স্বস্ত্যয়ন করা হয় না। এই ছবিতে দেখ, পীড়িতা কন্যার শয্যার পার্শ্বে শির নত করিয়া মাতা জোড় হাতে প্রার্থনা করিতেছেন। কন্যাটীর যে প্রকার ভাব দাঁড়াইয়াছে, বেশী ক্ষণ বাঁচিবে বলিয়া বোধ হয় না। মায়ের প্রাণ বড়ই কাতর হইয়াছে, কিন্তু তিনি প্রার্থনায় বলিতেছেন, "হে ঈশ্বর, আমার ইচ্ছা নহে, তোমার যাহা ইচ্ছা, তাই হউক।" তিনি ঈশ্বরের হাতে সমস্ত ভার অর্পণ করিয়াছেন। কন্যাটী মরিয়া গেল, তখন তিনি সে কালের কোন সাধুর ন্যায় বলি-লেন, "প্রভু দিয়াছিলেন, প্রভুই তুলিয়া লইলেন, প্রভুরই ধন্যবাদ হউক।"

মাতা ও মৃতপ্রায় কন্যা।

যাহাদের পরকালে কোন আশা-ভরসা নাই, সন্তানের মৃত্যু হইলে খ্রীষ্টভক্ত স্ত্রীলোকেরা তাহাদের মত দুঃখ করেন না। তাঁহারা পুনর্জ্জন্ম মানেন না, হিন্দু নারীরা পুনর্জ্জন্ম মানেন; তাঁহাদের বিশ্বাস, ছেলে মেয়ে মরিয়া গেলে নানা জন্ম গ্রহণ করিয়া বেড়ায়, সুতরাং পরকালে তাহাদের সঙ্গে আর দেখা হইবে না। কিন্তু খ্রীষ্টীয়ান স্ত্রীলোকেরা এ সকল মানেন না; তাঁহারা জানেন, পরকালে, স্বর্গে তাহাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও মিলন হইবে। এ বড় মধুর ভাব!

ইংরেজ নারীদিগের পরোপকার জনক কার্য্য।—পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইংলণ্ডে স্ত্রীলোকেরা অন্দর মহলে আট্‌কা থাকেন না। অবিবাহিতা যুবতীরা পর্য্যন্ত একাই রাস্তা ঘাটে অবহেলে বেড়াইয়া বেড়ায়, কেহ

একটী কথাও বলে না, বলিতে পারেও না। স্বীকার করি, অন্যান্য দেশের স্ত্রীলোকদিগের ন্যায় বিস্তর ইংরেজ নারী স্বার্থপর, কেবল আপনার ছেলে মেয়েদের ভাল চায়, অন্যের দুঃখ দেখিলে ফিরিয়াও তাকায় না, আমোদ আহ্লাদে সময় কাটাইয়া দেয়। কিন্তু অনেক স্ত্রীলোক আছেন, যাঁহারা সংসার-সুখে জলাঞ্জলী দিয়া, পরের মঙ্গলজনক কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। কুমারী ফ্লোরেন্স নাইটেঙ্গল নামে এক ভদ্রকন্যা আছেন! এক্ষণে বৃদ্ধা হইয়াছেন। ইনি সমস্ত জীবন পরের মঙ্গল করিয়া কাটাইয়াছেন। যখন যুবতী ও বলবতী ছিলেন, তখন হাঁসপাতালে রোগীর সেবা করিতেন; এখন যদিও বৃদ্ধা ও চলচ্ছক্তি রহিত হইয়াছেন, তবু কিসে লোকের উপকার হইবে, সেই চেষ্টায় ব্যস্ত। ভারতবাসীর প্রতি তাঁহার টান আছে।

পীড়িতার কাছে পুস্তক পাঠ।

এ দেশের লোকের উপকারার্থ তিনি অনেক করিয়াছেন। নানা প্রকারে ধার্ম্মিকা স্ত্রীলোকেরা হাঁসপাতালে বা লোকের গৃহে গিয়া পীড়িতা স্ত্রীলোকদিগের উপকার করিয়া থাকেন। অনেকে হাঁসপাতালে গিয়া রোগীদিগের কাছে বসিয়া ভাল ভাল বহি পড়েন। ছবিতে তাহার দৃষ্টান্ত দেখাইলাম। ফলে, মন থাকিলে নানা প্রকারে পরের মঙ্গল করিতে পারা যায়।

ছেলে মেয়েদিগকে শিক্ষা দেওয়া, গরিবদিগের তত্ত্ব লওয়া, অন্ধদিগকে বহি পড়িয়া শুনান ইত্যাদি আরও কত উপায় আছে।

মন্তব্য।

এই পুস্তকে নানা দেশের স্ত্রীলোকদিগের অবস্থা বর্ণন করিলাম। অনেক অসভ্য জাতিতে স্ত্রীলোকদিগের অবস্থা যত দূর মন্দ হইতে পারে; অনেক সুসভ্য সমাজে স্ত্রীলোকেরা বিলক্ষণ আদৃত ও সুখী। আবার অর্দ্ধ সভ্য সমাজের স্ত্রীলোকদিগের অবস্থাও বর্ণন করা গিয়াছে।

১। উল্কি পরিয়া দেহের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য নষ্ট করার রীতি অতি অসভ্য সমাজে প্রচলিত। আমাদের দেহ ঈশ্বর গড়িয়াছেন। তাঁহার তুল্য কারিকর কে? উল্কি পরিলে সৌন্দর্য্য বাড়ে না; নষ্ট হয়। এক্ষণে বঙ্গদেশের অনেক লোকে ইহা বুঝিতে পারিয়াছেন।

২। আফ্রিকার মসাই নামক এক জাতীয় স্ত্রীলোকেরা টেলিগ্রাফের তার দ্বারা বালা মল ইত্যাদি বানাইয়া পরে; এক এক জনের শরীরে কম হইলেও পনের সের ওজনের তারের গহনা। ছেলে মেয়েরা গহনা এবং রং বিরঙের পোষাক বড় ভাল বাসে। গহনা ও পোষাকপ্রিয় স্ত্রীলোকেরাও ছেলে মেয়েদের মত। রোম দেশীয় কোন স্ত্রীলোকের সঙ্গে কোন প্রতিবাসিনী সাক্ষাৎ করিতে গিয়া তাঁহার গহনা দেখিতে চাহেন। উক্ত নারী আপনার চারিটী পুত্রকে ডাকিয়া দেখাইয়া বলেন, "এই আমার গহনা।" উক্ত বালক কয়টী সুশিক্ষিত ও ভদ্র ছিল।

৩। অসভ্য, বা অর্দ্ধসভ্য জাতিতে স্ত্রীলোকদিগকে লোকে গোরু ছাগলের মত জ্ঞান করে। তাহাদিগকে গৃহে ও মাঠে পশুর ন্যায় খাটিতে হয়, এ দিকে পুরুষেরা তামাক খাইয়া, গান বাজনা করিয়া আলস্যে দিন কাটায়। তাহাদের বিশ্বাস এই, পুরুষকে বসাইয়া খাওয়াইবার জন্যই স্ত্রীলোকের সৃষ্টি হইয়াছে। এত করিলেও পুরুষে স্ত্রীলোকদিগকে কথায় কথায় প্রহার করে। অনেক দেশে গোমেষাদির

ন্যায় লোকে স্ত্রীলোকদিগকে ক্রয় বিক্রয় করে। কোন কোন দেশে জন্মিবামাত্র মেয়ে ছেলে মারিয়া ফেলা হয়। ভারতবর্ষে রাজপুত জাতিতে এই প্রকার হইত, অনেকে মনে করেন, এখনও গোপনে হইয়া থাকে।

৪। অনেক দেশে স্ত্রীলোকে স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যবস্থা জানে না, তাহাতে অনেকের পীড়া ও অকালে মৃত্যু হয়। সন্তান হইলে প্রসূতিকে ঘরের ভিতর বন্ধ করিয়া তাহাতে অগ্নিকুণ্ড করিয়া রাখা, ভারতবর্ষের ও আরও কোন কোন দেশের রীতি। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, শ্যাম দেশের সাবেক রাজা এই প্রথা তুলিয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু দেশের লোকদের অমত হওয়াতে দিতে পারেন নাই। তাঁহার রাণীকেও দেশাচারের অনুরোধে সূতিকা ঘরে আগুনের কাছে রাখা হইয়াছিল, তাহাতে তিনি মরিয়া যান। মূর্খ স্ত্রীলোকেরা মন্ত্র তন্ত্র ও টোট্‌কা মানে। ছেলেদের বা নিজেদের অসুখ করিলে ঔষধ খায় না, বা ডাক্তার দেখায় না। তাহাতে অনেক ছেলে এবং স্ত্রীলোক অকালে মরিয়া যায়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এ প্রকার প্রথা ইংলণ্ডে নাই।

৫। সিতলা, ওলাবিবি ও ভূত ডাকিনী ইত্যাদি অসভ্য দেশের লোকেরা মানে, সভ্য ও শিক্ষিত লোকেরা মানে না। গাল ফুলিলে, বঙ্গ দেশে লোকে ওলা বিবির পূজা দেয়, গ্রামে বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব হইলে সিতলার পূজা দেয়। কিন্তু ইংলণ্ডের লোকে গাল ফুলিলে ডাক্তারে যে ঔষধ বলিয়া দেয়, সেই ঔষধ লাগায়, এবং বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব হইলে ছেলেদিগকে টিকা দেওয়ায়।

৬। মুসলমান সমাজে ও মুসলমানদের রাজ্যে, স্ত্রীলোক ইন্দ্রিয়সুখ সম্ভোগের সামগ্রী বিশেষ ; টাকা থাকিলে লোকে যত ইচ্ছা বিবাহ করিয়া থাকে। পুরুষে অকারণে, যখন ইচ্ছা, স্ত্রী ত্যাগ করিতে পারে। কিন্তু স্বামী সহস্র দোষ করিলেও স্ত্রী তাহাকে ত্যাগ করিতে পারে না।

৭। ভারতবর্ষে স্ত্রীলোকদিগের অবস্থা অনেকটা ভাল। কিন্তু কোন কোন বিষয়ে তাহাদের কষ্ট আছে।—

(ক) হিন্দু ও মুসলমান ভদ্রনারীদিগকে অন্দরমহলে আবদ্ধ থাকিতে হয়। মুসলমানদিগের আমল হইতে ভারতবর্ষে এই প্রথা প্রচলিত হইয়াছে। আর্য্য হিন্দুদিগের আমলে হিন্দু নারীরা ইংলণ্ডের স্ত্রীলোকদিগের মত স্বাধীনা ছিলেন। মুসলমানদের আমল হইতে ভারতে হিন্দু নারীদিগের দুরবস্থা ঘটিয়াছে। কিন্তু মহারাষ্ট্রী নারীরা হিন্দু হইলেও, অনেকটা স্বাধীনা।

(খ) বাল্যবিবাহ।—বাল্য কালে বিবাহ হওয়াতে বালিকাদিগকে অতি জঘন্য নিষ্ঠুরতা সহ্য করিতে হয়। ১২ বৎসর বয়সে ছেলের মা হওয়াতে অনেকে রুগ্ন ও অকালে বৃদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হয়। অনেক বালিকা বাল্যকালেই বিধবা হয়।

(গ) বিধবাদিগের প্রতি অন্যায় ও অত্যাচার।—স্ত্রী মরিয়া গেলে পুরুষে যত ইচ্ছা বিবাহ করিতে পারে, কিন্তু বিধবার পুনরায় বিবাহ হইতে পারে না ; হইলে জাতি যায়। পুরুষ সবল, স্ত্রীলোক দুর্ব্বলা ; পুরুষে দেশের ব্যবস্থা করিয়াছে, সুতরাং আপনাদের সুবিধা করিয়া লইয়াছে। হিন্দুর ব্যবস্থা প্রণয়নে যদি স্ত্রীলোকের হাত থাকিত, তাহাদের অবস্থা এত হীন হইত না। পরিবারের সকলেই বিধবাদিগকে গলগ্রহ মনে করে। সে কালে বিধবাদিগকে বলিয়া কহিয়া, বা ধরিয়া বাঁধিয়া মৃত স্বামীর চিতায় ফেলিয়া পুড়িয়া ফেলিত। এখন আইনের বিরুদ্ধ বলিয়া তাহা হইতে পারে না। ভারতবর্ষের কোন কোন প্রদেশে হিন্দু বিধবাদিগকে নিতান্ত জঘন্য ভাবে দিন যাপন করিতে হয়। ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়।

(ঘ) শিক্ষাভাব।—এক্ষণে ভারতবর্ষে স্ত্রীশিক্ষা প্রচলিত হইতেছে, সত্য বটে ; কিন্তু মনুর আমল হইতে হিন্দু নারীদিগকে মূর্খ করিয়া রাখা হইয়াছে, অথচ নিজ বেদে পর্য্যন্ত স্ত্রীলোকের রচিত স্তোত্র রহিয়াছে। এক্ষণে খ্রীষ্টীয়ান ও ব্রাহ্ম মহিলারা বিলক্ষণ লেখা পড়া শিখিতেছেন।

(ঙ) অশিক্ষিতা স্ত্রীলোকে উচিত রূপে সন্তানের লালন পালন করিতে পারে না। মা ছেলেকে মিথ্যা ভয় দেখাইয়া ঘুম পাড়ায়, সুতরাং ছেলে প্রথমে মায়ের কাছে মিথ্যা কহিতে শিখে।

(চ) অশিক্ষিতা স্ত্রীলোকেরা কলহপ্রিয়া। পরনিন্দা তাহাদের মুখে লাগিয়াই থাকে। অতি সামান্য বিষয়ে ঝগড়া বাধাইয়া দেয়। আদর করিয়া অনেকে ছোট ছেলে মেয়ের কর্ণগোচরে খারাপ কথা বলেন খারাপ ভাবভঙ্গী করে। ছেলেরা অমনি শিখিয়া ফেলে। মিথ্যা ভয় দেখাইয়া ছেলেদিগকে সক্[illegible]

ভীরুস্বভাব করিয়া তুলে। বাঙ্গালি যে এত ভীরু, ঐ মিথ্যা ভয়ই তাহার একটী কারণ। ভূত, প্রেত ত্যাদির ভয় ছেলেরা মায়ের কাছে শিখে, সে ভয় আর ইহ জন্মে ছাড়ে না।

(ছ) সুখের বিষয় এই, এক্ষণে বঙ্গদেশে স্ত্রীশিক্ষার আদর হইয়াছে, কিন্তু বাল্য কালে বিবাহ ওয়াতে বালিকারা বেশী শিখিতে পায় না। বিবাহিতা বালিকাদিগকে প্রায়ই স্কুলে প্রেরণ করা য় না। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, অনেকেই সামান্য লেখা পড়া শিখিয়া, কেবল নাটক নভেল পড়িয়া সময় কাটাইয়া থাকেন।

(জ) ধর্ম্ম শিক্ষার অভাব।—স্ত্রীলোকদিগকে ধর্ম্ম শিক্ষা দেওয়া লোকে অনাবশ্যক মনে করে। করিবার কারণ আছে। প্রাচীন ব্যবস্থাকর্ত্তা মনু বলিয়াছেন, স্ত্রীলোকের প্রধান ধর্ম্ম পতিসেবা—পতিসেবায় নিষ্ঠা থাকিলে স্ত্রীলোকের যাগযজ্ঞ, ব্রত উপবাস, কিছুই করিবার প্রয়োজন নাই। মনুর মতে স্বামীই স্ত্রীর দেবতা; তাহার আর কোন দেবতার আরাধনা করিবার প্রয়োজন নাই। কি ভ্রান্তি! কি স্বার্থপরতা!

(ঝ) কিন্তু ভারতবর্ষের স্ত্রীলোকেরা মনুর ব্যবস্থা লঙ্ঘন করে। তাহারা পতিসেবা ত করেই, তাহা ছাড়া ধর্ম্ম কর্ম্মে তাহাদের যেমন মতি, পুরুষের তেমন নহে। ছেলে-বেলা হইতে তাহারা নানা ব্রতানুষ্ঠান শিখে। এক্ষণে রেলপথ হওয়াতে স্ত্রীলোকেরা তীর্থ পর্য্যটন করিতেছে। তাহারা নানা কুসংস্কারে পরিপূর্ণ। ছেলেদের পীড়া হইলে, ঔষধ না দিয়া জলপড়া খাওয়ায়, ঝাড়ায়। তাহাতে অনেক ছেলে মরিয়া যায়।

৮। কোন কোন দেশে স্ত্রীলোকেরা রীতিমত শিক্ষা পায়, তাহারা বিলক্ষণ বুদ্ধিমতী, সুতরাং সুশিক্ষিত পুরুষের যোগ্যা ভার্য্যা হয়। তাহারা সুচারুরূপে সন্তানেরও লালন পালন করিতে জানে। সে সকল দেশে বহুবিবাহ প্রথা প্রচলিত নাই। স্ত্রীলোকেরা স্বাধীনভাবে বেড়াইয়া বেড়ায়; অন্দর মহলে আট্‌কা থাকে না। এই জন্য তাহারা সবলা ও সুস্থকায়া। ভদ্র লোকের স্ত্রীরা গরিবদিগের উপকার করিয়া বেড়ান।

এই সকল দেশের লোক খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী। কেবল সভ্যতার গুণেই যে খ্রীষ্টীয়ানদিগের অবস্থা এত উন্নত হইয়াছে, তাহা নহে। সে কালে গ্রীক দেশের এক সময়ে বড়ই উন্নতি হইয়াছিল। গ্রীকেরা সভ্য-জাতিগণের অগ্রগণ্য ছিল। কিন্তু স্ত্রীলোকদিগের অবস্থা ভারতবর্ষীয় হিন্দু নারীদের ন্যায় অতি হীন ছিল। ইউরোপে যে এক্ষণে স্ত্রীজাতির এত উন্নতি ও আদর, সে কেবল খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের গুণে।

সে কালে খ্রীষ্ট ধর্ম্মের গুণে ইউরোপে স্ত্রীজাতির এত উন্নতি হইয়াছিল যে, তাহা দেখিয় জনৈক প্রতিমাপূজক পণ্ডিত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন। ফলে যে দেশে সত্যধর্ম্ম প্রচলিত, সে দেশেই স্ত্রীলোকদিগের আদর বেশী।

এক্ষণে ভারতবর্ষে অনেক হিন্দু স্ত্রীলোক খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা অনেক বিষয়ে হিন্দু নারীদিগের অপেক্ষা উন্নত।

স্ত্রীজাতির উন্নতি হইলেই দেশের প্রকৃত উন্নতি হইয়া থাকে। ভারতবর্ষের লোকেরা আজিও এই কথার অর্থ ভাল করিয়া বুঝিতে পারেন নাই। অনেক যুবতী বহি পড়িতে জানেন, সত্য, কিন্তু সত্য ধর্ম্মের জ্ঞান পান নাই। তাঁহারা জাতীয় কুসংস্কারের শৃঙ্খল কাটিতে পারেন নাই। লেখা পড়ার উদ্দেশ্য কেবল নাটক নভেল পড়া নহে। কিসে পরিবারস্থ সকলে সুস্থ থাকিতে, কিসে তাহাদের শারীরিক ও মানসিক বলবৃদ্ধি হইতে পারে, এই সকল যে বহিতে শিখিতে পাওয়া যায়, সেই সকল বহি পড়া আবশ্যক। গৃহ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা স্ত্রীলোকদিগের কর্ত্তব্য। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, অনেকে দুই বেলা গা ধোয়েন বটে, কিন্তু অতি ময়লা কাপড় পরেন এবং ঘরের দেওয়ালে ও মেঝেয় থুথু ও পানের পিক ফেলেন।

আজি কালিকার শৌখিন্ যুবতীগণের বিশ্বাস এই যে, বিলাতে ইংরেজ রমণীদিগকে রাঁধিতে হয় না। এ বড় ভুল। গৃহস্থ নারীদিগকে সংসারের সমস্ত কার্য্যই করিতে হয়। তাহা ছাড়া হাট বাজার করিতে হয়। আমাদিগের মহারাণীর কন্যারা সকলেই উত্তমা রাঁধুনী। রাঁধুনী এক বেলা না আসিলে এক্ষণকার যুবতীরা দুই চক্ষে ধুঁয়া দেখেন। কিন্তু ইংরেজ রমণীরা সে জন্য ভাবেন না। যাহাদের সঙ্গতি আছে, তাহারা রাঁধুনী রাখে, যাহাদের নাই, তাহারা নিজেরা সংসারের সমস্ত কার্য্য করে।

এক্ষণে দেশের সর্ব্বত্রই স্ত্রীশিক্ষা প্রচলিত হইতেছে। কিন্তু ইহার মুল খ্রীষ্ট ধর্ম্ম।

সেরা টকার স্কুলের বালিকাগণ।

এইটী মান্দ্রাজের বালিকাদের ছবি। বঙ্গদেশের ন্যায় মান্দ্রাজেও স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি হইতেছে। আমাদের প্রার্থনা এই, কালে বাঙ্গালি রমণীরাও সত্য ধর্ম্মের জ্ঞান লাভ করিয়া ইংরেজ রমণীদিগের ন্যায় উন্নত হউন।

সমাপ্ত।